সাপ্তাহিক
weeklybangladeshusa.com
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH
Weekly Bangladesh || New York, Vol. 29 • Issue 10 • Thursday, 13 August 2026 • ২৯ শ্রাবণ ১৪৩৩, ২৩ সফর ১৪৪৮

মিশিগানে আল-সাইয়েদের উত্থান

আল-জাজিরা : যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ডেট্রয়েটে তখন উৎকণ্ঠা বাড়ছিল। মার্কিন সিনেট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক *(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)*

কানাডা থেকে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়ায় ৯৬৮ বাংলাদেশি

বাংলাদেশ ডেস্ক : অবৈধভাবে বসবাস কিংবা বিভিন্ন *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

অনুষ্ঠানে অতিথি আমন্ত্রণে কোন নীতিমালা নেই

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ কনস্যুলেটে অপ্রীতিকর ঘটনা

নূর হোসেন

বাংলাদেশ রিপোর্ট: সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাজনৈতিক পরিবর্তন ও অস্থিরতার কারণে নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের কার্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে বেশ কিছু হট্টগোল, ভাঙচুর ও অপ্রীতিকর *(বাকি অংশ ২২ পাতায়)*

কনস্যুলেটের দুঃখ প্রকাশ

নিউইয়র্ক : অনুষ্ঠানে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনকে কেন্দ্র করে 'অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি' সৃষ্টি হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট। গত ৭ আগস্ট নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেটে জুলাই *(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)*

মঞ্জুরুল ইসলাম এমপি

ভারত সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

ঢাকা : বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান শিগগিরই দ্বিপক্ষীয় সফরে নয়াদিল্লি যেতে পারেন। বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট সূত্র টাইমস নাওকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। একই সঙ্গে *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

যুক্তরাষ্ট্রের ১ লাখ ৭৫ হাজার ভিসা বাতিল

বাংলাদেশ রিপোর্টে: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর গত দেড় বছরে স্টেট ডিপার্টমেন্ট ১ লাখ ৭৫ হাজারের বেশি বিদেশি নাগরিকের ভিসা বাতিল করেছে। ভিসা বাতিলের কারণ হিসেবে স্টেট ডিপার্টমেন্ট ভিসার শর্ত লঙ্ঘন, যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানস্থালে অপরাধ সংঘটন, আমেরিকান নাগরিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতার আহ্বান জানানো, আমেরিকানদের প্রতারণা এবং অভিবাসন *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

কে হচ্ছেন দেশের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি

ঢাকা : কে হচ্ছেন দেশের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি-এ আলোচনার মধ্যেই বঙ্গভবনে শুরু হয়েছে নতুন রাষ্ট্রপতিকে বরণ করার প্রস্তুতি। নিয়ম ও রেওয়াজ অনুযায়ী, পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে দেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতিকে বরণ করে নেবে বঙ্গভবন। এরই মধ্যে বরণের মহড়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বঙ্গভবনের মতে নতুন রাষ্ট্রপতিকে বরণ করা এক মহাযজ্ঞের মতো *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

বাংলাদেশের ভিসা ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আসছে

ঢাকা : বিদেশীদের বাংলাদেশে প্রবেশ ও অবস্থানের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের ভিসা কাঠামোতে বড় ধরনের *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

'র' প্রধানের বাংলাদেশে সফরের আড়ালে!

ঢাকা : দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টার মধ্যে সরকারি সফরে ঢাকায় এসেছেন ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

বিশ্বের ২৭ দেশে মিশন নেই

সেবাবঞ্চিত ৫৬ হাজার প্রবাসী

ঢাকা : বিশ্বের ২৭টি দেশে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী থাকলেও সেখানে নিজস্ব কূটনৈতিক মিশন বা কনস্যুলার সেবা নেই। ফলে কর্মক্ষেত্রে বিপদ, আইনি জটিলতা, দুর্ঘটনা, নিয়োগকর্তার *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.
OUR PERSONAL CARE PLAN
Bangla, Urdu, Hindi, Arabic
Fields Trips (Pick-up & Drop-off)
Halal Breakfast & Lunch
Diabetes Prevention Program
Help to apply for Medicaid/Food Stamp
ESL & Computer Class
Mahfuzul Haque
President & CEO
আমরা বাংলায় কথা বলি
148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Open 7 Days 9am-9pm
Phone: 718-647-4444, 646-591-6782
Fax: 347-694-8854 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

1st Aide Home Care
1st AIDE HOME CARE INC
OUR GROUP OF COMPANIES
IDENTO GO
IdentoGO by IDEMIA
JAMAICA SOCIAL ADULT DAY CARE
JAMAICA
ASTORIA SOCIAL ADULT DAY CARE
Astoria Social Adult Day Care
BUFFALO SENIOR COMMUNITY CENTER
BUFFALO

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার প্যাকেজ $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

Red Cow
FULL CREAM MILK POWDER
FRESH FRESH FRESH FRESH
MADE WITH ONLY FRESH MILK
PACKED FRESH
VACUUM SEALED
REACHES YOU VERY FRESH
FRESH FRESH FRESH FRESH

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
• TAX Liens • Charge Offs • Inquiries • Collections
• Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us: 646-775-7008
www.cmcreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
718-587-2266
LHSCA
PCA Training
Day Care
JAMAICA
JACKSON HEIGHTS
BROOKLYN
BRONX
LONG ISLAND

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায়
অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ
আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের
বিশেষ অনুদানে
(৭০% পর্যন্ত)
আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক
হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন
লাগিয়ে দিতে চাই
GREE MECHANICAL YONKERS
Gree Mechanical Yonkers
914-222-9477, 914-989-0089
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

TEL. - (718) 953-7351
FAX - (718) 953-4968
uticapharmacy@yahoo.com

UTICA PHARMACY

285-287 UTICA AVENUE
(Near Eastern Parkway Next to Dunkin' Donuts)
BROOKLYN, NY 11213

"Serving the community for over 18 years"
We are not affiliated with any other pharmacy

SYED A. MUZAFFAR, M.S.
REGISTERED PHARMACIST

IRENE SALEH, PHARM.D.
REGISTERED PHARMACIST

GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
জ্যাকসন হাইটস অফিস : 74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372
Tel: 718-263-5999

Naresh Gehi, Esq.

আমরা বাংলায় কথা বলি

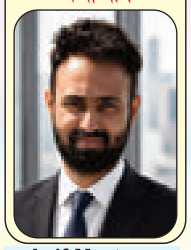

Asif Mortuza

ফ্রি কনসালটেশন

তুলনামূলকভাবে কম ফি
সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে
এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

ইমিগ্রেশন
* পলিটিক্যাল এসাইলাম * ডিপোর্টেশন * কনস্যুলার প্রসেসিং * ফ্রড ওয়েভার * ফিয়ানসে ভিসা * বেটারড স্পাউজ * ম্যারিজ বেইজড ইমিগ্রেশন * ইমিগ্রেশন বন্ড এবং ডিটেনশন * এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন * সিটিজেনশিপ * চাইল্ড কাস্টডি * চাইল্ড সাপোর্ট

ব্যাংক্রাপসি
* ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়া ক্লায়েন্টদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই আমরা তাদেরকে সমস্যা থেকে বের করে এনেছি।
* ব্যাংক্রাপসি ফাইল করে আপনার ঋণভার থেকে মুক্ত হোন
* ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা
* কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও ঘন্টার দাবী

পূর্বের ফলাফল ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়।

Call :
718-263-5999

* আপনি কি গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান?
* আপনি কি ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন?
* আপনি কি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন?
* আপনি কি আপনার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ?
* আপনার ব্যাংক একাউন্ট নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে?
* ঋণদাতারা কি আপনাকে হয়রানি করছে?

E-Mail: info@gehilaw.com
web : www.gehilaw.com
74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372, Tel: 718-263-5999
173-29 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Tel : 718-764-6911
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11417 Tel: 718-577-0711

IZNA MEDICAL CARE PC
মেডিকেল অফিস

ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন এম, ডি
ফ্যামেলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
ATTENDING PHYSICIAN, NORTHWELL HEALTH

আমাদের সেবা সমূহ ঃ

- শারীরিক চেক আপ
- শিশু রোগ চিকিৎসা
- সর্দি, জ্বর, ফ্লু চিকিৎসা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতার চিকিৎসা
- উচ্চ রক্ত চাপ
- ডায়াবেটিস
- হাই কোলেস্টেরল
- অ্যাজমা
- ল্যাব ও ভ্যাকসিন

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন
718-880-2186
সোমবার থেকে শুক্রবার: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৭টা।
শনিবার: সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টা।

388 Hillside Avenue, New Hyde Park, NY 11040 | 87-02, 167th Street, Jamaica NY 11432
Email: iznamedicalcareepc@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

Dr. Mohammed Wazed A. Khan
President & Editor

Anwar Hossain Manju
Advisor, Editorial Board

Published by News Bangladesh Inc.

Vice-President
Mohammed Dinaj Khan
Florida Office
1610 NW 3rd Street,
Deerfield Beach, Fl. 33442

Corporate Office
86-47 164th Street, # BH
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-523-6299, 917-304-3912
weeklybangladesh@yahoo.com

WEEKLY BANGLADESH
86-47 164th Street, # BH, Jamaica, NY 11432
Phone:718-523-6299, 917-304-3912
Fax: 718-206-2579, **E-mail:** weeklybangladesh@yahoo.com

Jackson Heights Office
37-55 72 Street, Jackson Heights,
NY-11372, Tel : 646-645-6904

সম্পাদকীয়

মুক্তিযুদ্ধ ও চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের চেতনা ও লক্ষ্য অভিন্ন

আগস্ট মাস চলছে। শুধু বাংলাদেশই নয়, উপমহাদেশের ইতিহাসে আগস্ট নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রায় দুইশ বছরের ঔপনিবেশিক পরাধীনতার শেকল ভেঙ্গে পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছিল ১৯৪৭ সালের যথাক্রমে ১৪ ও ১৫ আগস্ট। এর আগে ১৯৪৬ সালের ১৬ থেকে ১৯ আগস্ট ৪ দিন কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। ইতিহাসে তা 'গ্রেট কলকাতা কিলিং' নামে পরিচিত। এ দাঙ্গার সময় হাজার হাজার মুসলমান পরিবার কলকাতা, আসাম ও বিহার থেকে পূর্ব বাংলায় মাইগ্রেট করতে বাধ্য হয়। হিন্দুরা বাংলা ভাগের পক্ষে থাকলেও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা ও প্রদেশগুলোর প্রতিনিধিরা শুরুতে ঐক্যবদ্ধ বা অখন্ড বাংলার পক্ষে ছিল। কিন্তু কলকাতায় দাঙ্গার পর সে চিত্র আমূল পাল্টে যায়। পূর্ব বাংলার মুসলমানরা পাকিস্তান আন্দোলনে সমর্থন দিয়ে তা বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বাহ্যিকভাবে বৃটিশদের গণতান্ত্রিক পন্থাকে সমর্থন করে এবং পশ্চিম বাংলাকে ভারতের সাথে রাখার স্বার্থে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানে ঠেলে দিতে কুণ্ঠিত না হলেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পূর্ব বাংলাকে আলাদা করে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে দুর্বল ও খণ্ডিত করার চক্রান্ত শুরু হয়। ভিন্ন প্রেক্ষাপট এবং পাকিস্তানী শাসকদের বৈষম্য নীতি ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বদলে সামরিক শাসন অব্যাহত রাখার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির সুত্রে শেখ মুজিবুর রহমানও সেই চক্রান্তের সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। কালিদাস বৈদ্য ও চিত্তরঞ্জন সুতারদের লেখায় সেসব ইতিহাস বেরিয়ে এসেছে। ষাটের দশকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সামরিক-বেসামরিক ৩৫ জন আসামীর কেউ কেউ অনেক পরে এই মামলাকে একটি সত্য মামলা হিসেবে স্বীকার করে নেন। ক্যাপ্টেন এ শওকত আলী তাদের একজন। ২০১১ সালে প্রকাশিত তার লেখা বইয়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে সত্য মামলা হিসেবে স্বীকার করেন। রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে পাকিস্তানী সামরিক জান্তার রাজনৈতিকভাবে সমাধানের ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে যেমন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল, একইভাবে লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের গণমানুষের আকাঙ্ক্ষার বাইরে গিয়ে গণতন্ত্রের পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়ে দেশে একদলীয় দু:শাসন চাপিয়ে দেয়ার প্রেক্ষাপটে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবসহ তার পরিবার নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার হন। শেখ মুজিবের সেই নির্মম হত্যাকে জাতি স্বাগত জানিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। সেই ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নিয়ে প্রতিশোধের রাজনীতি করতে গিয়ে মুজিবকন্যা শেখ হাসিনা পিতার চেয়েও বড় স্বৈরাচারে পরিনত হয়ে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়ে আরেকটি রক্তাক্ত অভ্যুত্থানকে অনিবার্য করে দেড় দশকের আওয়ামী দুঃশাসন থেকে জাতিকে মুক্ত করতে চব্বিশের উত্তাল ছাত্র-জনতা জুলাই মাসকেই বেছে নিয়েছিল। জুলাই অভ্যুত্থান কোনো রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়নি। তবে বিএনপি-জামায়াতের মত মূল ধারার রাজনৈতিক দলগুলোই এই অভ্যুত্থানের বেনিফিশিয়ারি বা সুবিধাভোগী হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধীদলও পরোক্ষভাবে ক্ষমতার অংশীদার। বিরোধীদলের সংসদ সদস্যরাও সরকারি দলের মতো একই রকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকেন। জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত বিএনপি সরকারের শপথ গ্রহণের ৬ মাসের মাথায় জুলাই অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকীর রাষ্ট্রীয় আয়োজন কিছু অপ্রীতিকর ঘটনার মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়েছে। সেখানে আবারো ইতিহাস বিকৃতি এবং জাতিকে বিভক্ত ও বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যাওয়ার এক নীরব তৎপরতা প্রত্যক্ষ করা গেছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মূল লক্ষ্য ছিল প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু মুজিবীয় শাসনে স্বাধীন বাংলাদেশ আইয়ুব-ইয়াহিয়ার চেয়েও ভয়ঙ্কর দুঃশাসনের সম্মুখীন হয়। শেখ মুজিবের সাড়ে তিন বছরের শাসনে মুজিববাহিনীর হাতে যত সংখ্যক বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মী গুম-খুন ও হত্যার শিকার হয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধের আগে পাকিস্তানের তেইশ বছরেও তার অর্ধেক হয়নি। এ সময়ে রাষ্ট্রীয় লুন্ঠন এবং বৈষম্যের কারণে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে লাখ লাখ মানুষ মৃত্যুর শিকার হয়েছে। একাত্তর পরবর্তী সরকারের অভ্যন্তরে যে অপরাজনীতির চর্চা, আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি, অদক্ষতা ও বিভাজন-বৈষম্যের সূচনা হয়েছিল, পঁচাত্তরের বিপ্লবী পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে আমূল পরিবর্তন হওয়ার কথা তার কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করা হয়নি। প্রেসিডেন্ট জিয়ার পরিকল্পনায় সবই ছিল, তাঁকে হত্যার মধ্য দিয়ে সে সম্ভাবনা নস্যাৎ করা হয়েছে।

নামাজের সময়সূচি

১৩-১৯ আগস্ট ২০২৬ — ৩০ সফর-০৬ রবিউল আউয়াল ১৪৪৮

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
১৩ আগস্ট	৪.৪০	৬.০৪	০১.০০	৫.৫১	৭.৫৭	৯.২১
১৪ আগস্ট	৪.৪১	৬.০৫	০১.০০	৫.৫০	৭.৫৫	৯.১৯
১৫ আগস্ট	৪.৪২	৬.০৬	০১.০০	৫.৫০	৭.৫৪	৯.১৮
১৬ আগস্ট	৪.৪৪	৬.০৭	০১.০০	৫.৪৯	৭.৫২	৯.১৬
১৭ আগস্ট	৪.৪৫	৬.০৮	০১.০০	৫.৪৯	৭.৫১	৯.১৪
১৮ আগস্ট	৪.৪৬	৬.০৯	০১.০০	৫.৪৮	৭.৫০	৯.১২
১৯ আগস্ট	৪.৪৮	৬.১০	১২.৫৯	৫.৪৭	৭.৪৮	৯.১১

উপসম্পাদকীয়

জুলাইয়ে 'রেমিট্যান্স শাটডাউন' কী পেলেন প্রবাসীরা কী পেল বাংলাদেশ

সৈয়দ ফায়েজ আহমেদ

'টাকা দিয়ে বিদেশে বসে মাল খাব, তবুও টাকা বাংলাদেশে দেব না'ড়বাংলাদেশের জুলাই গণঅভ্যুত্থান নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, তাঁদের সবারই এই লাইনের সঙ্গে পরিচয় আছে। দেশে ছাত্রজনতা যখন আন্দোলনে রাজপথ উত্তাল করে রেখেছে, ফ্যাসিবাদী সরকার ও রাষ্ট্রযন্ত্রের আঘাতে মানুষ মরছে, তখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিক হাতে একটি মদের বোতল নিয়ে ছবি তুলে এই কথাগুলো পোস্ট করেন। আপাতহাস্যকর মনে হলেও সেই সময় এ লাইন প্রবাসীদের রেমিট্যান্স বন্ধের ঘোষণাকে দারুণভাবে প্রকাশ করেছিল। আমরা দেখলাম, প্রবাসীদের রেমিট্যান্স শাটডাউন তথা দেশে টাকা না পাঠানোর আন্দোলন মাঠের আন্দোলনের জন্য দারুণ সহায়ক শক্তি হয়ে আসে। জুলাইয়ের প্রথম ১৩ দিনে স্বাভাবিক গতিতে রেমিট্যান্সের প্রবাহ থাকলেও এরপরের দিনগুলোতে অস্বাভাবিক হারে তা কমে যায়। ফলে ইতিমধ্যেই অর্থনৈতিক চাপে থাকা হাসিনা সরকার আরও বেশি চাপে পড়ে।

শুধু তাই নয়, একটা সময় সরকার ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়। কিন্তু সে সময় প্রবাসীরা নানাভাবে দেশের খবর সংগ্রহ করে সারা দুনিয়াকে জানাতে থাকে। নানা দেশে প্রতিবাদলিপি হাতে দাঁড়িয়ে পড়ে। এমনকি প্রতিবাদ করতে গিয়ে সেই সব দেশেও কারাবন্দী হয়। এতে হাসিনাশাহির ওপর চাপ বাড়তে থাকে। প্রবাসীদের এই সামষ্টিক শক্তি মনে করিয়ে দেয় ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের কথা। সে সময়েও প্রবাসী সরকার, নানা দেশে থাকা প্রবাসীরা বিশ্বমানবতার কাছে বাংলাদেশের চিত্র তুলে ধরেন। জর্জ হ্যারিসন, রবিশঙ্করের মতো বিশ্বখ্যাতরা এই আবেদনে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির লড়াইয়ে অংশ নেন।

হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রবাসীদের ভূমিকা অবশ্য শুধু জুলাইতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রযুক্তির কল্যাণে এখন মতামত প্রকাশ করা সহজতর। এই সুযোগে দেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ঘাটতি থাকলেও বিদেশের মাটিতে বসে অনেক প্রবাসী সরকারবিরোধী প্রচারণা করেছেন, জনমত গঠন করেছেন। কেবল যে ব্লু কলার তথা কায়িক পরিশ্রম করা শ্রমিকেরাই সম্পৃক্ত ছিলেন, তাই না; হোয়াইট কলার তথা বাবুগিরি কাজের সঙ্গে যুক্তরাও তীব্রভাবে অংশ নিয়েছেন।

সরকারি তথ্যমতে, বাংলাদেশ থেকে গত ১০ বছরে ৮৬ লাখের বেশি মানুষ প্রবাসী হয়েছেন। অবৈধ পন্থাতে আরও অনেক বেশি মানুষ ভাগ্যান্বেষণে দেশ ছেড়েছেন। গ্রামের অল্প শিক্ষিত যুবক, যাঁদের জন্য দেশে যথেষ্ট পরিমাণে কর্মসংস্থান নেই, তাঁরা যেমন দেশ ছাড়েন, তেমনি আরেক শ্রেণির মানুষও দেশ ছাড়েনড়উচ্চশিক্ষিত, সর্বোচ্চ মেধাবী ও দক্ষ মানুষেরা।

এই দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষেরা দেশ ছাড়েন বা ছাড়তে বাধ্য হন। কারণ, তাঁদের উপযুক্ত সুযোগ এই দেশে নেই। এই দেশের সরকার বা উদ্যোক্তারা এই মেধাবী মানুষদের আটকে রাখার যথেষ্ট উদ্যোগ নেন না। তদুপরি এই দেশের কর্মপরিবেশে হরেদরে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, রাজনীতির অপব্যবহারে মেধাবীদের একটা বড় অংশ বঞ্চিত ও অনিরাপদ বোধ করেন। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এই ঘটনা নিয়মিত। একে 'ব্রেন ড্রেন' নামে আখ্যা দেওয়া হয়।

তথাপি এই মানুষগুলো দেশের ভালোর সঙ্গে যুক্ত হতে চান। দেশের মন্দ দেখলে তাঁদের অস্থির লাগে। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমিক হোক কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন ভ্যালিতে কাজ করা বাংলাদেশি হোকড়নির্বিশেষে সবাই জুলাই আন্দোলনে ভূমিকা রাখতে চান।

আর হাসিনা পালানোর পর দেশের মানুষ যখন নতুন আশায় বুক বাঁধে, দেশকে নতুন করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে, তখন প্রবাসীরাও সেই স্বপ্নের সঙ্গে যুক্ত হয়। এর প্রভাবে দেখা যায়, 'রিভার্স ব্রেন ড্রেন' শব্দটি জনপ্রিয় হয়। বিদেশে থাকা দক্ষ বাংলাদেশিরা স্বপ্ন দেখতে থাকেন যে দেশ গড়তে নিজেদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবেন।

আধুনিক দুনিয়ায় এর উদাহরণও আছে প্রচুর। পাশের দেশ ভারতেই এর দারুণ ইতিবাচক প্রভাব দেখা গেছে। ভারতের বেঙ্গালুরুকে দুনিয়ার অন্যতম টেক হাব হিসেবে গড়ে তোলার প্রায় পুরো কৃতিত্বই প্রবাসী হোয়াইট কলার বা ডায়াসপোরাদের। তাঁরা একই সঙ্গে বিনিয়োগ, অভিজ্ঞতা ও মেধা ব্যয় করে নিজের দেশে বিশাল ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলেছেন। এক হিসাবে দেখা গেছে, অনাবাসী ভারতীয়রা বছরে গড়ে ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি দেশে বিনিয়োগ করেন। এর মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রি তো গড়ে উঠেই, ভারতের তরুণদের জন্য শুধু কর্মসংস্থানই নয়, সর্বোচ্চ বিকাশেরও সুযোগ তৈরি হয়। এই ভারতীয় তরুণেরাই এখন দুনিয়ার বড় টেক কোম্পানিগুলোতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

এমনকি কমিউনিস্টশাসিত চীনেও এর প্রভাব পড়েছে। গত শতকের শেষ দিক থেকে চীনা অনাবাসীরা সে দেশের অর্থনীতি ও উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখছেন।

ভারত আর চীন নাহয় অনেক বড় দেশ, অনেক বেশি মানুষ, তাইওয়ানের মতো ছোট দেশও দারুণ সুফল পাচ্ছে অন-াবাসীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে। বলা যায়, তাইওয়ানের প্রযুক্তিনির্ভর বিশেষত মাইক্রোচিপ ইন্ডাস্ট্রির পুরোটাই অন-াবাসীদের গড়া। এমনকি পাকিস্তানের মতো প্রায় ব্যর্থ রাষ্ট্রকেও আগলে রাখায় ভূমিকা রাখছে প্রবাসীদের উদ্যোগ।

সেনেগালে ফেরত আসা অনাবাসীরা সে দেশে গড়ে তুলেছেন দুর্দান্ত কার্যকর এসএমই ইন্ডাস্ট্রি। ঘানা, উগান্ডা, মোজাম্বিকের ফেরত আসা অনাবাসীরা গণস্বাস্থ্য ও নারী অধিকারের মতো জরুরি বিষয় নিয়ে দারুণ কাজ করে সে দেশের অর্থনীতি ও মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন। নিজেদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত ও দরিদ্র দেশগুলোকে সাহায্য করছেন ঘুরে দাঁড়াতে।

বৈশ্বিক অর্থনীতি ও রাজনীতির অবস্থা চিন্তা করলে বিষয়টা জরুরিও বটে। পশ্চিমা দেশগুলোতে এখন লোকরঞ্জনবাদের উত্থান হচ্ছে। প্রবাসীরা তো বটেই, কয়েক প্রজন্ম আগে যাঁদের পূর্বপুরুষেরা সেসব দেশে গিয়েছিল, তাঁরাও নানা রকম বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। অর্থনৈতিক চাপের কারণে এই মানুষেরা সেসব দেশেও আয়রোজগারে সুবিধা করতে পারছেন না। আগের মতো এসব দেশ আর মেধাবীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে নেই।

আদতে গণতন্ত্র ও সাম্যের কথা বললেও পশ্চিমা দেশগুলোতে সব সময়েই নানা রকম বর্ণবাদ ছিল। বিদেশিদের সব সময়েই নিচু চোখেই দেখা হতো। এখন অবস্থাটা আরেকটু বেশি খারাপ হচ্ছে এই যা ।তবে আগের মতো *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

প্রতিরোধ অত্যাবশ্যক সেটা অস্বীকার করা যাবে না

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

আগস্ট মাসের ৫ তারিখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন এবং দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল সমাজ-পরিবর্তনে বিশ্বাসী বামপন্থিদের কর্তব্য ছিল সেটি পূরণ করে বুর্জোয়াদের বিকল্প শক্তি হিসেবে দৃশ্যমান হওয়া এবং দেশবাসীকে আশা দেওয়া যে সত্যিকারের পরিবর্তন সদ্য না ঘটলেও আগামীকাল ঘটবে। ওই কাজের জন্য আবশ্যক ছিল একটি সমাজ বিপ্লবী যুক্তফ্রন্ট গঠন। অনেক দেরিতে হলেও শেষ পর্যন্ত একটি যুক্তফ্রন্ট গঠনে তাঁরা সম্মত হলেন ঠিকই, কিন্তু দেখা গেল সেটি বিপ্লবী আন্দোলনের যুক্তফ্রন্ট না হয়ে রূপ নিয়েছে নির্বাচনি জোটে। বামপন্থিরা তৎপর হলেন বুর্জোয়াদের সঙ্গে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় নির্বাচন যে বুর্জোয়াদের ক্ষমতা ভাগাভাগির লড়াই ছাড়া অন্য কিছু নয় এবং সেখানে যে বুর্জোয়া ভিন্ন অন্য কারও প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ সেই স্থূল বাস্তবতাটাকে বোঝার মতো বিবেচনার অভাবের কারণে কি না জানি না, বামপন্থি জোটের শরিকরা নিজ নিজ পরিচয়ে নির্বাচন-যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে জামানত হারানো তো সামান্য ব্যাপার, এমন করুণ সংখ্যক ভোট পেলেন যেটার গুরুভারে তাঁরা নিজেরাই এখন বিব্রত; হয়তো লজ্জিতও, নিজেদের কাছেই। সমাজতন্ত্রীরা বুর্জোয়াদের চেয়েও অধিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী হবেন এটাই প্রত্যাশিত, নির্বুদ্ধিতা আর যাদেরই সাজুক সমাজতন্ত্রীদের সাজে না। যাই হোক, নির্বাচনের পরে সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবিরোধী একটি জোট যে তাঁরা শেষমেশ গঠন করেছেন সেজন্য তাঁদের অভিনন্দন এবং সামনে যেহেতু কোনো সংসদীয় নির্বাচন নেই তাই তাঁরা আন্দোলনেই থাকবেন এমনটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে সামাজিক বিপ্লব সম্ভব নয়, এটা তো ঐতিহাসিকভাবেই প্রমাণিত এবং এখন বিশ্বজুড়ে সত্য বলে প্রতিভাত। এমনকি অভ্যুত্থানও যে বিপ্লবী চরিত্র গ্রহণ করবে না, যদি না লক্ষ্যটা হয় সমাজ বিপ্লবী, এটাও তো খুবই মোটা দাগের একটি সত্য।

রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের বিষয়টি প্রায়ই উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হয়, হতে থাকে। সার্বভৌমত্বের একটা পরীক্ষা ঘটে সীমান্তে। ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়াটাই যুক্তিসংগত; ভারত আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী এবং বাংলাদেশে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ভারতের সহ-য়তা ছিল যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি ফলপ্রসূ। কিন্তু সীমান্তে সংঘর্ষ থামে তো নয়ই, সহসা যে থামবে এমন লক্ষণও নেই। বরং বাড়ছেই। বাংলাদেশের নাগরিক বলে অভিযুক্ত করে ভারত থেকে মানুষকে সীমান্ত দিয়ে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে এবং জোর করে ঠেলে পাঠানোর অমানবিক তৎপরতা সমানে চলছে। এ ব্যাপারে ভারতের হিন্দুত্ববাদী বর্তমান সরকারের উৎসাহ অত্যন্ত প্রবল, মিয়ানমার যেমনটা করছে পারলে তেমনটাই করে। উদ্দেশ্য নিজ দেশের মানুষের শ্রেণি-সচেতনতা, গরিব মানুষের দুর্দশা বৃদ্ধি, শিক্ষিত মানুষের বেকারত্ব, কৃষক-বিক্ষোভ-এরকম নানা সমস্যা ধামাচাপা দেওয়া।

রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব কেবল যে ভৌগোলিক সীমান্তে পরীক্ষিত হয় তা তো নয়, প্রতিনিয়ত তার পরীক্ষা চলে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনাতেও। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার যে অত্যন্ত অসম বাণিজ্য চুক্তিটি স্বাক্ষর করে রেখে গেছে অন্য অনেক ক্ষতির সঙ্গে সেটি যে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ওপর হস্তক্ষেপ করবে সেটা মোটেই অপরিষ্কার নয়। প্রতিবাদ হচ্ছে; বামপন্থিরা করছেন, দেশপ্রেমিক সংগঠনগুলোও করছে, কিন্তু এ ব্যাপারে জাতীয় সংসদে কোনো উচ্চবাচ্য নেই। সরকারি দল নিশ্চুপ, বিরোধী দলও সাড়াশব্দহীন। প্রতিবাদ তো নয়ই, এমনকি বৈদেশিক চুক্তির বিস্তারিত বিবরণ সংসদে উপস্থাপনের যে সাংবিধানিক আবশ্যিকতা রয়েছে সেটি মান্য করার দাবিটুকুও সংসদীয় দুই মহলের কোনোটির পক্ষ থেকেই তোলা হয়নি। তাতে সেই প্রমাণিত সত্যটিরই নবতর পরিচয় পাওয়া যায় যে, দুই পক্ষের ভিতর আত্মীয়তাটা অতিঘনিষ্ঠ- ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের এবং তাঁদের যে ঝগড়া সেটাও ভ্রাতৃকলহের অধিক কিছু নয়।

নির্বাচন বাংলাদেশেও হয়েছে এবং সেখানেও যেমনটা ঘটা স্বাভাবিক তেমনটাই ঘটেছে। বুর্জোয়ারাই জিতেছেন। যাঁরা সরকার গঠন করেছেন এবং যাঁরা বিরোধী দলের আসনে আসীন হয়েছেন তাঁরা কিছুদিন আগেও এক সঙ্গেই ছিলেন, রীতিমতো জোট বেঁধে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা তখন ছিল বিএনপি-জামায়াত জোটের সঙ্গে আওয়ামী লীগের। আওয়ামী লীগ এখন নেই, তাই লড়াইটা বেধেছে বিএনপির সঙ্গে

যাদের সুবিধার জন্য সাতচল্লিশ সালে দেশভাগ করা হয়েছিল রাষ্ট্রক্ষমতায় কিন্তু ধারাবাহিকভাবে তাঁদেরই অধিষ্ঠান; যদিও নামে, পোশাকে, গলার আওয়াজে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন। তাঁদেরই একাংশ এখন কেন্দ্রে বসে সমগ্র ভারত রাষ্ট্রকে শাসন করছে এবং নানাবিধ প্রচেষ্টা, ছলনা, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দুষ্ট ব্যবহারের সাহায্যে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রবেশাধিকার না-দেওয়ার ব্যাপারে যে পশ্চিমবঙ্গ এত দিন ধরে অত্যন্ত দৃঢ় ছিল শেষ পর্যন্ত সেই রাজ্যটিকেও তারা আপাতত দখল করে ফেলেছে। বর্তমান শাসনকর্তাদের হটিয়ে পরবর্তীতে আরেক দল ক্ষমতায় আসতে পারে, কিন্তু তাঁরা যে জনগণের পক্ষের দল হবে তেমন সম্ভাবনা নেই। রাষ্ট্র শাসনের যে-ব্যবস্থাটা প্রতিষ্ঠিত তাতে বুর্জোয়াদেরই একাংশ অপরাংশকে হটিয়ে ক্ষমতায় আসা-যাওয়া করতে থাকবে। তবে বিজেপির শাসনামলে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ই কেবল নয়, মেহনতি মানুষেরও বিপদ যে বাড়বে তার লক্ষণ ইতোমধ্যে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। বহুতলা দালান তোলার বাসনায় 'বুলডোজার নীতি' চালিয়ে বস্তি নির্মূল করা হচ্ছে। হকারদের উচ্ছেদের কাজ চলছে শহরের সৌন্দর্যবর্ধনের নাম করে। গরু কোরবানি কার্যত নিষিদ্ধ করায় যে খামারিরা গরু লালনপালন করে জীবনধারণ করতেন তাঁদের মাথায় বজ্রাঘাত ঘটেছে। বিজেপিকে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতে দেওয়ার প্রাথমিক কাজটি কিন্তু স্বয়ং মমতা ব্যানার্জিই করেছিলেন, গেরুয়াধারীদের দৌরাত্ম্যে এখন তিনিই ভুক্তভোগী হচ্ছেন। বুর্জোয়াদের রাজনীতির চরিত্রটা অসংশোধনীয় রূপে ওই ধরনেরই।

নির্বাচন বাংলাদেশেও হয়েছে এবং সেখানেও যেমনটা ঘটা স্বাভাবিক তেমনটাই ঘটেছে। বুর্জোয়ারাই জিতেছেন। যাঁরা সরকার গঠন করেছেন এবং যাঁরা বিরোধী দলের আসনে আসীন হয়েছেন তাঁরা কিছুদিন আগেও এক সঙ্গেই ছিলেন, রীতিমতো জোট বেঁধে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা তখন ছিল বিএনপি-জামায়াত জোটের সঙ্গে আওয়ামী লীগের। আওয়ামী লীগ এখন নেই, তাই লড়াইটা বেধেছে বিএনপির সঙ্গে জামায়াতের। দুটোই বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক দল- একটির পরিচিতি উদারনীতিক হিসেবে, অপরটি ঘোষিত রূপেই কট্টর দক্ষিণপন্থি; তফাৎ ওইটুকুই; তার বাইরে তাঁরা উভয়েই সম্পদের ব্যক্তিমালিকানার তথা পুঁজিবাদেরই সমর্থক এবং সামাজিক মালিকানার ঘোরতর বিরোধী। এককথায় বলতে গেলে, উভয়েই পুঁজিবাদী উন্নয়নের আদর্শে দীক্ষিত, যে কারণে তাঁদের পক্ষে জোট বাঁধা কোনো বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল না।

জুলাই অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী ছাত্ররা যে একটি রাজনৈতিক দল গঠনে উদ্যোগী হবেন সেটা তাঁদের আচরণই বলে দিচ্ছিল। সেটি তাঁরা গঠন করেছেনও। ওই তরুণদের আওয়াজ ছিল নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত কায়েম করার, *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশী ডাক্তার অফিস

Multi Medical Care,PC

আমাদের সেবাসমূহ
* শারীরিক চেকআপ
* ডায়বেটিস
* হাই ব্লাড প্রেশার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথ্রাইটিস
* ইকেজি
* ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি টেস্ট
* ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* Pap Smear পরীক্ষা
* WIC ফর্ম
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* ড্রাগ টেস্ট * ভ্যাক্সিন প্রদান
* হজ্ব ও ওমরাহ টিকা

ডা. ফেরদৌসী হাসান, এম. ডি.
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
Ferdausi Hassan,MD
মাল্টি মেডিকেল কেয়ার, পিসি

আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি
All Insurances Accepted but call to confirm

আমরা প্লেন মেডিকেড গ্রহণ করি।
আমরা হোম কেয়ার গ্রহীতাদের সহযোগিতা করছি।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

Jackson Heights Office
37-31 76th Street
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718 779 8963 Cell: 718 801 2704
Fax:718 779 8970
সোমবার ও বৃহস্পতিবার-সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা-৬টা

Jamaica New Office
170 56 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718 523 0023
Fax: 718 779 8970
মঙ্গলবার ও বুধবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩টা

জ্যামাইকায় নতুন অফিস

আমাদের কালের নায়ক : লাল রক্তের প্রতীক

সলিমুল্লাহ খান

‘পথের গ্রাফিতি একদিন মুছে যাবে,
দেয়াললিপিকে তবু আদর্শ ভেবে
যে শিশু শিখল আজ স্বরবর্ণ, সে
জেনে গেল লাল ছিল রক্তের প্রতীক’
-নিজাম বিশ্বাস (২০২৪)

যে আন্দোলন, জাগরণ, বা অভ্যুত্থানে দেশের জনসাধারণ অফুরান সংখ্যায় শরিক হয়, সে আন্দোলন বা অভ্যুত্থানের সৃষ্টিশীলতাও অশেষ। দেখা গিয়াছে বাংলাদেশের জুলাই-আগস্ট (২০২৪) গণ-অভ্যুত্থানও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না। জুলাই আর আগস্টের সেই উত্তাল দিনে ও রাতে সৃষ্টিশীলতার অগণন উদাহরণ আমরা দেখিয়াছি বড় বড় শহর-নগরে দেয়ালে দেয়ালে আঁকা অজস্র লিপি আর ছবির উৎসারে। এমনই এক অভিনব সৃষ্টির নাম ‘৩৬ জুলাই’।

এই তারিখটি পঞ্জিকা, ক্যালেন্ডার কি ডায়েরির পাতায় কোথায়ও লেখা ছিল না। কোটি মানুষের কল্পনা এই তারিখটির সৃষ্টি সম্ভব করিয়াছিল, রক্তের আখরে তাহারাই লিখিয়াছিলেন আগস্টের ৫ নয়, জুলাইয়ের ৩৬। রক্তের কোন উত্তাপে এহেন সৃষ্টি সম্ভব, এতদিনে তাহা আর হিসাবের বিষয় নয়। এই রূপান্তরের প্যাটেন্ট লইয়া মামলা-মোকদ্দমার অবকাশও বিশেষ নাই!

ভেতরের খবর যাহারা রাখেন, তাহারা স্বীকার করিবেন যে শক্তির অপর নাম জনগণ, সেই জনসাধারণ আদতে নিরেট নহে, ঘটনার উত্তাপেই তাহারা নিরেট গণ হইয়া ওঠেন। এই জনসাধারণ সাধারণের জটলা মাত্র নয়, এই জনসাধারণ মৃত্যুভয়জয়ী উত্তেষ্ঠিত, জাগ্রত, দণ্ডায়মান জনসাধারণ। কল্পনার ঔরসে, সৃষ্টির গর্ভে ৩৬ জুলাইর মতন শত পদবাচ্য পদার্থের পয়দা সম্ভব হইয়াছিল এই দুরন্ত সত্যের কল্যাণেই। মানুষ প্রশ্ন করিবে এতদিন কোথায় ছিলেন এই দুরন্ত সত্যশক্তি? আপনি হয়তো বলিবেন জুলাই-আগস্ট, দীর্ঘ জুলাই যেখানে ছিল সেখানেই। অফুরান মৃত্যুভয় ফুরাইল, মানুষ ভয়কে জয় করিলেন; শত শত মানুষ হত, আহত, ও নির্যাতিত হইলেন, তবু পথ হারাইলেন না। মৃত্যুঞ্জয় মানুষের এই কাফেলাই জুলাই-আগস্টের, আমাদের কালের নায়ক হইয়া উঠিল। মানুষ নায়ক হইয়া জন্মায় না, হইয়া ওঠে!

কেন পথে নামিয়াছিলেন তাঁহারা? আমরা জানি এই প্রশ্ন করা হইবেই। ইহার একটা সরল উত্তর তো সকলেই জানেন, স্বাভাবিক নিঃশ্বাস নিতে পারিতেছিলেন না তাহারা। হইতে পারে এই উত্তরেরও একটা উত্তর আছে। ঐ উত্তরের পথ চাহিয়া আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে।

এই অবসরে মনে আবার প্রশ্ন জাগিতেছে এমন অকাতর প্রাণদান কি অকারণ হইতে পারে? আমার হঠাৎই মনে হইল আমাদের কালের নায়ক এর্নেস্তো চে গেভারার প্রাণদানের সঙ্গে কোথায় যেন দীর্ঘ জুলাইর প্রাণদানের একটা মেলবন্ধন আছে।

১৯৬৭ সালের ৮ অক্টোবর। রবিবার। দক্ষিণ আমেরিকার পার্বত্য দেশ বলিভিয়ার পার্বত্য এক গ্রামের নাম ‘লা হিগেরা’। গ্রামের অদূরে ঝোপঝাড়ের আড়ালে একটি ক্যাম্পে মাত্র নয় গেরিলার একটি দল রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর দুই ইউনিটের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে ঘেরাও হইল। সাত জন পলাইয়া বাঁচিতে পারিলেও দুই জন পারিলেন না, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ধরা পড়িলেন তাঁহারা। একজন সামান্য স্থানীয় যোদ্ধা, সহজ-সরল নামটা তাহার ‘উইলি’; আরজন এক অসামান্য বীর, কুবা বিপ্লবের সর্বোচ্চ তিন নায়কের একজন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক গভর্নর (১৯৫৯) আর সাবেক শিল্পমন্ত্রী (১৯৫৯-১৯৬৫) এর্নেস্তো গেভারা দে লা সের্না ওরফে চে গেভারা।

চে গেভারা বন্দী হইয়াছেন। খবরটা রাষ্ট্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেফটেন্যান্ট কর্নেল আন্দ্রেস সেলিচ তড়িঘড়ি হেলিকপ্টারযোগে অকুস্থলে হাজির হইলেন। লা হিগেরার ভাঙাচোরা একটা স্কুল। সেই স্কুলঘরের বারান্দায় যুদ্ধাহত বন্দী চে একটা স্ট্রেচারে শায়িত। স্কুলঘরের বারান্দায় কর্নেল সেলিচের সঙ্গে বন্দী চের পৌনে এক ঘন্টামতন কথাবার্তা হয়। সেই কথাবার্তার বিষয়বস্তু কি তাহা এতদিন কাহারও জানার উপায় ছিল না।

ঘটনার গোটা ২৯ বছর পর, ১৯৯৬ সালের দিকে, পরলোকগত কর্নেল আন্দ্রেস সেলিচের বিধবা মার্কিন সাংবাদিক জন লি অ্যান্ডারসনকে চে-সেলিচ কথাবার্তার সেলিচ-লিখিত একটি ভাষ্য পড়িবার সুযোগ দিলেন। এই ভাষ্য এখনও পড়িবার মতন। চেকে যাঁহারা বিপ্লবী আতিশয্যদোষে দোষী ভাবিয়াছিলেন, এই সংলাপে তাহাদের অনেক সমালোচনার জবাব আছে।

জন অ্যান্ডারসন রচিত বিপুলায়তন জীবনচরিত (‘চে গেভারা : অ্যা রেভলুশনারি লাইফ’, নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৭) প্রকাশের আগ পর্যন্ত আমরা জানিতাম না চে গেভারার জীবনসায়াহ্নে শেষ কয়েকটি ঘন্টা কিভাবে কাটিয়াছিল। আর্হেন্তিনার বংশোদ্ভূত ফরাশি-কানাডাবি আলবের্তো মঙ্গেল (জন্ম ১৯৪৮) মনে করেন, ‘ইতিহাসের দলিল হিসাবে তো বটেই, অধিক কি, কোন মানুষের সর্বশেষ কথাবার্তা উঁহার শত্রুপক্ষও যে সম্মানের সহিত লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাও তীব্র ঘটনা বিশেষ।’

কর্নেল সেলিচ জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কমান্দান্তে, আপনাকে কেমন যেন বিষণ্ন মনে হইতেছে। আমার এমন মনে হইতেছে কেন, তাহার কারণটা বুঝাইয়া বলিতে পারেন?’

জওয়াবে চে বলিলেন, ‘আমি বিফল হইয়াছি। আমাদের সর্বনাশ ঘটিয়াছে, সেই জন্যই আমাকে আপনার এমন মনে হইতেছে।’

সেলিচ প্রশ্ন করিলেন, ‘আপনি কোথাকার লোক, কুবার না আর্হেন্তিনার?’

‘আমি কুবার, আর্হেন্তিনার, বলিভিয়ার, পেরুর, একুয়াদোরের, ইতি ও আদির...আপনি তো জানেন।’

‘কোন কারণে আপনি আমাদের দেশে তৎপরতা চালাইতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন?’

পাল্টা জিজ্ঞাসা করিলেন চে, ‘এ দেশের চাষাভূষা মানুষ কোন পরিস্থিতির মধ্যে বাঁচিয়া আছে তাহা আপনি কি জানেন না? তাহারা আছে বন্যদশার কাছাকাছি, গরিবির যে হাল তাহাদের, তাহাতে মন মুষড়ায়, তাহারা যে ঘরে ঘুমায়, সেই ঘরেই রান্না সারে, তাহাদের পিন্ধনের কাপড়ও নাই, অবস্থা বেগতিক পশুর মতন...।’

‘এই অবস্থা তো কুবায়ও,’ বলিয়া ফোড়ন কাটিলেন সেলিচ। খেপিয়া উত্তর দিলেন চে, ‘কুবার মানুষ গরিব, একথা অস্বীকার করি না আমি, কিন্তু সেখানে চাষাভূষাদের [কমসে কম] প্রগতি প্রগতি একটা ধোঁয়াটে আশা হইলেও তো আছে, আর এই দিকে বলিভিয়ায় মানুষের কোন আশা নাই, ভরসা নাই। তাহারা যেভাবে জন্মায়, সেভাবেই মরে, এই মানবজীবনে কোন অগ্রগতির সুযোগ তাহাদের হয় না।’

শোনা যায় মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার (সিআইএ) মতলব ছিল চে গেভারাকে সপ্রাণ ধরা। কিন্তু অকুস্থলে হাজির ছিলেন তাহাদের কুবাবংশীয় চর ফেলিস রদ্রিগেস। ভদ্রলোকের উৎসাহ ছিল চের অন্য পরিণতি হোক।

চে গেভারাকে পরদিন, অক্টোবরের ৯ তারিখ, ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়। যুদ্ধরত অবস্থায় হত্যা করা হইয়াছে এমন ভাব দেখাইবার জন্য জল্লাদ প্রথমে তাঁহার হাতে ও পায়ে গুলি করিল। যখন যন্ত্রণাকাতর চে ‘আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতেছিল চিৎকার করিতে না হয় মতো নিজের একটা কব্জি নিজেই কামড়াইয়া ধরিলেন’ তখন একটা বুলেট তাঁহার বুকে ঢুকিল, তাঁহার ফুসফুস রক্তে ভরিয়া উঠিল।

চের লাশ হেলিকপ্টার উঠাইয়া ভাইয়েগ্রান্দে শহরে নেওয়া হইল। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, সাংবাদিক আর শহরবাসীর সুবিধার্থে কয়দিন প্রদর্শনীর পর ভাইয়েগ্রান্দে বিমানবন্দরের পাশে কোন এক অজ্ঞাতস্থানে চের দেহ পুঁতিয়া ফেলা হয়।

১০ অক্টোবর ১৯৬৭, রোজ মঙ্গলবার, একটি ছবি পৃথিবীর পথে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। মৃত গেভারার তিনপাশে কর্নেল সেলিচ আর তাঁহার সহচর দলবল দাঁড়াইয়া। মতলব আর কিছুই নহে, অধীর পৃথিবীকে একটি সুসমাচার জানাইতে হইবে: দুইদিন আগে, রোজ রবিবার, রিও গ্রান্দে নদীর উত্তর পাড়ের পাহাড়ি গ্রাম লা হিগেরার কাছে বলিভীয় সেনাবাহিনীর দুইটি কোম্পানির সহিত একদল গেরিলার বন্দুকযুদ্ধে চে গেভারা নিহত হইয়াছেন।

গেভারার এই সত্য সকলেই জানেন। যে দেশে আশাও নাই, সেই দেশের এক কর্নেল চের শেষ একটা জবানবন্দী লিখিয়া রাখিয়াছিলেন! অবাক লাগে?

আমাদের জুলাই-আগস্টে অমর হইয়াছিল পথের অজস্র গ্রাফিতি। হৃদয়ধর্মের এই আর্তনাদ নিজাম বিশ্বাস এই কয়টি পংক্তিযোগে লিখিয়াছিলেন :

‘পাখিদের শ্লোগান বোঝেনি শিকারি
ভেবেছিল পাখি প্রণয়ের গান গায়,
সূর্যকে ডোবানো হলো তড়িঘড়ি করে,
নিশাচর পাখির ডানার লাল লাল ছায়া
দীর্ঘকায় হয়ে পড়ে থাকল পথের ওপর’

৬ আগস্ট ২০২৬

সলিমুল্লাহ খান : অধ্যাপক, ইতিহাস ও দর্শন বিভাগ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।

নিউইয়র্কে শিল্প, সাহিত্য ও মননের নিভৃত সাধনা

আব্দুল কাদের

চারপাশের যান্ত্রিক ব্যস্ততা, ইটের দেওয়াল আর কংক্রিটের অরণ্য পেরিয়ে নীরবে বয়ে চলে এক অদৃশ্য ধারা; সেটি হলো শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সুকোমল প্রবাহ। প্রবুদ্ধ মননশীল কলাম কিংবা সাহিত্য সাময়িকীর পাতায় চোখ রাখলেই এই চিরন্তন সত্যটি মূর্ত হয়ে ওঠে যে, মানুষের বাহ্যিক প্রাপ্তির পাল্লা যতই ভারী হোক না কেন, তার অন্তর্লোক যদি নান্দনিকতার আলোয় উদ্ভাসিত না হয়, তবে সে প্রগতি কেবল খণ্ডিত, বিবর্ণ এবং আত্মাহীন এক কাঠামো মাত্র। নাগরিক কোলাহল থেকে দূরে, নিভৃত মনের উর্বর জমিনে চর্চা করা এই সাহিত্য-সংস্কৃতিই মূলত একটি জাতির আত্মিক পরিচয়ের সবচেয়ে বিশ্বস্ত দলিল।

আধুনিকতার প্রবল স্রোতে মানুষ যখন ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক ও অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে, তখন সাহিত্য ও শিল্পকলা তার অন্তরে সুকোমল দয়ার্দ্রতা ও মানবিকতার বীজ রোপণ করে। কোনো প্রাবন্ধিকের সুগভীর পঙ্‌ক্তিমালা কিংবা কবির অব্যক্ত কথামালা যখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তখন তা কেবল অক্ষরের যান্ত্রিক বিন্যাস থাকে না; বরং তা আমাদের ভেতরের ঘুমিয়ে থাকা মানুষটাকে ঝাঁকিয়ে জাগিয়ে তোলে। একেই তো আমরা বলি শিল্পিতবোধ। এই বিশেষ বোধ মানুষকে চারপাশের রুক্ষতা, স্বার্থপরতা ও গ্লানি থেকে দূরে সরিয়ে একটুখানি সৌন্দর্য, সহমর্মিতা আর ভালোবাসায় বাঁচতে শেখায়। এটি হলো আত্মার এমন এক নিভৃত শুশ্রূষা, যা যান্ত্রিকতার ক্ষতে গভীর প্রলেপ লাগায়।

আমরা যতই আধুনিকতার সোপান বেয়ে ওপরে উঠি না কেন, আমাদের নাড়ির সংযোগ তো গাঁথা রয়েছে আবহমান বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির গভীরে। বাউলের একতারা, মাটির টান, লোকনাট্য কিংবা গ্রামীণ মেলা, এসবের পরতে পরতে লুকিয়ে আছে বাঙালি মানসের আদি ও অকৃত্রিম নির্যাস। বিশ্বায়নের এই যুগে মুঠোফোনে পৃথিবী হাতের মুঠোয় চলে এলেও, নিজস্ব কৃষ্টিকে *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পিছনে
RiteCare
RiteCare Medical Office P.C.
Mohd Hossain, MD (Imran)
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified
Attending Physician LIJMC (Long Island Jewish Medical Center)

Tahmina Ahmed, NP
Sunita K. Bhagat, NP
Deepa Shrestha, NP
Mohammad Rahman, FNP
• যাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাই তাদেরকে বিনামূল্যে ফ্লু ভেকসিন দেয়া হয়
• হজ্ব ভেকসিন দেওয়া হয়
We are Open 6 Days a week
Mon : 9 AM to 5 PM, Tue: 9 AM to 5 PM, Wed : 9 AM to 7 PM
Thursday: 9 AM to 5 PM, Fri: 9 AM to 7 PM, Sat: 9 AM to 6 PM
TELEMEDICINE available for all patients
Tel: 347-390-0612
Fax : 718-480-6652
E-mail: drhossain2014@gmail.com, Web : ritecaremedicalofficepc.com
Hillside Office
87-04 168th Pl, Jamaica, NY 11432
Jamaica Office
176-02 Jamaica Ave. Jamaica, NY 11432
Hollis Office
196-22 Hillside Ave., Hollis, NY 11423

মহিউদ্দিন আহমদ

জনগণ বারবার প্রতারিত হলেও নীরব থাকে না

লিওন ট্রটস্কি ছিলেন অক্টোবর বিপ্লবের অন্যতম নেতা। কিন্তু লেনিনের মৃত্যুর পর তিনি ক্ষমতা হারান এবং নির্বাসনে যান। ১৯৩৬ সালে নরওয়েতে নির্বাসিত অবস্থায় তিনি 'রেভ্যুল্যুশন বিট্রেইড' নামে একটি বই লেখেন। এটি হলো সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনামূলক গ্রন্থ, যেখানে তিনি দেখান, কীভাবে স্টালিনের আমলে ঘোষিত শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র একটি আমলাতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। এটি মূলত মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে স্টালিনবাদের বিরুদ্ধে একটি তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ। ট্রটস্কি বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্থনৈতিকভাবে শ্রমিক রাষ্ট্রের চরিত্র বজায় রাখলেও রাজনৈতিকভাবে তার আমলাতান্ত্রিক অবক্ষয় হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণে শ্রমিক শ্রেণি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এ সুযোগে একটি বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত আমলাতান্ত্রিক শ্রেণি ক্ষমতা দখল করে। এটি স্টালিনবাদের বিরুদ্ধে প্রথম পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক সমালোচনা।

ট্রটস্কির মতে, স্টালিনের নেতৃত্বে 'এক দেশে সমাজতন্ত্র' নীতি আন্তর্জাতিক বিপ্লবের লক্ষ্যকে পরিত্যাগ করে। এর ফলে সোভিয়েত রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র থেকে সরে গিয়ে একনায়কতান্ত্রিক শাসনে পরিণত হয়। তিনি আরও বলেন, অর্থনৈতিক ভিত্তি সমাজতান্ত্রিক হলেও রাজনৈতিক কাঠামোকে পুনর্গঠন করতে হবে। শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক সোভিয়েত পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন হয় ভেঙে পড়বে, নয়তো পুঁজিবাদে ফিরে যাবে। ট্রটস্কির 'শ্রমিক রাষ্ট্রের অবক্ষয়' ধারণা পরবর্তী ট্রটস্কিবাদী আন্দোলনের ভিত্তি তৈরি করে। বইটি চতুর্থ আন্তর্জাতিক গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পরবর্তী সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এ বিশ্লেষণের অনেক দিককে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণ করে।

রেভ্যুল্যুশন বিট্রেইড শুধু একটি রাজনৈতিক গ্রন্থ নয়, বরং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র বনাম আমলাতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রের দ্বন্দ্বের একটি মৌলিক বিশ্লেষণ। ট্রটস্কি দেখিয়েছেন যে, বিপ্লবের সাফল্য টিকিয়ে রাখতে হলে শ্রমিক শ্রেণির সক্রিয় গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ অপরিহার্য। স্টালিনবাদীরা অবশ্য এ ব্যাখ্যা সমর্থন করেন না। তারা

ট্রটস্কিকে কমিউনিজমের শত্রু মনে করেন। ভিন্নমতাবলম্বী কমিউনিস্টদের সম্পর্কে তাদের মুখে অহরহ উচ্চারিত একটি গালি হচ্ছে 'ট্রটস্কিবাদী'। এ গালি যারা দেন, তাদের বেশির ভাগই বইটি পড়ে দেখেননি। এটা আমাদের জানা, অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ সমাজের রাজনীতিও থাকে পশ্চাৎপদ। এখানে গণতন্ত্রের নামে গড়ে ওঠে অলিগার্ক। সামষ্টির শাসনের নামে চালু হয় সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণ। এর সহযোগী কিংবা নিয়ামক শক্তি হচ্ছে সিভিল-মিলিটারি আমলাতন্ত্র।

বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, বিপ্লব বা মুক্তিযুদ্ধের অর্জন টিকিয়ে রাখতে হলে জনগণের সক্রিয় গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ অপরিহার্য। রেভ্যুল্যুশন বিট্রেইড আমাদের শেখায়-যদি জনগণের ক্ষমতা আমলাতন্ত্র বা বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত রাজনৈতিক গোষ্ঠীর হাতে চলে যায়, তবে বিপ্লবের লক্ষ্য ব্যর্থ হয়। বাংলাদেশের জন্য এ শিক্ষা হলো : গণতন্ত্রকে শুধু পাঁচ বছর পরপর নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় আটকে না রেখে রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে জনগণের সচেতন ও স্বাধীন অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে স্থানীয় সরকার, যেটি আমাদের দেশে দাঁড়াতেই পারছে না।

এদেশে একটা মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের মূল লক্ষ্য ছিল গণতন্ত্র, সমতা ও ন্যায়। কেননা পাকিস্তানি এস্টাবলিশমেন্ট এটি দেয়নি। তারা জবরদস্তি করে একটা সিভিল-মিলিটারি আমলা আর বড় পুঁজিপতিদের একটা অলিগার্ক তৈরি করে দেশ শাসন করছিল। দেশের একটি অংশ হয়ে উঠেছিল অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল তার ফলশ্রুতি। এ দেশের মানুষ যুদ্ধ চায়নি। যুদ্ধটা তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যুদ্ধ যে কত ভয়ংকর, কত নৃশংস, যে একাত্তর দেখেনি সে বুঝবে না।

একাত্তর ছিল এমন একটা লড়াই, যেখানে সমাজের সব স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ দেখা গেছে, নানা ভূমিকায়। এটা ছিল জনগণের যূথবদ্ধ লড়াই। স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেই আদর্শকে পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়। জনগণ যে মুক্তি চেয়েছিল, তা আমলাতন্ত্র, দুর্নীতি ও ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের কারণে সীমিত হয়ে পড়ে। নেতারা জনগণের অংশগ্রহণের পরিবর্তে ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি গড়ে তোলেন। দলীয়করণ ও ব্যক্তিপূজা জনগণের গণতান্ত্রিক শক্তিকে দুর্বল করে ফেলে। মানুষের মধ্যে তৈরি হয় গভীর বিচ্ছিন্নতাবোধ। শাসকরা এটি বুঝতে পারেননি যে, তাদের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। ১৯৭৫ সালের আগস্ট অভ্যুত্থানে দেখা গেল, এত বড় একটা নৃশংস ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও পতিত শাসকদের পক্ষে কেউ পথে বের হয়নি। কারণ, সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের এতই দূরত্ব তৈরি হয়েছিল যে, যারা উৎখাত হয়েছিল শুধু তারা এবং তাদের অনুগ্রহজীবীরা ছাড়া সবাই এ পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছিল কিংবা মেনে নিয়েছিল।

১৯৭৫-এর পর বারবার সামরিক শাসন এসেছে, যা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করেছে। প্রতিবারই জনগণ গণআন্দোলনের মাধ্যমে গণতন্ত্র ফিরিয়ে এনেছে, কিন্তু স্থায়ী গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে ওঠেনি। নির্বাচনি প্রতারণা যত বেড়েছে। গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা ততই প্রকট হয়েছে। নির্বাচন জনগণের ক্ষমতা প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হলেও বারবার তা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধা, জাল ভোট, প্রশাসনিক প্রভাব-এসব কারণে জনগণ তাদের প্রকৃত ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারেনি। অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব জনগণের কল্যাণের পরিবর্তে নিজেদের পারিবারিক ও গোষ্ঠীস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে দেখা যায়, জনগণ বারবার প্রতারিত হলেও তারা নীরব থাকেনি। ১৯৯০-এর গণআন্দোলন সামরিক স্বৈরাচারের অবসান ঘটায়। অল্প কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার ফিরে আসে পুরোনো ব্যবস্থা। রাজনীতিবিদদের সীমাহীন ক্ষমতালিপ্সা, ঔদ্ধত্য ও নোংরা প্রতিযোগিতা ডেকে আনে এক-এগারো। এক-এগারোর শর্তগুলো তৈরি করে দিয়েছিলেন রাজনীতিবিদরা। তারপর তারাই এর ভিকটিম হন। এক-এগারো থেকে তারা কেউ শিক্ষা নিয়েছেন বলে মনে হয় না। কারণ আমরা আবারও সেই পুরোনো ব্যবস্থায়ই ফিরে গেছি, যেখানে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশ নেওয়ার সুযোগ আগের মতোই রুদ্ধ থেকে যায়। আবারও সেই পলিটিক্যাল *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশী ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত

নতুন লোকেশনে

মেডিকেল অফিস

৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica, NY 11432
Fax : 718-297-3232

PHONE
৭১৮-২৯৭-৩২২০
৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220
718-297-3226

ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়ঃ সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়ঃ মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা; শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম. ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

ডা: মোহাম্মদ ইসলাম এম. ডি
স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ (Neurologist)

WE OFFER QUALITY HEALTH CARE

আমাদের সেবা সমূহঃ
- শারীরিক চেক আপ
- টি. এল. সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টেরল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়

Help with insurance problems and new applications.

মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি

All kinds of medical managenents.

PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations

মহিলাদের সব ধরণের শারীরিক চেক আপ, রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট, যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সব ধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কে সমান মর্যাদা যে কারণে জরুরি

এম সাখাওয়াত হোসেন

ভারতকে দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতির একটি প্রধান নিয়ামক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক মানচিত্রে বড় পরিবর্তন এলেও ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ও সামরিক-রাজনৈতিক সক্ষমতার কারণে প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর তার প্রভাব দীর্ঘদিন ধরে বজায় থেকেছে।

দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশই বিভিন্ন সময়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভারতের প্রভাববলয়ের মধ্যে পরিচালিত হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই অবস্থায় পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপে শুরু হওয়া এই পরিবর্তন পরে বাংলাদেশ ও নেপালে নতুন প্রজন্ম, বিশেষ করে জেনারেশন-জির (জেন-জি) রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্থানের মাধ্যমে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই পরিবর্তন বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। দীর্ঘ ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে মূলত তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এক বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ফলে। আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নিলে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হন এবং পরে তিনি ও তাঁর দলের অনেক নেতা ভারতে আশ্রয় নেন।

এই ঘটনাপ্রবাহ অনেকের কাছে সেই পুরোনো ধারণাকে পুনরুজ্জীবিত করে যে স্বাধীনতার পর থেকেই ভারত বাংলাদেশকে একটি ঘনিষ্ঠ কিন্তু নির্ভরশীল রাষ্ট্র হিসেবে রাখতে চেয়েছে, যা গত দেড় দশকে আরও সুসংহত হয়েছিল। শেখ হাসিনার একটি বহুল আলোচিত বক্তব্য, 'ভারতকে যা দিয়েছি, তা তারা সারা জীবন মনে রাখবে'ড় এই ধারণাকে জনমনে আরও জোরালো করে তোলে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস বুঝতে হলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকেই শুরু করতে হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার হতে থাকে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রথম বড় প্রতিবাদ, যা বাঙালির জাতীয় চেতনার ভিত্তি গড়ে তোলে।

এরপর ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন এবং ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে বাঙালিদের রাজনৈতিক অধিকার আরও সংকুচিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও তারা রাষ্ট্রক্ষমতায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, যা ধীরে ধীরে স্বাধীনতার দাবিকে শক্তিশালী করে।

এই অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ ও রাজনৈতিক অস্থিরতাকে ভারত কৌশলগতভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলড়এমন ধারণা বিভিন্ন বিশ্লেষণে উঠে এসেছে। অনেকের মতে, ১৯৪৮ সাল থেকেই ভারত পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করার সম্ভাব্য সুযোগ খুঁজছিল।

সম্প্রতি প্রিয়াঙ্কা গান্ধী লোকসভায় বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন, তাঁর দাদি ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭১ সালে পাকিস্তানকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে দেশটিকে বিভক্ত করেছিলেন। যদিও তিনি বাংলাদেশের জনগণের দীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের বিষয়টি উল্লেখ করেননি, তবু তাঁর বক্তব্য দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতিতে ভারতের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও গ্রন্থে ভারতের ভূরাজনৈতিক কৌশল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন শ্রীনাথ রাঘবনের ১৯৭১: এ গ্লোবাল হিস্ট্রি অব দ্য ক্রিয়েশন অব বাংলাদেশ, অবিনাশ পালিওয়ালের ইন্ডিয়া'স নিয়ার ইস্ট, এবং এস জয়শংকরের দ্য ইন্ডিয়া ওয়েড়এসব বইয়ে ভারতের কৌশলগত সিদ্ধান্ত ও আঞ্চলিক স্বার্থের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, পাকিস্তানকে দুর্বল করে একটি নতুন রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে ভারত তার পূর্বাঞ্চলীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চেয়েছিল। বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিদ্রোহপ্রবণ অঞ্চলগুলোর নিরাপত্তা ভারতের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি আরও শক্তিশালী হয় ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের পর, যেখানে ভারত বড় ধরনের সামরিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। অরুণাচল প্রদেশের (তৎকালীন নেফা) কিছু অংশে ভারতীয় বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং আসামের তেজপুর শহর হুমকির মুখে পড়ে। এই অভিজ্ঞতা ভারতের নিরাপত্তা নীতিতে গভীর প্রভাব ফেলে।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ভারতের জন্য একটি কৌশলগত চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হতো। বিশেষ করে শিলিগুড়ি করিডর (যা 'চিকেন নেক' নামে পরিচিত) উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের একমাত্র স্থলসংযোগ। এই করিডরের নিরাপত্তা ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এবং পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থান সেই নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করতে পারত। এর পাশাপাশি চীন-পাকিস্তান ঘনিষ্ঠতা এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনগুলোর প্রতি পাকিস্তানের কথিত সমর্থন ভারতের উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে তোলে।

অবিনাশ পালিওয়ালের মতে, ভারতের সামরিক কৌশলগত বিবেচনায় এই পরিস্থিতি 'আড়াই ফ্রন্ট' চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছিল। একদিকে ছিল চীন ও পাকিস্তানকে ঘিরে দুটি পূর্ণাঙ্গ ফ্রন্ট, আর অন্যদিকে উত্তর-পূর্ব ভারতে নাগা ও মিজো বিদ্রোহ দমনে সামরিক বাহিনীর ব্যবহার, যাকে তিনি একটি 'আধা ফ্রন্ট' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

পাকিস্তান নাগা নেতা এ জে ফিজো ও মিজো নেতা লালডেঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছিল। ১৯৬০-এর দশক থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত মিজো বিদ্রোহীদের প্রশিক্ষণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যবহৃত হয়েছিল বলে বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৯৭১-এর পর এই কার্যক্রম মিয়ানমারে স্থানান্তরিত হয় এবং পরে ১৯৮৬ সালে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে মিজোরামে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে।

এই প্রেক্ষাপটে ভারতের নীতিনির্ধারকদের কাছে পূর্ব পাকিস্তানকে পৃথক রাষ্ট্রে রূপান্তরের ধারণা কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তবে ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ভারত পূর্ব পাকিস্তানে আক্রমণ করেনি, যদিও সেটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল অবস্থায় ছিল। অনেক বিশ্লেষকের মতে, এই পরিস্থিতি পরবর্তী সময়ে পূর্ব *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

ও

জুলাই চেতনায় গড়বো দেশ সবার আগে বাংলাদেশ

আবুল কাসেম হায়দার

জুলাই গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ বড় ঘটনা। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ আমাদেরকে একটি স্বাধীন দেশের ভূখন্ড দিয়েছে। শত শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমাদের স্বাধীনতা। রক্তক্ষয়ী আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, আমাদের ৭১ সাল। আর জুলাই ৩৬ আর একটি স্মরণীয়, করণীয় ও দায়িত্বপ্রাপ্ত আন্দোলনের দিন। ৫ আগস্ট ২০২৪ স্বৈরাচার হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে ভারতের দিল্লীতে তার প্রভুর নিকট আশ্রয় নিয়েছে। দেশ স্বৈরাচার মুক্ত হয়েছে। ১ হাজার ৪০০ শত শহীদের রক্তের বিনিময়ে দেশ নতুনভাবে স্বাধীনতা পেলো। পঙ্গু ও আহত ২৪ হাজারের অধিক।

৮ আগস্ট ২০২৪ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তবর্তী সরকার দেশের দায়িত্বভার নেন। ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্টে একটি গোটা প্রজন্ম এমন নৃশংসতায় সাক্ষী হয়েছিল, যা শুধু মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতির সঙ্গে তুলনীয়। এই অভ্যুত্থান আমাদের রাজনৈতিক বাস্তবতা আমুল বদলে দেয়। হাজারের উপরে মানুষ প্রাণ হারান, হাজার হাজার আহত হন- অনেকে দৃষ্টিশক্তি হারান বা স্থায়ীভাবে পঙ্গুত বরণ করেন। শিশুসহ অসংখ্য মানুষ নির্বিচারে গ্রেফতার হন ও বন্দী হন।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সারাদেশে যে স্বস্তির অনুভূতি হয়েছিল। তা শুধু একটি সরকারের পতনের প্রতিক্রিয়া ছিল না। এটি সেই আশার প্রতিফলন ছিল যে বাংলাদেশ অবশেষে এমন সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারবে, যা ভয়ভীতির পরিবর্তে আইনের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে, দায়মুক্তির বদলে সেখানে থাকবে জবাবদিহি, প্রতিশোধের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হবে ন্যায় বিচার। গড়বো দেশ সবার আগে বাংলাদেশ।

জুলাই আন্দোলনের পর ড. মুহাম্মদ ইউনূস সরকার: স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের সতের বছরের অত্যাচার, অন্যায়, অবিচার, লুন্টন, খুন, গুম, আয়নাঘর, অর্থ পাচার যেমন দেশ ও জাতিকে দুর্বল করেছে, তেমনি অন্তবর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণে জাতি বেশ আশান্বিত হয়।

কিন্তু শত আশা পূরণ না হলেও কিছু আশার আলো ইউনূস সরকার জাতিকে দেখিয়েছেন। আজ জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষে তা আমাদের স্মরণে আসছে। দেরীতে হলেও অন্তবর্তী সরকার একটি স্বচ্ছ, গ্রহণযোগ্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন দিতে সক্ষম হয়েছেন। তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের নতুন সরকার ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ দেশ পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন।

২. অন্তবর্তী সরকার ১৭টি কমিশন গঠন করেছেন। কমিশনের মাধ্যমে পরবর্তী সরকারকে করণীয় প্রদর্শন করে গিয়েছেন।

৩. জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের স্মৃতি ধারণ করে রাখার জন্য জুলাই স্মৃতি যাদুঘর স্থাপন করে গিয়েছেন। আজ ৫ আগস্ট ২০২৬ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও ড. মুহাম্মদ ইউনূস তা উদ্বোধন করলেন। জাতি যুগ যুগ ধরে তা দেখে, শিখে অনুপ্রাণিত হবে।

৪. দেশের ভঙ্কুর আর্থিক খাতের রেলকে লাইনে উঠিয়ে দিয়ে চালু করার চেষ্টা করেছেন।

৫. স্বৈরাচার হাসিনাসহ সকল অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে বিচার শুরু করেছেন। বিচারের রায়ও মৃত্যু দন্ড হাসিনাকে দেয়া হয়েছে। অন্যান্য মামলার বিচারের কাজ চলমান। আশা করি দ্রুত রায়সমূহ কার্যকরী হবে।

৬. জুলাই সনদ তৈরি করে গণভোট করিয়ে তা বাস্তবায়নের পথ দেখিয়েছেন। বর্তমান
নির্বাচিত সরকার জুলাই সনদ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন, ঘোষণা দিয়েছেন এবং বাস্তবায়নের দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছেন।

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিশনের তদন্তঃ
জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সময় ঘটিত মানবাধিকার লংঘনের বিষয় নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য অন্তবর্তী সরকার জাতিসংঘে অনুরোধ করেন। সরকার ২০২৪ সালে ২৭ আগস্ট, ১লা জুলাই ২০২৪ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত সংঘটিত অপরাধের তদন্ত করার আবেদন করেন। ওএইচসিএইচ আর তদন্তের পর ২০২৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী তাদের 'ফ্যাক্ট াইন্ডিং প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। এইটি বাংলাদেশের ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে। স্বৈরাচার হাসিনার নির্যাতনের চিত্র এই প্রতিবেদনে পরিষ্কার বিশ্বের দরবারে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে গুরুতর মানবাধিকার লংঘনের ঘটনাগুলো নথিভুক্ত হয়েছে এবং ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে করণীয় সুপারিশ করা হয়েছে।

তদন্তে তথ্যসমূহ:
জাতিসংঘের তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে স্বৈরাচার হাসিনা সরকার স্বল্প এই সময়ের মধ্যে ১ হাজার ৪০০ মানুষ হত্যা করেছেন। হাজার হাজার মানুষ পঙ্গু হয়েছে। আহত হয়েছে ২৪ হাজারেরও বেশি। গ্রেফতার হয়েছে বলা হয় ১১ হাজার ৭০০ জনকে। যদিও গ্রেফতার সংখ্যা অনেক বেশি। নিহত ও আহত সংখ্যাও তাদের প্রতিবেদনের চেয়ে অনেক বেশি।

ওএইচসিএইচআরের মতে, আওয়ামী ও তার জোট সরকার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থা সহিংসা গোষ্ঠীর সহযোগিতায় পরিকল্পিতভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। ব্যাপক বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, বেআইনী শক্তি প্রয়োগ, নির্বিচারে গ্রেফতার ও আটক নির্যাতন ও অন্যান্য অমানবিক আচরণ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভিন্নমত দমনের কৌশলের অংশ হিসেবে এসব নিপীড়ন উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বাহিনীর শীর্ষ ব্যক্তিদের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে পরিচালনার প্রমাণ তদন্ত সংস্থা পেয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী পুলিশ, র ্যাব, বিজিবি গোয়েন্দা সংস্থা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনী বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী শক্তি প্রয়োগ করেছে। জনগণের প্রতিরোধ দমনে নির্যাতনের ঘটনাগুলো গোপন করার জন্য ইন্টারনেট বন্ধ, নজরদারি, গণমাধ্যমেক ভীতি প্রদর্শন এবং চিকিৎসা সেবা বন্ধ করার মতো অমানবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সব করা সম্ভব হয়েছে শেখ হাসিনার একক সিদ্ধান্তের কারণে।

তদন্ত প্রতিবেদনে তদন্ত সুপারিশমালা:
এই প্রতিবেদনে ভুক্তভোগীদের প্রকৃত প্রতিকার পাওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা হয়েছে। গভীর সংস্কার করার প্রস্তাব করা হয়েছে। দেশে প্রকৃত পরিবর্তন আনার জন্য পাঁচটি ভাগে সুপারিশসমূহ জেস করা হয়েছে। জুলাই অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষে এসে এই সকল সুপারিশ খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। জাতি এই সকল সুপারিশ ফের দেখারও বুঝার প্রয়োজন রয়েছে। জুলাই শহীদের আত্মার মুক্তির জন্য সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরী।

১. জবাবদিহি ও বিচার বিভাগ:
কমিশন বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, গুম কমিশনকে সহায়তা করা, সরকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে স্বাধীন তদন্ত নিশ্চিত করে আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বলা হয়েছে। মানবাধিকার কমিশন ২০২৫ চালু করা হয়েছিল। সুপ্রীমকোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ ২০২৫ অন্তবর্তী সরকার জারি করে। এই আইন দুইটি বাতিল করা হয়েছে।

২. পুলিশ ও নিরাপত্তা বিভাগ:
পুলিশ সংস্কার কমিশনের ভিত্তিতে অন্তবর্তী সরকার একটি কমিটি গঠন করে। ২০২৫ সালের ১৬ আগস্ট বাংলাদেশ সরকার নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ঐচ্ছিক প্রটোকলে স্বাক্ষর করে।

১৮৬১ সালের পুলিশ আইন ও মেট্রোপলিন পুলিশ অধ্যাদেশগুলো প্রতিস্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে।

সশস্ত্র বাহিনী ও বিজিবির জন্য জবাবদিহি নিশ্চিত করা, র ্যাব বিলুপ্ত করা এবং বিজিবিকে শুধু সীমান্ত সংক্রান্ত বিষয়ে এবং ডিজিএফআইকে সামরিক গোয়েন্দা কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ রাখার সুপারিশ করা হয়েছে।

৩. নাগরিক সুরক্ষা
নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য ওএইচসিএইচআর সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩, অফিসিয়াল সিক্রেটস আইন ১৯২৩, সন্ত্রাসবিরোধী আইন ২০০৯, দন্ডবিধি মানহানি সংক্রান্ত ফৌজদারী বিধান এবং বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ বাতিল বা সংশোধনের সুপারিশ করা হয়েছে। বেআইনী নজরদারি বন্ধ করার, জাতীয় টেলিযোগাযোগ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (এনটিএমসি) বিলুপ্ত করার এবং বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন ২০০১ (বিটিএ) সংশোধনের কথা বলা হয়েছে। এই সকল বিষয় সরকার নতুন করে পদক্ষেপ নেবেন। কাজ চলমান রয়েছে।

৪. পথ পদক্ষেপঃ
অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে সুপারিশ করা হয়েছে। মত প্রকাশের *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

আমার বিচিত্র জীবন

(শেষ পাতার পর)

স্কুলের মাঠে আগেই শুনে মুগ্ধ হয়েছি। আলাউদ্দিনের সঙ্গে আমার একটা নিবিড় সখ্য গড়ে ওঠে। তখন বিষয়টা এমন ছিল বন্ধুত্ব মানে সারাদিন একসঙ্গে কাটানো। আমি আর আলাউদ্দিন প্রায় সারাদিন একসঙ্গে কাটাই। আলাউদ্দিনদের বাসায় গেলে ওর বড়ো ভাই সালাহ উদ্দিনের সঙ্গে পরিচয় হয়। সালাহ উদ্দিন আমার চেয়ে এক ক্লাস নিচে পড়ত, কিন্তু আমার সব বন্ধুই ওর বন্ধু, কাজেই সেও আমার বন্ধু হয়ে গেল। সালাহউদ্দিন ছিল বাড্ডার ত্রাস। ওর বন্ধু-বান্ধব সকলেই প্রায় সন্ত্রাসী ধরনের। মারামারি, খুন-খারাবী এইসব ওদের নিত্য দিনের ঘটনা। সালাহ উদ্দিনের সঙ্গ আমাকেও সেই পঙ্কিল পথে টেনে নেয় কিন্তু ধরে রাখতে পারে না। আমরা দুজন দুই বিপরীত মেরুর মানুষ। স্কুলে পড়ার সময়েই সে এইসব অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়। ওর সঙ্গে সব সময় একটা সেভেন গিয়ার ছুরি থাকত। ওরা আওয়ামী পরিবারের মানুষ। কিছুদিন পর সালাহউদ্দিন গুলশান থানা ছাত্রলীগের সভাপতি হয়।

সালাহউদ্দিন যেমন আমাকে টানত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দিকে, আমি ওকে টানতাম শিল্প-সাহিত্যের দিকে। ওর বন্ধুদের আড্ডায়, যেখানে বাড্ডার সেরা সন্ত্রাসীরা বসত, ও আমার শিল্প-সাহিত্য নিয়ে হাসি-তামাশা করত। মাঝে মাঝে মাইগ্যা বলেও খেপাত। ওদের কাছে শিল্প-সাহিত্য হচ্ছে অনেকটা মেয়েলি কাজ। শান্তিনিকেতন নিয়ে একটা জোক আছে। ওখানকার ছেলেরা নাকি পথের ওপর গরু দেখলে ফুল ছুঁড়ে দিয়ে বলে, 'এই গরু যাহ'। এই জোক বলেও ওরা আমাকে খেপাত। ওদের যে জি-নিসটি আমার সবচেয়ে খারাপ লাগত তা হচ্ছে ওরা কাউকে সম্মান দিয়ে কথা বলত না। দেখা গেলো আমাদেরই কোনো এক বন্ধুর আব্বাকে নিয়ে কথা হচ্ছে, ওরা তার নাম ধরে তুই-তোকারি করে কথা বলছে। কোনো বন্ধুর মা'কে নোংরা ভাষায় গালি দিয়ে কথা বলছে। ওদের কাছে কোনো মানুষই সম্মানিত না, সকলেই তুই তোকারি। আরো একটা খারাপ কাজ ওরা করত, কোনো একটি রিক্সা কিংবা বেবিট্যাক্সি নিয়ে সারাদিন ঘুরত, বিকালে পয়সা না দিয়ে নেমে যেত। পয়সা চাইলে চড়-থাপ্পড় মারত। ওরা সারারাত বাড্ডার অলি-গলিতে হাঁটত আর নানান অপকর্ম করত। খিদে পেলে কোনো বাড়ি থেকে অনেকগুলো হাঁস-মুরগী ধরে নিয়ে আসত। সেগুলো এনে মাঝরাতে এক রেস্টুরেন্টের কর্মচারীদের ডেকে তুলত। বলত, রান্না কর। তারপর সবাই মিলে খেত, ফেলত, ছোড়াছুড়ি করত। আমি ওদের দল থেকে ছুটে যেতে চাইলে সালাহউদ্দিন কিছুতেই আমাকে ছুটতে দিত না। আমার সাহচর্য ওকে আনন্দ দিত এই কারণে, আমার সহযোগিতায় ও সন্ত্রাসে শিল্পের সমন্বয় ঘটাতে পারছে। যেমন কাউকে টাকার জন্য থ্রেট দিবে, আগে যা গালিগালাজ দিয়ে করত, এখন সে সুন্দর ভাষায় চিঠি দিয়ে করে এবং সেই চিঠি ড্রাফট করে দিতে হয় আমাকে। ওদের নানান সাংকেতিক বিষয়ের জন্য আমার কাছে শব্দ চায়, আমি শিল্পসম্মত বাংলা শব্দ দেই, ওরা দারুণ খুশি হয়। সালাহ উদ্দিন টেরই পায়নি ওর সন্ত্রাসী চরিত্রের ওপর আমি ওর অজান্তেই একটি শিল্পের কোট লাগিয়ে দিচ্ছি।

কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি ১৯৬১ সালের ২১ অক্টোবর এক সভায় বৃহত্তর ঢাকায় আবাসনের জন্য ভোলা, মহ-াখালী, করাইল, লালা সরাইল, উলুন, ভাটারা, বাড্ডা, সামাইর, জোয়ার সাহারা ও সুতিভোলা মৌজায় ২৭৬০ একর জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন করে। বাড্ডার, বিশ্বরোডের দুই পাশের, প্রায় সকল জমিই অধিগ্রহণ করে রাখে সরকার। ব্যক্তিগত জমির মালিকেরা সব সময় একটা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাত। কবে না জানি উচ্ছেদ নোটিশ চলে আসে। টাকা থাকলেও কেউ পাকা দালান করতে পারছে না, ডিআইটি অনুমোদন দেয় না। জমির দাম বাড়ছে না। সবাই খুব অস্বস্তিতে আছে। আমি ওদের দুই ভাইকে বলি, চলো আমরা একটি পত্রিকা বের করি, যে পত্রিকাটি হবে বাড্ডা অবমুক্তির হাতিয়ার। সালাহউদ্দিন হাসে। আমি পত্রিকার কী বুঝি। কারে পিটাইতে হবে হেইডা কও। আলাউদ্দিন বলে, মিয়া ভাই, তোর কিছু করা লাগবে না। জহির ভাই আছে না। উনিই সব করবো, তুই খালি আমগো লগে থাকবি, আর বিজ্ঞাপন জোগাড়ের জন্য আমরা যখন এলাকার দোকানগুলিতে যামু, তুই আমগো লগে যাবি। তোরে দেখলে সবাই বিজ্ঞাপন দিব।

সালাহউদ্দিন খুশি হয়। ও বুঝতে পারে পত্রিকার ফান্ড জোগাড়ের জন্য ও খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। পত্রিকার নাম কী হবে? আমি বলি, সতর্ক। ব্যস, শুরু হয়ে গেল সতর্ক পত্রিকার কাজ। এলাকার সাংসদ তখন জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী একেএম রহমতুল্লাহ। পরে যিনি হাসিনার আওয়ামী লীগে যোগ দেন। আমরা টেলিফোনে অ্যাপোয়েন্টমেন্ট করে তার গুলশানের বাড়িতে যাই। সতর্ক পত্রিকার জন্য তার সাক্ষাৎকার নেই। বীর প্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা সাঁতারকুল ইউ-নিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান, মোজাম্মেল হকের সাক্ষাতকার নেই। মোজাম্মেল হক গভর্নর মোনায়েম খানকে ১৯৭১ সালে দুধওয়ালা সেজে গুলি করে হত্যা করেন। এটিই তার বীরত্ব হিসেবে এলাকায় প্রচলিত ছিল।

আব্দুল আলী ছিলেন বাড্ডার পৌর ওয়ার্ডের চেয়ারম্যান, তখনও সিটি কর্পোরেশন হয় নাই। একদিন আব্দুল আলীরও ইন্টারভিউ নেই। এই তিনজনের মধ্যে মোজাম্মেল হকের সাক্ষাৎকার নিয়ে সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছি। অন্য দুজনকে গণ্ডমূর্খ মনে হয়েছে, তাদের সঙ্গে কথা বলে অযথাই হয়ত সময় নষ্ট করেছি। আমি খুব কড়া কড়া প্রশ্ন করতাম। আব্দুল আলীকে বলি, আপনি এতো ডিগবাজি খান কেন? শেখ মুজিবের দলে ছিলেন, জিয়ার দলে ছিলেন, এখন আবার এরশাদের দলে যোগ দিয়েছেন।

তিনি বলেন, ভুল। তোমরা কিছুই বোঝো না,আমার দল একটাই, সরকারি দল। ছাগলের ৩টা বাচ্চা দেখছো? দুইটা দুধ খায় আর তিন নাম্বারটা না খায়া লাফায়। আমি হইলাম এক নাম্বার বাচ্চা। সব সময় দুধ খাই। ওরা হইলো তিন নাম্বার বাচ্চা, না খায়া লাফায়। তিনি আসলে গুলশান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওসমান গণিকে, যিনি তার সারা জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বী, তাকে ছাগলের তিন নাম্বার বাচ্চা বলেছেন। পত্রিকায় তার এই সাক্ষাতকার ছাপা হওয়ার পরে আওয়ামী লীগের লোকেরা আব্দুল আলীর ওপর চড়াও হয়। অন্যদিকে তার ছেলে বন্দুক নিয়ে আমাদের তিনজনকে খুঁজতে বের হন। আমি ছিলাম পত্রিকাটির সম্পাদক, সালাহউদ্দিন ছিল সহকারী সম্পাদক আর আলাউদ্দিনকে বানিয়েছিলাম বোর্ডের সভাপতি, যদিও বোর্ডে আর কোনো সদস্য ছিল না। আমরা বাড্ডার ঘরে ঘরে গিয়ে পত্রিকা দিয়ে আসতাম। এক টাকা করে বিক্রি করতাম। দরোজায় টোকা দিলেই সবাই এক টাকা দিয়ে কাগজটা কিনে নিত। অনেক মুরুব্বি, অনেক খালাম্মা আমাদের জড়িয়ে ধরে আদর করতেন। বলতেন, এই বয়সে তোমরা এমন একটা সাহসী কাজ করছ, অনেক অনেক দোয়া করি তোমরা যেন সফল হও। মোজাম্মেল হক খুব সাহসী মানুষ। শুনেছি, এরশাদ বাড্ডায় আসবেন। সেই অনুষ্ঠানে মোজাম্মেলও ভাষণ দেবেন। আমরা মোজাম্মেলের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করি তিনি অধিগ্রহণ তুলে নেবার জন্য এরশাদকে চাপ দেবেন। তিনি তা করেছিলেন। তিনি এরশাদকে মঞ্চে রেখেই, দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, মাননীয় রাষ্ট্রপতি আপনি যদি অধিগ্রহণ তুলে নেবার ঘোষণা দেন তাহলে এই যে বিশাল জনসমুদ্র দেখছেন আমরা সবাই আপনার পাশে দাঁড়াবো, সবাই জাতীয় পার্টিতে যোগ দেব আর যদি না তুলে নেন তাহলে কেউ আপনার পাশে থাকবো না, সবাই আপনাকে প্রত্যাখ্যান করব। সেদিনই প্রথম আমি সামনাসামনি দাঁড়িয়ে দেশের কোনো রাষ্ট্রপতিকে দেখি। একজন স্বৈরশাসককে মঞ্চে বসিয়ে রেখে এরকম চাছাছোলা বক্তব্য দেওয়া সহজ কাজ ছিল না। এরশাদ সেদিন বাড্ডাকে অবমুক্ত করার ঘোষণা দেন, এবং পরবর্তী বেশ কিছু বছরে তা কার্যকর হয়।

এমন না যে শুধু আমাদের কারণেই এটা হয়েছে, সকল বাড্ডাবাসীর এটা প্রাণের দাবী ছিল, তাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন ছিল এবং নানানভাবে সবাই অধিগ্রহণের গ্রাস থেকে অবমুক্ত হবার চেষ্টা করছিল। তবে এটা আমি নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি আমার সম্পাদিত সতর্ক পত্রিকা সেই বিশাল কর্মযজ্ঞের ক্যানভাসে একটা ছোট্ট আঁচড় হলেও দিতে পেরেছিল।

সব তো ভালো ভালো কথা বললাম। এবার কম বয়সের কিছু চারিত্রিক দুর্বলতার কথা বলি। সতর্ক পত্রিকা বের করে আমাদের হাতে যে টাকা পয়সা আসত তা দিয়ে আমরা ভালো ভালো রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেতাম। প্রায় প্রতিদিনই রেস্টুরেন্টে বসে খাসির মাংস দিয়ে ভাত খেতাম। অবশ্য পত্রিকার জন্য এতো ছোট-াছুটি করতাম যে বাসায় গিয়ে খাওয়ার সময় পেতাম না। একদিকে ভালো খাওয়ার লোভ আবার অন্যদিকে নৈতিক বোধ, এই দুইয়ের একটা টানাপোড়েন তখনই আমি অনুভব করতাম। মনে হতে পত্রিকার টাকায় এইভাবে খাওয়া-দাওয়া করাটা বুঝি অন্যায় হচ্ছে। এবার আবার বন্ধু সালাহউদ্দিন সম্পর্কে কিছু কথা বলি। এই যে এতো সন্ত্রাসী ধরনের কর্মকাণ্ড করত, কখনো সে তার ছোটো ভাই আলাউদ্দিনকে এইসবের সঙ্গে জড়াত না, আলাউদ্দিন ঔৎসুক্য প্রকাশ করলে ওকে কখনো ধমক দিয়ে, কখনো মমতা মাখানো ভাষায়, বুঝিয়ে নিবৃত্ত করত। ধীরে ধীরে সালাউদ্দিনের রূপান্তর ঘটতে থাকে। বিশে-শাদী করে একজন অন্য মানুষ হয়ে যায়। মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে শুরু করে। মসজিদের মোতওয়াল্লি হয়। সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে বাড্ডা আলাতুন নেসা স্কুলের অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। এমনি নানান ধরণের সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে একজন প্রকৃত সমাজসেবক হিসেবে আবির্ভূত হয়। সালাহউদ্দিনের সঙ্গে যে সময়টাতে আমার বন্ধুত্ব ছিল সেই সময়টা আমার জন্য ছিল সামাজিকভাবে নিরাপদ সময়। যখন পাড়ার সবাই জানতে শুরু করে সালাহউদ্দিন আমার বন্ধু তখন কেউ আর আমাকে বিরক্ত করত না। একবার সালাহউদ্দিন আমাকে বলে, তুমি ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বার ইলেকশন করো। বলো কী? আমি একজন দরিদ্র ছাত্র। টিউশনি করে চলি, ভাঙা ঘরে থাকি। ও বলে, এটাই তো তোমার শক্তি। তুমি একজন সৎ মানুষ। ভাঙা ঘরের ছবিটাও তোমার নির্বাচনী পোস্টারে দিয়া দিমু। আমরা জান দিয়া খাটুম। পাশ তুমি করবাই। কিন্তু মেম্বার হইয়া আমি করুম কী? আমার এই প্রশ্নে সালাহউদ্দিন যেন সম্বিত ফিরে পায়। তাই তো। বাদল তো গম চুরি করবে না, টাকা মারার ধান্দা করবে না, তাইলে ওরে মেম্বার বানায়া লাভ কী?

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

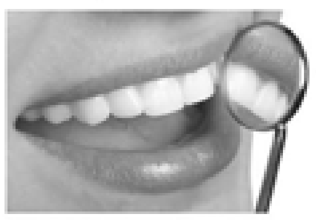

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Monday	: 2-7 PM
Tuesday	: 2-7 PM
Wedbesday	: 12-5 PM
Thursday	: 2-7 PM
Friday	: 2-7 PM
Saturday	: 11-5PM

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

কালিমার বিপ্লবী দাওয়াত

জাফর আহমাদ

কালিমা তাইয়্যেবা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্রতম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কালাম বা কথা। তাই পৃথিবীর প্রথম মহামানব হযরত আদম আ: থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সা: পর্যন্ত সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম সকলেই মানুষের মাঝে এই একই কালিমার দাওয়াত দিয়েছেন। আল কুরআনে এই কালিমার অর্থ হচ্ছে, "আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ বা উপাস্য নাই।" যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তিনিই এক আল্লাহ যিনি ছাড়া ইবাদাতের আর কোন হকদার কেহ নেই। তাঁরই জন্য প্রশংসা দুনিয়ায়ও, আখেরাতেও। শাসন কর্তৃত্ব তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে।"(সুরা কাসাস:৭০) এই বাক্যের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি আল্লাহর নিরংকুশ সার্বভৌমত্বের ঘোষনা দিয়ে ঈমান নামক সবুজ অরণ্যের পবিত্র চৌহদ্দির মধ্যে প্রবেশ করেন। এটি আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার ইজ্জতও বটে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। "তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'আ করার সময় বলতেন, (হে আল্লাহ) তোমার ইজ্জতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (তোমার ইজ্জত এমনি যে,) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তোমার মৃত্যু নেই। অথচ জীন-ইনসান সবাই মৃত্যু মুখে পতিত হয়।" (বুখারি: ৬৮৬৭,আ:প্র: কিতাবুত তাওহীদ,বাব: ওয়া হুয়া আজিজুল হাকিম)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, "এবং আল্লাহর সাথে অন্য মাবুদদেরকে ডেকো না। তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। সব জিনিসই ধ্বংস হবে কেবল মাত্র তাঁর সত্ত্বা ছাড়া। শাসন কর্তৃত্ব একামাত্র তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে।" (সুরা কাসাস:৮৮)

কিন্তু এই কালিমায় ব্যবহৃত 'ইলাহ" শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর অর্থ যেমন মাবুদ তেমনি এর অর্থ আইনদাতা, বিধানদাতা, শাসনকর্তা, পালনকর্তা, সার্বভৌম ক্ষমতার একক মালিক।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' একটি পরিপূর্ণ ও পবিত্র বাক্য। পৃথিবীতে আল্লাহর যত কালাম আছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কালাম হচ্ছে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আল কুরআনে এটিকে ভাল কথা বা পবিত্র বাক্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং হাদীসে এটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তুমি কি দেখছো না আল্লাহ কালিমা তাইয়্যেবার উপমা দিয়েছেন কোন জিনিসের সাহায্যে ? এর উপমা হচ্ছে যেমন একটি ভালো জাতের গাছ, যার শিঁকড় মাটির গভীরে প্রোথিত এবং শাখা-প্রশাখা আকাশে পৌঁছে গেছে। প্রতি মহুর্তে নিজের রবের হুকুমে সে ফলদান করে। এ উপমা আল্লাহ তা'আলা এ জন্য দেন যাতে লোকেরা এর সাহায্যে শিক্ষা লাভ করতে পারে। অন্যদিকে অসৎ বাক্যের উপমা হচ্ছে, একটি মন্দ গাছ, যাকে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপড়ে দূরে নিক্ষেপ করা হয়, যার কোন স্থায়িত্ব নেই।"(সুরা ইবরাহিমঃ ২৪-২৫) জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির হল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দো'আ হলো "আলহামদুলিল্লাহ"। (সুনানে ইবনে মাযাহ: ৩৮০০, তিরমিযি: ৩৩৮৩, হাদীসের মান সহীহ)

"নেই কোন ইলাহ আল্লাহ ছাড়া" বাক্যটিতে 'ইলাহ' শব্দটি ব্যাপক অর্থবহ একটি শব্দ। সাধারণভাবে আমরা এর তরজমা করি মা'বুদ। মা'বুদ অর্থ হচ্ছে, 'ইবাদাতের যোগ্য'। আল কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা তথা: উলুহিয়াত, রুবুবিয়াত, উবুদিয়াত ও দ্বীনিয়াত এই কালিমার মধ্যে নিহিত রয়েছে। "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই" অর্থাৎ তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। ইলাহ শব্দটির মূল অক্ষর আলিফ-লাম-হা(ইলাহ)। এ মূল অক্ষর থেকে অভিধানে যেসব শব্দ

পাওয়া যায়, তার বিবরণ এই:

ড়-তার আশ্রয়ে গিয়ে বা তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে আমি শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করেছি।

ড়-কোন দু:খ-কষ্টে পড়ে লোকটি ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছে, অত:পর অপর কোন ব্যক্তি তাকে আশ্রয় দান করেছে।

ড়-প্রবল আগ্রহ বশত: লোকটি অপর ব্যক্তির প্রতি মনোযোগ দিয়েছে।

ড়-মাতৃহারা উষ্ট্রীর বাচ্চা মাকে পেয়েই তার কোলে আশ্রয় নিয়েছে।

ড়-আচ্ছাদিত বা প্রচ্ছন্ন হয়েছে, বুলন্দ হয়েছে, ওপরে উঠেছে।

ড়-ইবাদাত করেছে।

ইলাহ অর্থ মাবুদ কোন্ কারণে কি সম্পর্কে হয়েছে, এ সকল ধাতুগত অর্থের প্রতি লক্ষ করলে তা জানা যায়। ইসলামী পরিভাষায় ইলাহ মানে আইনদাতা, বিধানদাতা,

কালিমার এই বিশ্লেষণ থেকে আমরা কালিমার দাওয়াতের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে গণ্য করতে পারি। এবং এগুলো কালিমার দাবীও বটে।

এক, দুনিয়ার শান্তি ও পরকালীন মুক্তি পেতে হলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্ব এবং রাসুল সা: এর আনুগত্য করতে হবে। আল্লাহর দাসত্বের অন্য কাউকে শরীক করা যাবে না। আল্লাহ এক, একক, একমাত্র। সেই সাথে নিশর্তভাবে তাঁর প্রেরিত রাসুল সা: এর আনুগত্য করতে হবে। তাঁর সাথেও অন্য কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি বা দেশের আনুগত্য করা যাবে না। কারণ তিনিই কেবল মহান আল্লাহর প্রেরিত ও মনোনিত মহামানব। সুতরাং তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কথার অনুসরণ করা হলে নির্ভেজাল শিরকে জড়িয়ে পড়তে হবে।

দুই, কালিমা দাবী অনুযায়ী খাঁটি মুসলিম হতে হবে। অর্থাৎ কথা ও কাজে গড়মিল পরিহার করতে হবে। মোনাফেকী নীতি বর্জন করতে হবে। কারণ একদিকে কালিমার দাবী অনুযায়ী মুসলিমের খাতায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য সকাল-বিকাল কালিমা জপ করবে, অন্যদিকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বে শিরক করা হবে। সুনির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম মানা হবে অথচ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অন্যের হুকুমকে মানা সুস্পষ্টভাবে মোনাফেকী আচরণ। এই আচরণ অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

তিন, সংঘবদ্ধ প্রচষ্টার মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি সুবিচারপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অর্থাৎ সমাজ থেকে খোদাদ্রোহী, জালিম ও অসৎ নেতৃত্ব তুলে দিয়ে তদস্থলে সৎ, যোগ্য ও খোদাভীরু নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সমাজ থেকে সকল প্রকার জুলুম, শোষণ ও দুর্নীতি দূর করে একটি ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

কালিমার এই তিন দফা দাওয়াতকে সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। এটিই কালিমার বিপ্লবী দাওয়াত।

সুরা কাসাসের ৮৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে "এবং আল্লাহর সাথে অন্য মাবুদদেরকে ডেকো না। তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। সব জিনিসই ধ্বংস হবে কেবল মাত্র তাঁর সত্ত্বা ছাড়া। শাসন কর্তৃত্ব একামাত্র তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে।"

আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে "আল্লাহর সাথে অন্য মাবুদদেরকে ডেকো না। তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই।" আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে " শাসন কর্তৃত্ব একামাত্র তাঁরই"। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ এ বিশ্ব-জগতের নিছক স্রষ্টাই নন বরং এর পরিচালক ও ব্যবস্থাপকও তিনি। তিনি এ দুনিয়াকে অস্তিত্বশীল করার পর এর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে কোথাও বসে যাননি। বরং কার্যত তিনিই সারা বিশ্ব-জাহানের ছোট বড় প্রত্যেকটি বস্তুর ওপর কর্তৃত্ব ও লালন-পালন করছেন। পরিচালনা ও শাসন কর্তৃত্বের যাবতীয় ক্ষমতা কার্যত তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। প্রতিটি বস্তু তাঁর নির্দেশের অনুগত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণাও তাঁর নির্দেশ মেনে চলে। প্রতিটি বস্তু ও প্রাণীর ভাগ্যই চিরন্তনভাবে তাঁর নির্দেশের সাথে যুক্ত। যে মৌলিক বিভ্রান্তিটির কারণে মানুষ কখনো শিরকের গোমরাহীতে লিপ্ত হয়েছে, আবার কখনো নিজেকে স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন ঘোষণা করার মতো ভ্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কুরআন এভাবে তার মুলোৎপাটন করেছে। বিশ্ব-জাহানের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা থেকে আল্লাহকে কার্যত সম্পর্কহীন মনে করার অনিবার্য ফল দাঁড়ায় দুটি। মানুষ নিজের ভাগ্যকে অন্যের হাতে বন্দী মনে করবে এবং তার সামনে মাথা নত করে দেবে অথবা নিজেকেই নিজের ভাগ্যের নিয়ন্ত্রা মনে করবে এবং নিজেকে সর্বময় কর্তৃত্বশীল স্বাধীন সত্তা মনে করে কাজ করে যেতে থাকবে। কুরআন শাশ্বত ও অনাদি-অনন্ত সত্য উপস্থাপন করছে যে, ভুমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে একমাত্র আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। সার্বভৌমত্ব বলতে যা বুঝায় তা একমাত্র তাঁরই সত্তার একচেটিয়া অধিকার ও বৈশিষ্ট্য। আর বিশ্ব-জাহানের এ ব্যবস্থাপনা একটি পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা বিশেষ, যেখানে ঐ একক সত্তা, সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পূর্ণ অধিকারী। কাজেই এ ব্যবস্থার মধ্যে যে ব্যক্তি বা দল নিজের বা অন্য কারোর আংশিক বা পূর্ণ কর্তৃত্বের দাবীদার হয়, সে নিজেকে নিছক প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে রেখেছে। তাছাড়া এ ব্যবস্থার মধ্যে অবস্থান করে মানুষের পক্ষে ঐ একক সত্তাকে একই সাথে ধর্মীয় অর্থেও একমাত্র মাবুদ এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অর্থেও একমাত্র শাসক হিসাবে মেনে নেয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন সঠিক দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি হতে পারে না। সার্বভৌমত্ব আল্লাহর, এই দাবী মেনে নেয়া কালেমার দাবী এবং এটিও আল্লাহর ইজ্জত। আল্লাহর সার্বভৌমত্বে কাউকে শরীক করা মানে আল্লাহর ইজ্জতে আঘাত হানা। এমনিভাবে ইবাদাত হবে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য। দীনকে তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট করতে হবে। অর্থাৎ তাঁর দেয়া জীবন ব্যবস্থার মধ্যেই কেবল আমাদের জীবন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে হবে। অন্য কারো ইবাদাত করা বা অন্যের দেয়া জীবন ব্যবস্থা মেনে মানে আল্লাহর ইজ্জতের উপর আঘাত করা। কালেমা তাইয়্যেবার মধ্যে ইলাহ শব্দটিই আল্লাহ ইজ্জতকে বি-পুলভাবে প্রকাশ করে। তাই এ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর মধ্যে ইলাহ, রব, ইবাদাত ও দীন, আইন-কানুন সকলকিছু নিহিত রয়েছে।

কুইন্সে বেড়েছে আইস'র ধরপাকড়

(শেষ পাতার পর)

ও স্থানীয় নির্বাচিত কর্মকর্তারা। তাদের অভিযোগ, এলমহার্স্ট, ইস্ট এলমহার্স্ট, কলেজ পয়েন্ট ও করোনা এলাকায় সম্প্রতি আইসের উপস্থিতি আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। গত সোমবার এক সমাবেশে অভিবাসন অধিকারকর্মীরা কুইন্সে আইসের বাড়তি তৎপরতা বন্ধের দাবি জানান। নিউইয়র্কে সবচেয়ে বেশি অভিবাসী বসবাস করেন এমন এলাকাগুলোর একটি কুইন্স। সাম্প্রতিক এই তৎপরতায় স্থানীয় অভিবাসী পরিবারগুলোর মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বলে জানান তারা। 'মেক দ্য রোড' নিউইয়র্কের সিভিল রাইটস অ্যান্ড ইমিগ্রেশন বিভাগের প্রধান সংগঠক লুবা কোর্তেস বলেন, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন এলাকায় আইসের উপস্থিতি বাড়ছে। তার দাবি, নিউইয়র্কের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় এলাকা কুইন্সে অভিবাসী জনগোষ্ঠীর বড় অংশ বসবাস করায় এই এলাকাগুলোতে বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, এমন পরিস্থিতিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের একে অপরের পাশে দাঁড়াতে হবে এবং অভিবাসী পরিবারগুলোর সুরক্ষায় কমিউনিটির মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে হবে।

নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব প্ল্যানিং এবং মেয়র জোহরান মামদানির কার্যালয়ের প্রকাশিত একটি মানচিত্রেও কুইন্সের বেশ কয়েকটি এলাকায় অভিবাসী জনগোষ্ঠীর বড় উপস্থিতি দেখা যায়। করোনা, এলমহার্স্ট, জ্যাকসন হাইটস, ইস্ট এলমহার্স্ট, ফ্লাশিং ও কলেজ পয়েন্টের মতো এলাকায় মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ বা তার বেশি অভিবাসী বলে মানচিত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিবাসন অধিকারকর্মী ও স্থানীয় কর্মকর্তাদের দাবি, আইসের বাড়তি উপস্থিতির কথা যেসব এলাকার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে, তার অনেকগুলোই এসব অভিবাসী-অধ্যুষিত এলাকার মধ্যে পড়ে। এদিকে, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলির সদস্য গনজালেস-রোহাসও আইসের তৎপরতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, অভিবাসন পরিস্থিতি নিয়ে ভয় বা চাপের কারণে নিউইয়র্কের বাসিন্দাদের নীরব হয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। অভিবাসী পরিবার ও প্রতিবেশীদের সুরক্ষা এবং তাদের নিরাপদে বসবাসের অধিকার নিশ্চিত করতে কাজ চালিয়ে যাওয়ার কথাও জানান তিনি। কুইন্সে আইসের সাম্প্রতিক তৎপরতা নিয়ে অভিবাসন অধিকার সংগঠন ও স্থানীয় কর্মকর্তাদের উদ্বেগের মধ্যেই এসব এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা বাড়ছে।কুইন্সে আইসের ধরপাকড় বেড়েছে, দাবি অভিবাসন অধিকারকর্মীদের নিউইয়র্কের কুইন্সের একাধিক এলাকায় গত দুই সপ্তাহে আইসের তৎপরতা বেড়েছে বলে দাবি করেছেন অভিবাসন অধিকারকর্মী ও স্থানীয় নির্বাচিত কর্মকর্তারা। তাদের অভিযোগ, এলমহার্স্ট, ইস্ট এলমহার্স্ট, কলেজ পয়েন্ট ও করোনা এলাকায় সম্প্রতি আইসের উপস্থিতি আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। সোমবার এক সমাবেশে অভিবাসন অধিকারকর্মীরা কুইন্সে আইসের বাড়তি তৎপরতা বন্ধের দাবি জানান। নিউইয়র্কে সবচেয়ে বেশি অভিবাসী বসবাস করেন এমন এলাকাগুলোর একটি কুইন্স। সাম্প্রতিক এই তৎপরতায় স্থানীয় অভিবাসী পরিবারগুলোর মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বলে জানান তারা। মেক দ্য রোড নিউইয়র্কের সিভিল রাইটস অ্যান্ড ইমিগ্রেশন বিভাগের প্রধান সংগঠক লুবা কোর্তেস বলেন, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন এলাকায় আইসের উপস্থিতি বাড়ছে। তার দাবি, নিউইয়র্কের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় এলাকা কুইন্সে অভিবাসী জনগোষ্ঠীর বড় অংশ বসবাস করায় এই এলাকাগুলোতে বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, এমন পরিস্থিতিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের একে অপরের পাশে দাঁড়াতে হবে এবং অভিবাসী পরিবারগুলোর সুরক্ষায় কমিউনিটির মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে হবে।

নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব প্ল্যানিং এবং মেয়র জোহরান মামদানির কার্যালয়ের প্রকাশিত একটি মানচিত্রেও কুইন্সের বেশ কয়েকটি এলাকায় অভিবাসী জনগোষ্ঠীর বড় উপস্থিতি দেখা যায়। করোনা, এলমহার্স্ট, জ্যাকসন হাইটস, ইস্ট এলমহার্স্ট, ফ্লাশিং ও কলেজ পয়েন্টের মতো এলাকায় মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ বা তার বেশি অভিবাসী বলে মানচিত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিবাসন অধিকারকর্মী ও স্থানীয় কর্মকর্তাদের দাবি, আইসের বাড়তি উপস্থিতির কথা যেসব এলাকার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে, তার অনেকগুলোই এসব অভিবাসী-অধ্যুষিত এলাকার মধ্যে পড়ে। এদিকে, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলির সদস্য গনজালেস-রোহাসও আইসের তৎপরতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, অভিবাসন পরিস্থিতি নিয়ে ভয় বা চাপের কারণে নিউইয়র্কের বাসিন্দাদের নীরব হয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। অভিবাসী পরিবার ও প্রতিবেশীদের সুরক্ষা এবং তাদের নিরাপদে বসবাসের অধিকার নিশ্চিত করতে কাজ চালিয়ে যাওয়ার কথাও জানান তিনি। কুইন্সে আইসের সাম্প্রতিক তৎপরতা নিয়ে অভিবাসন অধিকার সংগঠন ও স্থানীয় কর্মকর্তাদের উদ্বেগের মধ্যেই এসব এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা বাড়ছে।

বিতর্কের পর আইস কর্মকর্তাদের বডি ক্যামেরা

অভিবাসন অভিযানে বিতর্কিত কর্মকাণ্ড ও কর্মকর্তাদের গুলিতে মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পর যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগ সংস্থা– আইসের কর্মকর্তাদের শরীরে বডি ক্যামেরা বসানোর কার্যক্রম জোরদার করেছে ট্রাম্প প্রশাসন।আগামী সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ দেশজুড়ে সংস্থাটির সব মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাকে বডি ক্যামেরার আওতায় আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে অর্ধেকের বেশি কর্মকর্তার কাছে ক্যামেরা পৌঁছে গেছে। অভিযান, গ্রেপ্তার এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে কর্মকর্তাদের মুখোমুখি হওয়ার ঘটনাগুলো ধারণ করাই এই ক্যামেরার প্রধান উদ্দেশ্য। আইসের নিজস্ব নীতিতেও বলা হয়েছে, বডি ক্যামেরা ঘটনার সঠিক তথ্য নথিবদ্ধ করতে, কর্মকর্তা ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বাড়াতে এবং জনআস্থা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সহায়ক হতে পারে। তবে সাম্প্রতিক কয়েকটি অভিযানে আইস কর্মকর্তাদের গুলিতে মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে দেশজুড়ে প্রশ্ন ওঠার পর বিষয়টি নতুন গুরুত্ব পেয়েছে। এসব ঘটনার কিছু ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের শরীরে ক্যামেরা না থাকায় প্রত্যক্ষদর্শী কিংবা অন্য ব্যক্তিদের ধারণ করা ভিডিও গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে সামনে এসেছে।

আইসের বডি ক্যামেরা নীতিতে বলা হয়েছে, কোনো অভিযানে কর্মকর্তাদের গুলিতে মৃত্যু বা গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনা ঘটলে ভিডিও প্রকাশের আগে সংস্থাটি তা পর্যালোচনা করবে। তবে ভিডিও প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়। সংস্থার 'সর্বোত্তম স্বার্থে' মনে হলেই কেবল তা প্রকাশ করা হবে। এই নীতিই তৈরি করেছে নতুন বিতর্ক। সমালোচকদের আশঙ্কা, এমন ব্যবস্থা থাকলে আইসের নেতৃত্ব নিজেদের কর্মকাণ্ডকে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরে– এমন ভিডিও প্রকাশ করতে পারে। অন্যদিকে, সমালোচনার জন্ম দিতে পারে এমন দৃশ্য প্রকাশ না করার সুযোগও থেকে যেতে পারে। ফলে কর্মকর্তাদের শরীরে ক্যামেরা থাকলেও এর মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

লাল-সবুজ মুমূর্ষু পাখিটির গল্প
নূরুল মোস্তফা রইসী

একটা লাল সবুজ পাখি।
পাখিটির নাম বাংলাদেশ।
স্বাধীনতার এ পাখিটি
কখনো স্বাধীনতাই পেলো না,
পঞ্চান্ন বছর কেটে গেলো!
দলে দলে দল আসলো বিশ্বাস,
ভরসা,খাদ্য -বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য,
বাসস্থানের আশ্বাস নিয়ে,
আবেগের মুখোশ পড়ে।
পাখিটি বারবার প্রতারিত হলো ।
ইতিহাস কি আসলেই কথা কয়?
সাতচল্লিশ, একাত্তর, চব্বিশের পর
বদলে গেলো পাখিটির গৌরব আর
বীরত্বের ইতিহাস।

আবু সাঈদ,মুগ্ধ, ইয়ামিনের মতো
সহস্র শহিদের নাম পাখিটির পালক
থেকে ছিঁড়ে ফেলা হলোড়-যেমন
ইতিহাসে বদলে গেছে তিতুমীর,
ওসমানী ভাসানীর মতো
অসংখ্য বীরের নাম, বদলে গেছে
জুলাই যোদ্ধাদের ত্যাগ,
আর এক দফা ঘোষকের নাম।

অকৃতজ্ঞ,বিশ্বাসঘাতী,স্বার্থকীটেরা
লাল সবুজ এই বাংলা পাখিটার
সোনালি পালক ছিঁড়ে সেখানে গুঁজে
দিচ্ছে নকল মিথ্যা পালকড়-
বাংলা পাখিটার সাথে যে প্রতারণা,
তা,মানব ইতিহাসে তুলনাহীন।

কষ্টের হলাহল পান করানো পাখিটি
এখন অগ্নিগর্ভ,পালকে পালকে তার
জমছে বিদ্রোহ, বিনাশি বারুদ,
জমছে অনিবার্য বিপ্লব।

দূর্বিনীত জুলাই
এ কে আজাদ

জুলাই আমার স্বপ্ন রাঙা নতুন আলোর ভোর,
জুলাই আমার বাঁচার লড়াই, প্রভাত-খোলা দোর।
জুলাই আমার আকাশ জোড়া মুক্ত ডানার চিল,
জুলাই আমার হৃদয় ভরা হাওয়া যে মিলমিল।
জুলাই আমার সাঈদ, মুগ্ধ, ফাইয়াজ, রিয়া গোপ,
আবরার, ইয়ামিন রক্ত-স্রোতে ভাঙা পায়রার খোপ।
জুলাই আমার অগ্নি মশাল, স্বৈরাচারীর ভয়,

বীর বাঙালির রক্তে কেনা জুলাই নতুন জয়।
সাতচল্লিশের স্টেশন ছেড়ে বায়ান্নয় তোলা ধাপ,
ঊনসত্তর-একাত্তরের তলোয়ার খোলা খাপ।
মহান মুক্তিযুদ্ধের আগুন জুলাই আমার চোখে,
নব্বই গণআন্দোলনের বাঁশি জুলাই ফোঁকে।

জুলাই আমার বুকের পাটা ভীষণ অগ্নিগিরি,
অত্যাচারীর সামনে দাঁড়ান অটল মাথার গিরি।
জুলাই আমার রক্ত সাগর, মায়ের চোখের বন্যা,
সাত রাজার ধন মানিক রতন জুলাই আমার কন্যা।

বুক চিতিয়ে পথে নামা জুলাই আমার ছেলে,
রক্তমাখা মেয়ে জুলাই ঘরকন্না সব ফেলে।
শ্লোগানমুখর ঝাঁঝালো দিন জুলাই অমলিন,
স্বাধিকারকে ফিরে পাওয়ার বিশ্বাস চিরদিন।

জুলাই মায়ের অশ্রু দোয়া জায়নামাজটা পেতে,
রক্তমুখো হায়নার হাতে দেশ দেবো না যেতে।
জুলাই আমার রক্ত-শপথ মার খাওয়া দিন শেষ,
দূর্বিনীত বুকের সাহস জুলাই বাংলাদেশ।

বর্ষা হয়ে যাই
মান্নান নূর

আকাশ ছাড়া আমরা কবিরা অচল।
বর্ষা ছাড়া আমরা কবিরা ভাবলেশহীন, নিস্তেজ পাথর।
বর্ষা এলেই কবিতা জাগে।
হৃদয়ের ভেতর সহস্র দুঃখগাঁথা,
সংসার উঁকি দেয়।

বর্ষা এলেই তোমার কথা খুব মনে পড়ে।
বর্ষার জলে ভাসিয়ে দিই আমার সারা বছরের
যত্নে রাখা বিরহ ও শূন্যতা।

বর্ষা এলেই, তুমি ছাড়া
আমি নিজেই বর্ষা হয়ে যাই।

জুলাইয়ের জবানবন্দি
শায়েখ শোয়েব

সহস্রাব্দের প্রতীক্ষা শেষে ক্রুশবিদ্ধ যীশু
পুনরুত্থিত হলেন রংপুরে
বক্ষ প্রসারিত করে সীসার বুলেটকে
যিশু আলিঙ্গন করলেন
প্রমিথিউসের প্রলয়োল্লাসে
স্বৈরাচারের খুনপিয়াসী খঞ্জরে ভর করেছিল
সেদিন পৈশাচিক প্রেতাত্মা ।
জঘন্য জিঘাংসায় জর্জরিত জল্লাদ চায়
জুলাইয়ের জলজ্যান্ত লাশ
ক্রন্দসী বেহুলা বাংলা আজও বাকরুদ্ধ মৃত্যুর মাতমে
ক্রমশ মুছে যায় অশ্রুর দাগ
কিন্তু কখনো ফুরায় না রক্তের রাগ
প্রতিবাদের প্রসূন প্রস্ফুটিত হলে
বিপ্লবী বসন্ত অনিবার্য ধ্রুবসত্য ।

গ্রন্থিল পেশীর যুবক আর এলোকেশী যুবতীর
স্লোগানে স্লোগান প্রকম্পিত রাজপথই ইতিহাসের ইশতেহার
বিপ্লবের জাতিস্মর হয়ে যুগে যুগে ফিরে আসবে জুলাই
আপসহীন জুলাই জানেনা সন্ধি
শহীদের রাতুল রক্তের অনুচক্রিকায়
চিরকাল উচ্চারিত হবে জুলাইয়ের জবানবন্দি...

শ্রাবণ মেঘের দিন
জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

এ যেন কোন বৃষ্টি নয়, ভেঙে পড়া সুবিশাল
আকাশ
শ্রাবণের ধাতব জল ড্রেনের ভেতর দিয়ে ধেয়ে যাচ্ছে
প্রাগৈতিহাসিক কালের কোনোএক ব্লাকহোলের দিকে
আমার ছালা ঘরের ছাদ ছিঁড়ছে একটা জলজ দানব!

ওপাশে রিং হচ্ছে বারংবার, ক্রিং ক্রিং ক্রিং...
কথা বলছেন এমন একজন, যিনি তখনও জন্মাননি
বাইরে কয়েকটা ছাদহীন ছাতা উড়ছে দেদার
রাস্তার কালভার্ট গিলে খাচ্ছে একটা ভেজা ম্যামথ!

তবে কি এসবে এখনও ঝরছে শ্রাবণের জল?
নাকি কোনোএক অদৃশ্য দর্জি অনবরত সেলাই করে
যাচ্ছে প্রকৃতির প্রতি অবিচার আর বাড়ন্ত আলজিব?

তবুও কেন দিনে দিনে বড় হচ্ছে কাঁসার ঘন্টার দিন
আকাশের ছাদে তাকিয়ে দেখি কেবলই বাড়ছে ঋণ!

জলধিজা শ্রী
জাসমিনা খাতুন

আমি কাঁদতে চেয়েছিলাম খোলা আকাশের নিচে,
মরে-যাওয়া শিমুলের ডালে প্যাঁচার মতো
চিৎকার করে, তীব্র প্রতিবাদে।

তুলোর মতো উড়ে গেল সাহস,
এখন কান্না আমার মেরুদণ্ডে
শেওলা ধরা পাথরের মতো পিচ্ছিল।
আমার বহু বছরের জমে-থাকা কান্নাড়
নারীত্বের শোভায় লুকিয়ে-রাখা সিন্দুক।

কে যেন বলেছিল খুব ছোটবেলায়ড়-
মেয়েরা কাঁদলে নাকি অলক্ষী আসে ঘরে।
তাই কান্না এখন উঠোনে পুষে-রাখা নদী ,
প্রতি ভোরে সূর্যস্নানে জলধিজা শ্রী..।

অভাব ও দারিদ্র্য
ফেরদৌস জামান খোকন

যুগের সাথে তাল মিলিয়ে
চলতে গিয়ে এখন আমি,
বাজার করতে গেলেই শুধু
চিন্তা করি আরও ঘামি।

মাসের শেষে বেতন পেয়ে
নানান ভাবনা মাথায় আসে,
বাজার যাব খাবার খাব
পিতামাতার থাকব পাশে।
বাজার গিয়ে দেখে যাচ্ছি
মাছ নেব কী মাংস নেব,
সবজি কিনতে টাকা যে শেষ
বাসায় জবাব কী আর দেব।

দ্রব্যের দাম বাড়ে শুধু
কমে নাতো আমার দেশে,
নিম্ন আয়ের মানুষ আমি
বলছি কথা তবু হেসে।

আহা কবে আয়ের সাথে
পণ্যের মূল্য কমে যাবে,
সত্যি সেদিন আমার মতো
আছে যারা শান্তি পাবে!

উদাসী প্রতীক্ষার জলছবি
রফিকুল ইসলাম

পথভোলা জোনাকির উদাসী আলোয়
প্রতীক্ষারা ঘুমিয়ে পড়ে একা,
ক্লান্ত যাযাবর মেঘেদের পথে
মেঘবালিকারা হারায় পথরেখা।

রাত ডুবে আছে বৃষ্টির মিছিলে,
কাজল ধুয়ে যায় তার চোখে,
স্মৃতিরা ফেরে এলাচের ঘ্রাণে
ভেজা বাতাসের শোক-আলোকে।
উদাসী বৃষ্টি দিনের শেষবেলা ডুবে যায়
ভেজা মাটির গন্ধে ভরে আছে উঠোন,
অন্ধকার ভেজা রাতের কেতকী শিহরণ
একা জেগে আছে জলের স্রোতের গুঞ্জন।

অনল চিতা
আশা মনি

তোমায় ছাড়া একলা ভুবন
শূন্য চারিধার,
স্মৃতিগুলো করছে শুধু
রিক্ত হাহাকার।
উষ্ণ মালা শুষ্ক হয়ে
পড়ছে শুধু ঝরে,
ভরা নদী তপ্ত খরায়
হইলো ধু-ধু চরে।
ওহে পরাণ আর থেকো না
আমার থেকে দূরে,
তুমি ছাড়া হৃদয় আমার
অনল চিতায় পুড়ে।

স্বপ্নের দিন
মাহফুজুর রহমান আখন্দ

রাত আজ রাত নয়
বক্ষের ফুসফুসে কালো
স্বপ্নের ডাক শুনি
কবে পাবো ঝকঝকে আলো!

মহাকালে ঘুণপোকা
জীবনের বাঁকে বাঁকে জোঁক
ফসলের মাঠ জুড়ে
মরা পাতা, চোখে মুখে শোক

কষ্টের জল পড়ে
চোখের কোমল পাতা ছুঁয়ে
ভাবনার মহাকাশ
নেতিয়ে পড়ছে আহা নুয়ে

আঁধারের ডাক শুনি
কেঁদে ফেরে শালিকের ঝাঁক
মিছিলেও শোকগাঁথা
চুপিসারে যাক বয়ে যাক
অবশেষে ফুলফোটে
পাখিরাও গান ধরে মুখে
আঁধারের ভাঁজ খুলে
চাঁদ ওঠে মমতার সুখে
সকালের স্নিগ্ধতা
কোমল ঘাসের বুকে নামে
স্বপ্নের দিন আনে
প্রেম মাখা সুবাসিত খামে।

ঝরাপাতার নিঃশব্দ কান্না
তুহীন বিশ্বাস

বারবার বাতাস কেন সাক্ষী হয় মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব
ধূলিকণা উড়ে নিঃশ্বাসে মিশে পথিক হারায় ছন্দ,
আশ্বাসের বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বাসের স্তম্ভে
ত্রিভুজ কিংবা পঞ্চভুজ অগোছালো মস্তিষ্ক দম্ভে!

আমি তুমিতে সুমিতে আঁকড়ে থাকে অস্তিত্ব রেখা
শিউলির মৌ মৌ গন্ধেও নেই এতটুকু সুখের দেখা,
ঝরাপাতার নিঃশব্দ কান্না মিশে যায় ধুলোমাটিতে
দুঃখের আবরণে ঢেকে গেছে স্বপ্ন ভাঙার ঘাঁটিতে।
অথচ কথা ছিল প্রতিকূলতা বিপরীতে যুদ্ধ করা
তবুও নিশ্চুপ নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে নিঃস্ব সর্বহারা,
আর লাস্যময়ী মেঘবালিকা বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যার রথে
নেই কষ্টের অবসান, জীবনটা শ্মশান যাত্রার পথে।

শ্রাবণ মেঘের দিন
জাকির সেতু

তৃষ্ণার্ত পাখির মতো দেখেছি গ্রামের রূপ
বুকের খরায় বিধ্বস্ত মন পেয়েছি যে খুব
হোগলার বনে অশ্বত্থগাছের ছায়া নামে
যেখানে বসে শুনেছি দোয়েলের ডাক।
বৃষ্টিস্নাত পল্লবের অপরূপ সৌন্দর্যে দিয়েছি ডুব,
খুব কাছে পেয়েও মাধবীলতা ছিল নিশ্চুপ।
অপরাহ্ণ ভেদ করে বাসা বাঁধে নিশাচর পাখি
কদম-কেয়া ফুলের ঘ্রাণে খুলেছি আঁখি।
তোমাকে কত দিন, কত বছর দেখি না আর
পাখির ডানায় মুছে যায় অজস্র বছর।
পুরোনো খামের ভেতর লুকিয়ে থাকা অভিমান
সযত্নে লিখেছি শ্রাবণের ঘন বর্ষায়।

নীল বিষণ্নতা
রাহেলা আক্তার

বাতাসের সাঁ সাঁ সুরে ছুটে চলি...
ইনানীর মৃত প্রবালে আঁচড় কাটা ঢেউয়ের বুকে।
ঝাউবনের বিথীতে হিমছড়ি উঁকি দেয়,
বালিয়াড়ির বুকে সাম্পানের উন্মাদ প্রেমে-
সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে আসে না-বলা অগণিত গল্পকথা।
জলের সরোদে বাজে নীল বিষণ্নতার সুর;
মৃত প্রবালের শরীরে লেগে থাকে শত বছরের ইতিহাস,
আর শঙ্খের উদরে জমে থাকে লোনা স্মৃতিরা।
পরিযায়ী বিকেলগুলো হারিয়ে যায়-
উপজাতির কারুকাজ খচিত দ্রব্যের সমারোহ ,
নানান রকমের আচার, ফ্রুটস ফ্লেভারডের স্বাদ,
বিলাস আর সাগরপাড়ের উন্মুক্ত কোলাহলে।
অতঃপর অপেক্ষার প্রহর বিদায় নেয়
ঝুলে থাকা বিদায়ের ছবি,
ঠিকানা বাতলে দেয় ফিরে যাওয়ার।
তবু সমুদ্রের প্রগলভতা ঝাউপাতার ফিসফিসানি
আর বৃষ্টিভেজা লোনা বাতাস, রয়ে যায় হৃদয়ের গহীনে।

সুন্দর ভাষার রূপ ও সৌন্দর্য

জসিম উদ্দীন মাহমুদ তালুকদার

সুন্দর ভাষা হলো মনের ভাব প্রকাশের সবচেয়ে বড় শক্তি। এটি মানুষের ভেতরের রূপ ফুটিয়ে তোলে একে অপরের পরিবারের প্রতি মমতাবোধ বৃদ্ধি করে। পরিবার হলো একটি নদীর উৎসমুখ। উৎস যদি পরিষ্কার ও নির্মল হয়, তবে পুরো নদীই সুন্দর ভাবে প্রবহমান থাকে। তাই প্রতিটি পরিবারে পারস্পরিক কথোপকথনে শালীন ও সুন্দর ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করা উচিত। একটি সুন্দর ভাষা ও মার্জিত আচরণই পারে আগামী প্রজন্মকে সুনাগরিক ও সত্যিকারের মানুষ হিসেবে উপহার দিতে। সমাজ গঠনের মূল একক হলো পরিবার।পরিবারে যখন মমতাপূর্ণ, শালীন ও সুন্দর ভাষার চর্চা করা হয়, তখন তা ছেলে মেয়েদের মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। মুখের সুন্দর ভাষা শুধু সম্পর্কের দূরত্ব কমায় না, বরং পরিবারে বাহিরেও একটি সুস্থ সমাজ বিনির্মাণেও প্রধান অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। তাই আমাদের সুন্দর ভাষার সৌন্দর্য রক্ষা করা আমাদের সবার নৈতিক দায়িত্ব। নিজের সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে নিজ পরিবার এই অমলিন ধারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরা জন্য টিকিয়ে রাখবে। সুন্দর ভাষার মানুষ সাধারণত রাগ ও জেদ সংবরণ করতে শেখে। পরবর্তী প্রজন্ম যখন পরিবারে বড়দের একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও মিষ্টি আচরণ দেখতে পাবে, তখন তাদের ভেতরও পরমতসহিষ্ণুতা তৈরি হবে। যদি ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ও পরিবারে ঝগড়াঝাঁটি, কটু কথা ও উচ্চস্বরে কথা বলার প্রচলন থাকে, তখন মনের ভেতর কুয়াশার মতো ধোঁয়াশা জমবে। অসুন্দর ও কর্কশ ভাষা পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট করে এবং সম্পর্কে গভীর দূরত্ব ও মানসিক অশান্তির অন্ধকার ডেকে আনে। মুখের বিষাক্ত কথা শারীরিক আঘাতের চেয়েও বেশি সময় ধরে মানুষের মনে ক্ষত তৈরি করে ভালোবাসার বন্ধন দুর্বল করে দেয়। পরিবারের সদস্যদের মনে স্থায়ী ক্ষোভ ও আস্থার সংকট তৈরি হবে। পারস্পরিক দোষারোপ ও চিৎকার-চেঁচামেচি গৃহকোণকে বিষাক্ত করে মানসিক চাপে মনের শান্তি বিনষ্ট হবে। কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা তা পরিষ্কার বোঝা যায় যাবেনা। মনের মমতাবোধ ধোঁয়াশায় ঢাকা পড়বেই। তখন পৃথিবীর রূপ হয়ে ওঠে রহস্যময়। সবার মনেও অনেক সময় সংশয় ও অজ্ঞতার ধোঁয়াশা জমবে।

পারস্পরিক দোষারোপ ও চিৎকার-চেঁচামেচি গৃহকোণকে বিষাক্ত করে মানসিক চাপে মনের শান্তি বিনষ্ট হবে। কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা তা পরিষ্কার বোঝা যায় যাবেনা। মনের মমতাবোধ ধোঁয়াশায় ঢাকা পড়বেই।

এই সংকটের উত্তরণের উপায় হলো কথা বলার আগে চিন্তা করা এবং রাগ নিয়ন্ত্রণ করা ভালোবাসাপূর্ণ ও সম্মানজনক শব্দ ব্যবহার করা।কোনো ভুল বোঝাবুঝি হলে আক্রমণ না করে শান্তভাবে কথা বলা। ধৈর্য ধারণে মনকে পরিচালিত করা। তখন পরিবারের সুন্দর ভাষায় জমানো সেই মেঘ কেটে গিয়ে যখন নতুন রোদ ওঠবে, তখন জীবনের আসল সৌন্দর্য ও সত্য আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিবে। এটাই ভাষার রূপ ও সৌন্দর্য।

PCA & HHA
FREE
TRAINING
আমরা বাংলায় কথা বলি
Bestcare
Home care, your care
ফ্রি
প্রশিক্ষন এর
বিস্তারিত জানতে কল করুন..
516-666-5802, 516-731-3770
১৯৮১ সাল থেকে স্বাস্থ্যসেবায় কমিউনিটির সাথে আছি
Queens
70-50 Austin Street, Suite 130, Forest Hills, NY 11375
Nassau
50 Clinton Street, Suite 201, Hempstead, NY 11550
Bronx
4119 White Plains Road, Bronx, NY 10466
Corporate
3000 Hempstead Turnpike, Levittown, NY 11756
Brooklyn
1781 Flatbush Avenue, Brooklyn, NY 11210
Highbridge
1592 Jessup Avenue, Bronx, NY 10452
Manhattan
Staten Island
60 Bay Street, Suite 506, Staten Island, NY 10301
Westchester
35 East Grassy Sprain Road, Yonkers, NY 10710
Suffolk
97 West Main Street, Bay Shore, NY 11706
Eastern Suffolk
630 Middle Country Road, Selden, NY 11784
নিউ ইয়র্ক ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ লাইসেন্স এজেন্সী।

LAW OFFICES
WWW.MOINLAW.COM
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)
এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
• গাড়ী এক্সিডেন্ট
• কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
• বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
• স্লিপ এন্ড ফল
• ট্রিপ এন্ড ফল
• হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
• লেড পয়জনিং
• IMMIGRATION
(Consultation fee applies)
ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি
Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

"... and we have not sent you, (O Muhammad SAW), except as a mercy to the worlds" - Al-Anbiyaa:107
The great event for the declaration: "global prophet, global ummah, united muslim millah"
19TH
International
UNITED SEERAH
CONVENTION 2026
Muhammad
Sallallahu Alayhi Wa Sallam
THE MODEL OF WORLD PEACE & SOCIAL JUSTICE
August 16, Sunday
English Se: 06 - 07 pm
Bangla Se: 07 - 10 pm
ANGAN Party Hall
89-16 175th St, Jamaica, NY 11432
Train Last Stop to Jamaica 178 St. Hillside Ave
Lectures: by the Well Known Speakers
Sisters Arrangement | Dinner
Public Transport & Parking Avaiable at Hillside Ave.
American Muslim Center
917-204-3570, 347-575-1110
Donate by Zelle : 929-519-5208

বিশ্বনবীর বিশ্ব উম্মাত ঐক্যবদ্ধ মুসলিম মিল্লাতের বিশ্ব ঘোষণার মহা আয়োজন
১৯তম
ইন্টারন্যাশনাল
ইউনাইটেড সীরাত
কনভেনশন ২০২৬
মুহাম্মদ
বিশ্ব শান্তি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের আদর্শ
আগষ্ট ১৬ রবিবার
ANGAN Party Hall
89-16 175th st. Jamaica, NY 11432
Train Last Stop to Jamaica 178 St. Hillside Ave
আলোচকঃ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তাবৃন্দ
Sisters Arrangement | Dinner
Public Transport & Parking Avaiable at Hillside Ave.
American Muslim Center
917-204-3570, 347-575-1110
Donate by Zelle : 929-519-5208

NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C
WOMEN'S MEDICAL OFFICE
ডা. রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obstetrics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
• Flushing Hospital Medical Center
• North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
• Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Caring for Women, Nurturing Life
Scan me
Amyeo A. Jereen, MD.
Obstetrics & Gynecology
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Long Island Jewish Medical Center Northwell Health
FLUSHING HOSPITAL MEDICAL CENTER
Dr. Maria Chattha, MD, FACOG.
Board Certified Obstetrics & Gynecology
Board Certified Obesity Medicine.
New office:
87-44 168th Place (1st Fl.), Jamaica, NY 11432
91-12, 175th St, Suite-1B, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
Email: info@mynewlifemd.com | www.mynewlifemd.com

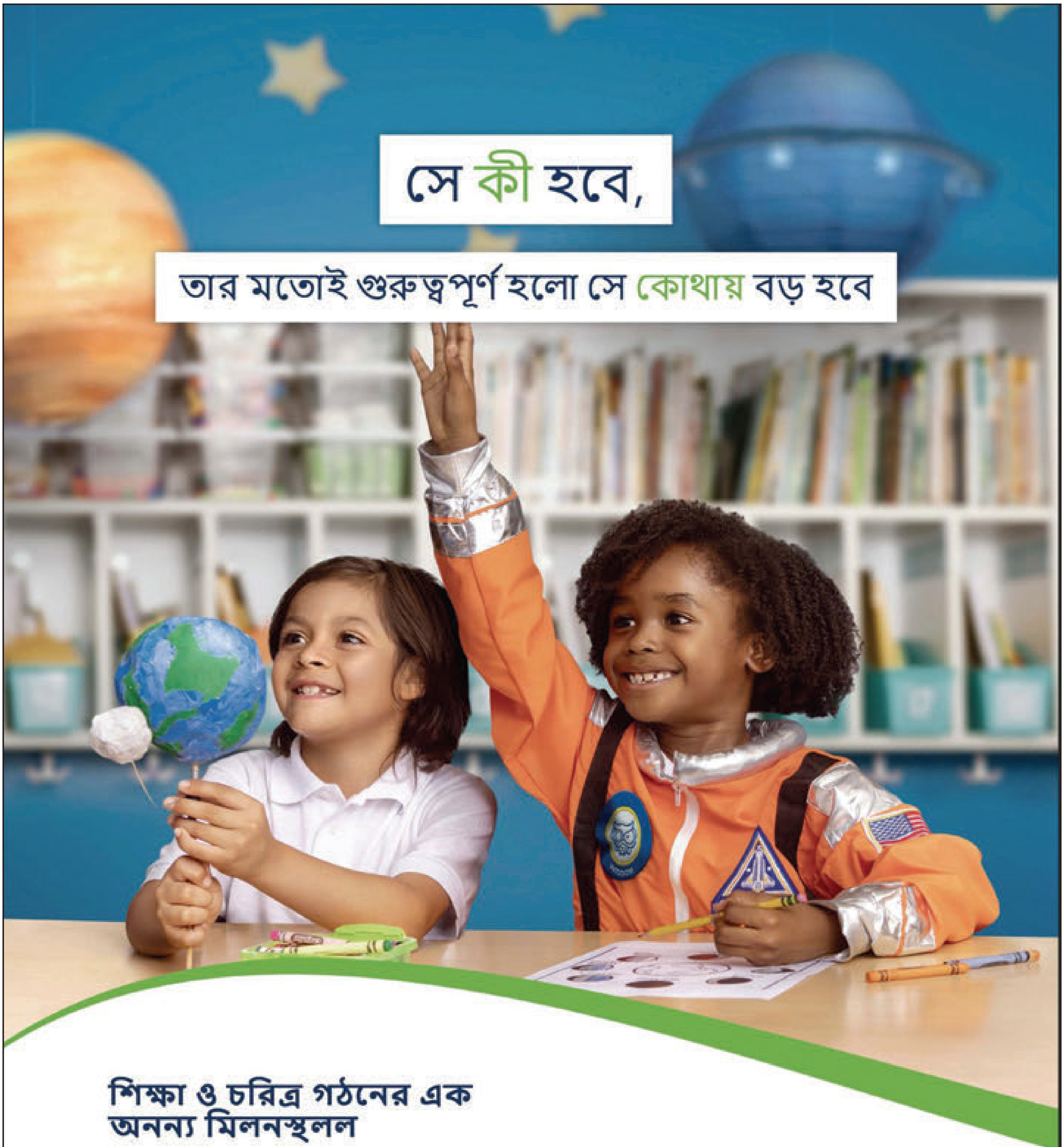

শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের এক অনন্য মিলনস্থলল

NHA-তে আমাদের চ্যালেঞ্জিং পাঠ্যক্রম নিশ্চিত করবে যে আপনার সন্তান যা হতে চায়, তা-ই যেন হতে পারে।পাশাপাশি, আমাদের Moral Focus Program™ তাকে আপনার স্বপ্নের মতো একজন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে—যে হবে শ্রদ্ধাশীল, দয়ালু ও সাহসী।

আরও জানতে ভিজিট করুন: NHAschools.com

NATIONAL HERITAGE ACADEMIES™

শিক্ষার মানোন্নয়ন। উন্নত চরিত্র গঠন।

JACKSON HEIGHTS ELAKABASHI JHE SINCE: 2003

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস

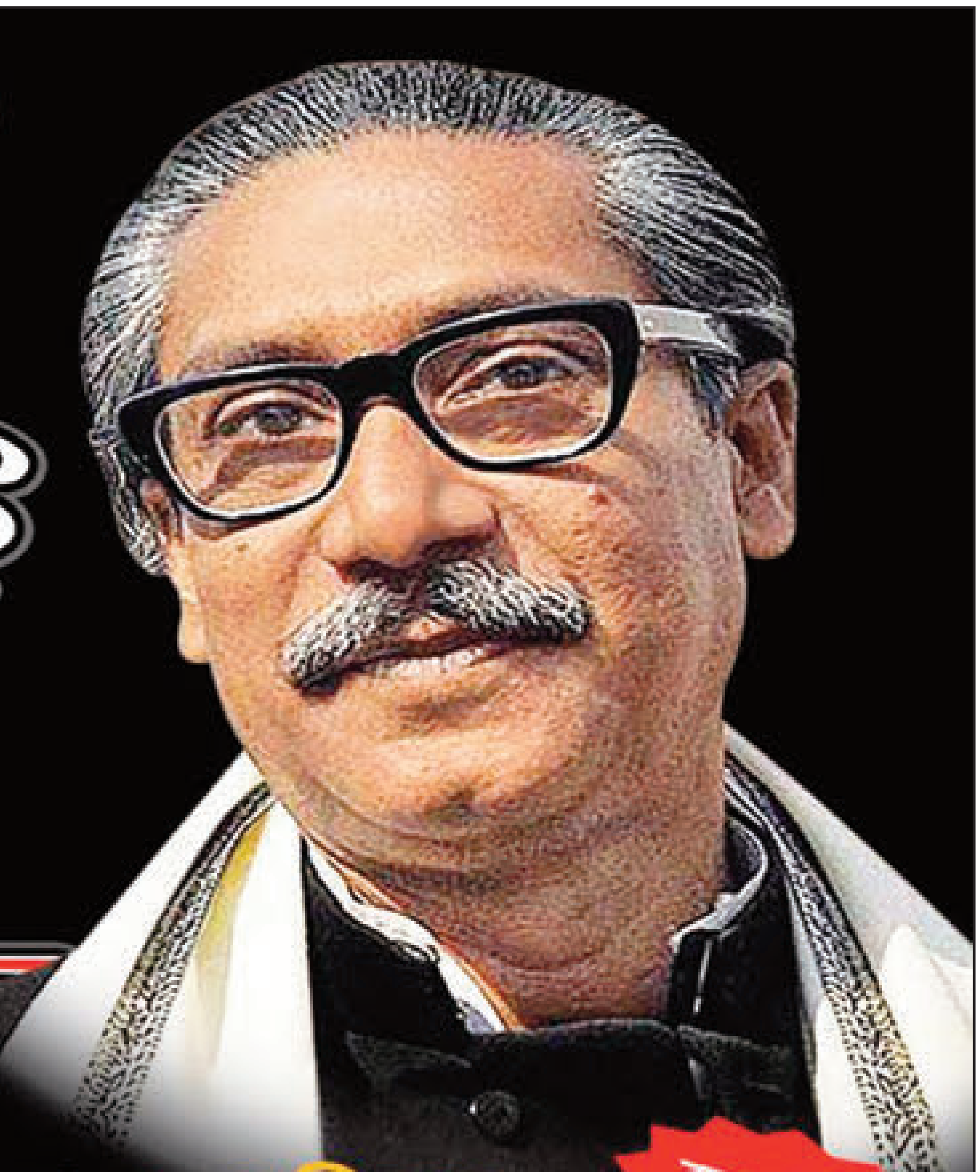

১০০০ জায়নামাজ বিতরণ

রক্তদান কর্মসূচী গাছের চারা বিতরণ

১৫ আগস্ট ২০২৬, শনিবার

বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫১তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায়

দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণ

স্থান: ৩৭-২২, ৭৩ স্ট্রিট (নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে), সময়: দুপুর ৩টা থেকে রাত ৯টা

সভাপতি
সাকিল মিয়া

আহ্বায়ক
মীর নিজামুল হক

সদস্য সচিব
মামুন মিয়াজী

সাধারণ সম্পাদক
মো. আলম নমি

যুগ্ম আহ্বায়ক: মিয়া মোঃ দুলাল, আলমগীর হোসেন, আব্দুল মালেক ও আব্দুল হামিদ

পরিচালনায়: শাহ নেওয়াজ

যুগ্ম সদস্য সচিব: ডিউক খান ও মোঃ মাহবুব রহমান

তত্ত্বাবধানে: শাহ জে. চৌধুরী প্রধান সমন্বয়কারী: মইনুল ইসলাম, ময়নুজ্জামান চৌধুরী প্রধান পৃষ্ঠপোষক: এম এ আজিজ, আসেফ বারী টুটুল

চেয়ারম্যান: হারুন ভূঁইয়া, কো-চেয়ারম্যান: সাখাওয়াত বিশ্বাস, জেড আর চৌধুরী (লিটু)ও মফিজুর রহমান

পৃষ্ঠপোষক: এটর্নি মঈন চৌধুরী, আশরাফ চৌধুরী খোকন, মোঃ কামরুজ্জামান কামরুল, ফাহাদ সোলায়মান, নুরুল আজিম ও তারেক হাসান খান

সহযোগিতায়: গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার, এন ওয়াই হোম কেয়ার, অল কাউন্টি হোম কেয়ার, বারী হোম কেয়ার, শেখ নোমান পলাশ, কেয়ারিং ফ্রেন্ড ডিরেক্ট, এটারনাল কেয়ার সার্ভিস, ডেরা রেস্টুরেন্ট, মেসবাহ আবেদীন, শেখর কৃষ্ণ, ডা. ফেরদৌস খন্দকার, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন, সি কে (অভি), মনসুর চৌধুরী, প্রিমিয়াম সুইটস, মাসুদ রানা তপন (সানম্যান), শীব দাস, রিলায়েবল হোম কেয়ার, ফার্স্ট হোম কেয়ার, আকবর হায়দার কিরন, রেজা রশীদ, দুলাল বেহেদু, আহসান হাবিব, ফরহাদ রেজা, নিলুফা শিরিন, ডাঃ বর্ণালী হাসান, হাসান জিলানী, এস এস ব্রোকারেজ, মোঃ কামাল উদ্দিন ভূইয়া, গোলাম হাসান, রফিকুল ইসলাম, আকতারুর রহমান মামুন, রনি, আনিসুজ্জামান সবুজ, মোঃ নাজের উদ্দিন, সাঈদ খান, রাজু আহমেদ, জেবিবিএ, হাসান মাহমুদ সোহেল, মোঃ লুৎফুর রহমান চুন্নু, মোঃ জাহিদ, মোঃ আশরাফুল আজিজ, মোঃ জহিরুল ইসলাম, মোঃ আব্দুর রহিম ভূঁইয়া, মোঃ আবু তাহের, মোঃ আনোয়ার হোসেন (অনু), আহাদ ভূঁইয়া, আমিন খান জাকির, শফিকুর রহমান, আবুল ফজল দিদার, অভি (সি কে ফুড), মির্জা এম জামান, শাহ্ শহিদুল হক, মোঃ সোহাগ, পাটেল ব্রাদার্স, ডা. তৌহিদ শিবলী, তানভীর শাহীন ও সোহেল গাজী।

সার্বিক সহযোগিতায়: মোঃ মানিক বাবু, কামরুজ্জামান বকুল, হুমায়ূন কবীর ঢালী, আবু নসর, আসাদুল ইসলাম আসাদ, মোঃ হাসনাত হাসান, শামস জনি, শাহীন চৌধুরী, আফতাব জনি, আকরাম হোসেন বিপ্লব, মোঃ সায়েম উল্লাহ, মুক্তা মিয়া, গোপাল সান্যাল, জাগাঙ্গীর এইচ মিয়া, নুরুজ্জামান সরদার, গোলাম কিবরিয়া, কামাল হোসেন রাকিব, এইচ এম ইকবাল, জাফর আহমেদ, ওয়াসীম, গনেশ কীর্তণীয়া, মোঃ রাদবি, শাহরিয়ার হোসেন, শোভন, আনোয়ার উদ্দিন, মহিউদ্দিন রাহুল, রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল, জাহারানা আক্তার (লাকী), ফারহানা চৌধুরী, মনির হোসেন, শ্যামল নাথ, মতিউর রহমান ও মতিন।

উপদেষ্টা পরিষদ: শাহ নেওয়াজ (প্রধান উপদেষ্টা), মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান, আনোয়ার জাহিদ, রাশেদ আহমেদ, ইশতিয়াক রুমী, সিরাজুল হক কামাল, কামরুজ্জামান কামরুল, প্রদীপ সাহা, কাজী শামসুদ্দোহা, মনসুর চৌধুরী, মোঃ পিয়ার, রেদোয়ান কবির, রফিক আহমেদ, ইকতারুজ্জামান রতন, মোঃ কবির রতন, এলিন রহমান, শফিউদ্দিন মিয়া ও শাহাদাৎ হোসেন।

ফটোগ্রাফি: নিহার সিদ্দিকী

আয়োজনে

জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী

ELECTION COMMISSION 2026

BANGLADESH SOCIETY INC.

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 646-247-2657
commissioner@bangladeshsocietyinc.com • https://commission.bangladeshsocietyinc.com

A Not-For-Profit, Tax Exempt 501(c)(3) Socio-Cultural Organization. Established: 1975 * Tax ID: 80-0508683

নির্বাচনী ইশতেহার

এতদ্বারা বাংলাদেশ সোসাইটির সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাহী কমিটির ২০২৭-২৯ মেয়াদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নিম্নে বর্ণিত সময়সূচী অনুযায়ী নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এতে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

THE ELECTION SCHEDULE IS AS FOLLOWS:

ACTIVITIES	DATE	TIME	Location
Distribution of Nomination Form/Package	Aug 25, 2026, Tuesday	5:00 pm to 10:00 pm	Bangladesh Society's Office
Submission of Nomination Papers	Aug 30, 2026, Sunday	5:00 pm to 10:00 pm	Queens Palace, Woodside
Scrutiny/Verification	Aug 31, 2026, Monday	7:00 pm	Bangladesh Society's Office
Publication of Preliminary Cadidates List	Sep 01, 2026, Tuesday	7:00 pm	Bangladesh Society's Office
Appeal	Sep 02, 2026, Wednesday	7:00 pm to 9:00 pm	Bangladesh Society's Office
Withdrawal of Nomination	Sep 03, 2026, Thursday	7:00 pm to 9:00 pm	Bangladesh Society's Office
Final Canditates List Announcement	Sep 04, 2026, Friday	7:00 pm	Bangladesh Society's Office
Election Day	Oct 18, 2026, Sunday	9:00 am to 10:00 pm	To be Announced Later

1. The Election for the Executive Committee of Bangladesh Society, Inc. will be held according to the rules and regulations set forth in the election by-laws and in the constitution of the society.
2. The Election Commission may terminate candidacy of the candidate(s) any time for violation of any rule/regulation set forth in the election by-laws and in the constitution.
3. The Election Commission will not be responsible legally or by any other means for any irregularities in the voter list, or any discrepancies in the constitution or its by-laws.
4. Members with any questions regarding the voter list should contact the Executive Committee of the Bangladesh Society, Inc.
5. Any discrepancies found in the voter list will have to be corrected by the Executive Committee of Bangladesh Society, Inc. on the basis of appropriate documentation. The executive committee must notify the Election Commission in writing about any correction by August 23, 2026. No correction will be accepted by the Election Commission after that date.
6. There are 21 posts for the Executive Committee of Bangladesh Society, Inc.

POSTS	NUMBER OF POSTS
President	1
Senior Vice-President	1
Vice- President	1
General Secretary	1
Assistant General Secretary	1
Treasurer	1

POSTS	NUMBER OF POSTS
Organizing Secretary	1
Cultural Secretary	1
Public Relations and Publicity Secretary	1
Social Welfare Secretary	1
Literary Secretary	1
Sports and Ent. Secretary	1

POSTS	NUMBER OF POSTS
School and Education Secretary	1
Woman and Children Affairs Secretary	1
Youth and IT Secretary	1
Executive Member	6

7. **Nomination form must bear the original signature of the Election Commission** (Photo copies not acceptable). **Each nomination form must be submitted with the designated fee (non-refundable) and the candidates photo ID.** The following forms of identification will be accepted. Photocopy of drivers license, State ID, Green Card, Work Authorization Card or Passport. If the nomination form is submitted by an agent, the agent must submit an affidavit of proof of authenticity of the documents along a notarized copy of the document.
8. Each candidate must notary the affidavit section of the nomination form. Without notary, nomination form will stand as void.
9. **Any incomplete form will stand as void and there will be no refund of fee for any void form.**
10. Non-refundable nomination fee payable to the Election Commission of Bangladesh Society and must be paid by postal money order (preferable) or cash (in case of any emergency) only.
11. Mailing, notifications, declarations, dissemination & advertisement in different media will be executed by the Election Commission.
12. **ELIGIBILITY by-laws of the Constitution.**
    a) To be eligible for election as an office bearer of the Executive Committee (EC), the candidate shall be a member in good standing for two consecutive calendar years and shall be of at least 18 years of age and older**.**
    b) To be eligible for election as President and General Secretary of the EC, the candidate shall be a member in good standing for a minimum of last three consecutive calendar years up to the election year. Notarized proof for membership in good standing for a minimum of last three consecutive calendar years up to the election year from any two current Officials, president, General Secretary or Treasurer of the Society must be submitted with the nomination papers.
    c) **President and General Secretary** shall be limited to **two consecutive terms** only.
    d) **President, General Secretary** and **Treasurer** shall not hold **same position** in any other organization for the period they shall serve in the Executive Committee of the Society. Notarized affidavit must be submitted with the nomination form.
    e) To be eligible to contest in the election for the post of **President, General Secretary** and **Treasurer**, the member shall be at least **legal resident** (Green Card Holder) of the United States of America. **Original document of residency status** and a **copy** must be produced to the Election Commission if nomination is submitted in person but if submitted by an agent, the agent must submit **affidavit** on proof of authenticity of the document and a notarized copy of this document with the nomination papers.
    f) To be eligible for election as an office bearer of the EC, the candidate must not have any criminal judgment, under the Criminal Court within last 7 years.
13. The Election commission shall decide any matter that is undefined, unclear and contradict in either part of the election by-laws or the constitution. Commission reserves all rights to make any necessary modifications to these clauses and add additional clauses if necessary.

Interested candidates are advised to obtain the Nomination Package containing election materials by paying $500.00 (non refundable) fee in cash from the office of the Election Commission on the scheduled date and time.

নির্বাচনের তারিখ: ১৮ই অক্টোবর, ২০২৬ রবিবার (সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা)। স্থান: পরে জানানো হবে

নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের জন্য নির্বাচন কমিশনের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

Election Commission 2026 / নির্বাচন কমিশন ২০২৬

Abu Nasher
Chief Election Commissioner
646-247-2657

Badrul H. Khan
Election Commissioner
(646) 824-4814

Mohammed Shamsuddin Azad
Election Commissioner
(917) 335-4184

Mohammed Rahul Amin Sarker
Election Commissioner
(718) 705-2228

Ahbab Chowdhury
Election Commissioner
(917) 969-1991

Mithu Hamid
Election Commissioner
(347) 891-9905

Mohammad Dulal Mia
Election Commissioner
(718) 974-2933

For more information visit : https://commission.bangladeshsocietyinc.com

কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সাথে কুইন্স বরো প্রেসিডেন্টের টাউন হল মিটিং

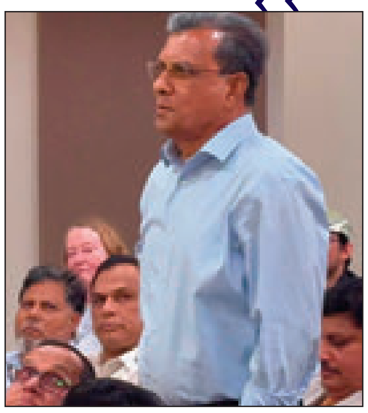

(শেষ পাতার পর)

রিচার্ড (জুনিয়র)। মিটিং-এর বিভিন্ন বিভাগের শীর্ষ স্থানীয় কর্মকর্তার উপস্থিতিতে স্থানীয় ও আশপাশের যানজট, পার্কি, গার্বেজ, বিনোদনের জন্য পার্ক সমস্যা এবং স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মানের দাবী সহ অন্যান্য সমস্যা আলোচনা স্থান পায়। এসময় বরো প্রেসিডেন্ট সংশ্লিস্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন। খবর ইউএনএ'র।

কুইন্স বরো প্রেসিডেন্টর উদ্যোগে মঙ্গলবার ১১ আগষ্ট দুপুরে কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরীর সেন্ট্রাল মিলনায়তনে এই মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এই মিটিং-এর সমন্বয়কারী ছিলেন কমিউনিটি বোর্ড-৮ এর অন্যতম সদস্য এবং জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। মিটিং পরিচালনা করেন কুইন্স করো প্রেসিডেন্টের অফিসের প্রধান প্রকৌশলী মোহাম্মদ সাদেক এবং সহযোগিতায় ছিলেন তারই সহকারী শুভ দত্ত ও কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরীর কর্মকর্তারা।

মিটিং এর শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ড। এরপর উপস্থিত এনওয়াইসি ডিপার্টমেন্ট অব ডিজাইন এন্ড কন্সট্রাকশন, এনওয়াইসি ডিপার্টমেন্ট অব পার্ক এন্ড রিক্রেয়েশন, এনওয়াইসি ডিপার্টমেন্ট অব ট্রান্সপোর্টেশন, এনওয়াইসি ডিপার্টমেন্ট অব স্যানিটেশন, মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্টেশন অথরিটি, এনওয়াইপিডি এবং কুইন্স বরোর কমিউনিটি বোর্ড ৮ ও ১২-এর প্রতিনিধিদ্বয় বক্তব্য রাখেন।

এরপর প্রশ্নোত্তর পর্বে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ও জ্যামাইকা এভিনিউ সহ সাউথ জ্যামাইকার বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ সমস্যা তুলে ধরেন। তাদের সমস্যাগুলো বরো প্রেসিডেন্ট সহ সংশ্লিস্ট বিভাগের কর্মকর্তাগণ নোট করেন এবং পরবর্তীতে সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষ্যে উত্তর দেন। কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে স্থানীয় ও আশপাশের যানজট, পার্কি, বাস লেইন ক্রস করলে অহেতুক টিকিট প্রদান, গার্বেজ, বিনোদনের জন্য পার্ক সমস্যা, সাতফিন বুলেবার্ড এলাকায় পতিতাদের উৎপাত প্রভৃতি সমস্যা তুলে ধরার পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশীদের দীর্ঘদিনের দাবী জ্যামাইকায় একটি স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মানের দাবীর কথা তুলে ধরেন।

টাউন হল মিটিং-এ বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সহ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্টজনদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ডা. ওয়াজেদ এ খান, আমিনুল ইসলাম চুন্ন, রেজাউল করীম চৌধুরী, আনিসুল কবীর জাসীর, শফি চৌধুরী, এনায়েত মুন্সী, ফিরোজ আহমেদ প্রমুখ। মিটিং-এ বরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ড বলেন, জ্যামাইকাবাসীদের সুবিধার্ধে জ্যামাইকার ক্যাপ্টেন টিলি পার্কের সম্প্রসারণ কাজ চলছে, আগামী বছর আরো অনেক প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। বিশেষ করে জ্যামাইকায় স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মানের জন্য তিনি পার্ক এন্ড রিক্রেয়েশন বিভাগের সাথে কথা বলবেন বলে জানান।

নাসার মহাকাশ অভিযানে বাংলাদেশি লামীয়া

(শেষ পাতার পর)

ম্যাটার, ডার্ক এনার্জি এবং সৌরজগতের বাইরের নতুন গ্রহের সন্ধানে উৎক্ষেপণের অপেক্ষায় রয়েছে ন্যান্সি গ্রেস রোমান স্পেস টেলিস্কোপ। নাসার এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বাংলাদেশি জ্যোতির্বিজ্ঞানী লামীয়া আশরাফ মওলা। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েলেসলি কলেজের হুইটিন অবজারভেটরিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত লামীয়া আশরাফ মওলা এর আগে ২০২১ সালে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের গবেষণা দলেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এবার নাসার নতুন প্রজন্মের রোমান স্পেস টেলিস্কোপ প্রকল্পে নেতৃত্ব দিয়ে মহাকাশ গবেষণায় বাংলাদেশের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছেন তিনি। বিজ্ঞানীদের বর্তমান হিসাব অনুযায়ী, গ্রহ, নক্ষত্র, গ্যাস ও ধুলিকণাসহ দৃশ্যমান বস্তু মহাবিশ্বের মোট ভরের-শক্তির মাত্র প্রায় ৫ শতাংশ। বাকি প্রায় ৯৫ শতাংশ ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জির সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে এগুলোর প্রকৃত স্বরূপ এখনো বিজ্ঞানীদের কাছে পুরোপুরি অজানা। মহাবিশ্ব কীভাবে তৈরি হয়েছে, কীভাবে এর সম্প্রসারণ ঘটছে এবং ভবিষ্যতে এর গতিপথ কী হতে পারে- এসব মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে রোমান টেলিস্কোপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের তুলনায় রোমান টেলিস্কোপের পর্যবেক্ষণ ক্ষেত্র হবে অনেক বিস্তৃত। এর মাধ্যমে একই সময়ে মহাকাশের বিশাল অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। বিশেষ করে মহাবিশ্বের গঠন ও সম্প্রসারণ নিয়ে গবেষণায় বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করবে এটি। রোমান টেলিস্কোপের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো সৌরজগতের বাইরের গ্রহ বা এক্সোপ্ল্যানেটের সন্ধান করা। মহাকর্ষীয় মাইক্রোলেন্সিংসহ বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে দূরবর্তী নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করা এমন গ্রহ শনাক্ত করা হবে, যেগুলো প্রচলিত পদ্ধতিতে খুঁজে পাওয়া কঠিন। লামীয়া আশরাফ মওলার বলেন, রোমান স্পেস টেলিস্কোপ শুধু ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জির রহস্য অনুসন্ধানেই গুরুত্বপূর্ণ নয়; মহাবিশ্বে কত ধরনের গ্রহ রয়েছে এবং কীভাবে এসব গ্রহের সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটেছে, সে সম্পর্কেও নতুন তথ্য দেবে। এর মাধ্যমে মহাবিশ্ব সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান আরও বিস্তৃত হবে। তিনি মনে করেন, মহ-াকাশ গবেষণায় বাংলাদেশেরও বড় সম্ভাবনা রয়েছে। প্রয়োজনীয় সুযোগ, গবেষণা অবকাঠামো ও শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা গেলে বাংলাদেশ থেকেও ভবিষ্যতে আরও বেশি বিজ্ঞানী আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণায় নেতৃত্ব দিতে পারবেন। নাসার তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের ম্যারিল্যান্ডে অবস্থিত গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টারে রোমান স্পেস টেলিস্কোপের নির্মাণ ও পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উৎক্ষেপণের চূড়ান্ত প্রস্তুতির জন্য টেলিস্কোপটি ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টারে নেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা অনু-যায়ী, আগামী ৩০ আগস্ট মহাকাশের উদ্দেশে যাত্রা করবে ন্যান্সি গ্রেস রোমান স্পেস টেলিস্কোপ। এটি সফলভাবে উৎক্ষেপণ ও কার্যক্রম শুরু করতে পারলে মহাবিশ্বের গঠন, ডার্ক ম্যাটার, ডার্ক এনার্জি এবং বহির্গ্রহ অনুসন্ধানে নতুন যুগের সূচনা হবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত (Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

ডাঃ মোহাম্মদ মুজাহিদ বিল্লাহর নূতন মেডিকেল অফিস

ফুসফুসের রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
বিভিন্ন ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা হয়

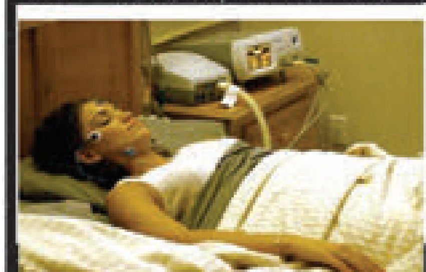

Sleep and Lung Center

* আপনি কি অনিদ্রা, নিদ্রাকালীন শ্বাসকষ্ট এবং নাক ডাকা সহ নিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছেন?
* ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস কয়েকসেকেন্ডের জন্য বন্ধ হওয়ার অভিযোগ কেউ কি করেছেন?
* আপনি কি গাড়ী চালাতে গিয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ঝিমিয়ে পড়েন?
* আপনি কি রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বারবার জেগে উঠেন?
* আপনি কি এজমা/ ফুসফুস, ধুমপান জনিত রোগে ভুগছেন?
* সুস্বাস্থ্য ও সুখময় জীবনের জন্য আমাদের সেবা নিন।
* পালমোনারী ফাংশন টেষ্ট, এলার্জি স্কীন টেষ্ট ও কনসাল্ট।

আপনাদের সেবায় এখন জ্যামাইকা এষ্টেটে

Dr. Muhammad Muzahid Billah
Lungs & Sleep Specialist
Cell: 347-204-9683, Fax: 718-526-8900
Tel: 718-526-2700

170-12, Highland Ave. Suite#102, Jamaica, NY-11432

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

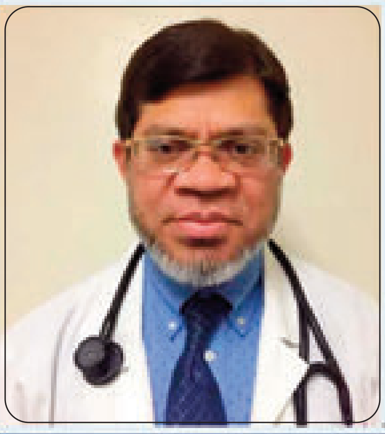

ডাঃ আতাউল ওসমানী
এম.ডি

ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

718-636-0100

Brooklyn

20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
B'tw. Bedford & Nostrand Ave.
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-636-0100
Fax: 718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn, NY 11208
Tel : 718-484-3960
Fax : 718-484-3962

আমরা সব ধরণের ইস্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

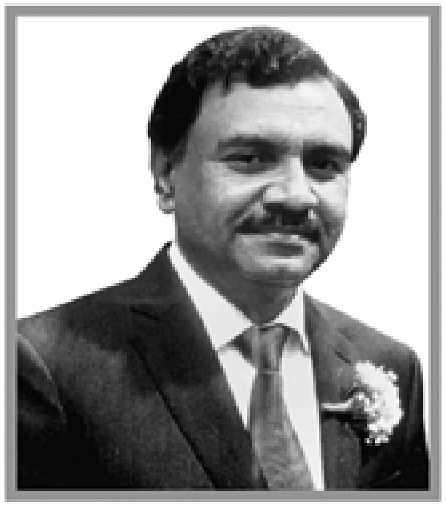

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

Gobinda Paul Physician P.C
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM, Sat or Sun: 9 Am-2PM
রোগী দেখার সময় : সোম-শুক্র : বিকাল ৬ টা-রাত ৯টা
এবং শনি ও রবি : সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

FAMILY CARE RX PHARMACY

WE ACCEPT MOST INSURANCE

- Metro Plus
- Fidelis Care
- Wellcare
- Health First
- Affinity
- Health Plus
- Hip
- All Private Insurance
- Express Scripts
- Magna Care
- Optumrx
- United Health Care

মামুনের তত্ত্বাবধানে

170-04 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
TEL : 718-297-1927, FAX : 718-297-3029

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন ১৮ অক্টোবর

(শেষ পাতার পর)

এই ভোট অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। গত ১১ আগস্ট সন্ধ্যায় বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান আবু নাসের এ তথ্য জানান। এ সময় নির্বাচন কমিশনের সদস্য বদরুল হোসেন খান, শামসুদ্দীন আজাদ, আহবাব চৌধুরী খোকন, রুহুল আমিন সরকার, মিয়া মোহাম্মদ দুলাল ও মিঠু হামিদ উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান আবু নাসের। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিক্রি হবে আগামী ২৫ আগস্ট। ওই দিন বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যালয় থেকে ৫০০ ডলারের বিনিময়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা যাবে।

মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হবে আগামী ৩০ আগস্ট। ওই দিন উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হবে। ৩১ আগস্ট সন্ধ্যা ৭টায় বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র বাছাই করা হবে। ১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় সোসাইটি ভবনে প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হবে। প্রার্থিতা নিয়ে আপিল গ্রহণ করা হবে ২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বাংলাদেশ সোসাইটির ভবনে। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। পরদিন ৪ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টায় সোসাইটি কার্যালয়ে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হবে। এবারের নির্বাচনে সভাপতি পদে একজন, সিনিয়র সহ-সভাপতি একজন, সহ-সভাপতি একজন, সাধারণ সম্পাদক একজন, সহকারী সাধারণ সম্পাদক একজন এবং কোষাধ্যক্ষ পদে একজন নির্বাচিত হবেন। এছাড়া সাংগঠনিক সম্পাদক, সাংস্কৃতিক সম্পাদক, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক, সমাজকল্যাণ সম্পাদক, সাহিত্য সম্পাদক, ক্রীড়া ও বিনোদন সম্পাদক, স্কুল ও শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক এবং যুব ও আইটি বিষয়ক সম্পাদক পদে একজন করে নির্বাচিত হবেন। পাশাপাশি ছয়জন কার্যনির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হবেন। সব মিলিয়ে কার্যনির্বাহী কমিটির ২১টি পদের জন্য ভোট অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাচনে প্রার্থী হতে পদভেদে নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় সভাপতি প্রার্থীকে ৬ হাজার ডলার, সিনিয়র সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীকে ৫ হাজার ডলার করে, সহ-সভাপতি প্রার্থীকে ৪ হাজার ৫০০ ডলার, সহ-সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীকে ৩ হাজার ২০০ ডলার, কোষাধ্যক্ষ প্রার্থীকে ৩ হাজার ডলার এবং সাংগঠনিক সম্পাদক প্রার্থীকে ২ হাজার ৫০০ ডলার জমা দিতে হবে। অন্যান্য সম্পাদকীয় পদের প্রার্থীদের ২ হাজার ডলার এবং সদস্য পদের প্রার্থীদের ১ হাজার ৫০০ ডলার করে দিতে হবে। এই অর্থ অফেরতযোগ্য এবং সার্টিফায়েড চেক অথবা নগদে পরিশোধ করা যাবে। সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান আবু নাসের বলেন, এবারের নির্বাচন বাংলাদেশ সোসাইটির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় নির্বাচন হতে যাচ্ছে। কারণ এর আগে এতসংখ্যক ভোটার নিয়ে সোসাইটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে ভোটার তালিকা দেওয়ার কথা। সেই অনুযায়ী সোসাইটি কর্তৃপক্ষ ভোটার তালিকা নির্বাচন কমিশনের কাছে দিয়েছে। তবে তালিকা সংশোধনের জন্য ১৮ আগস্ট পর্যন্ত সময় রাখা হয়েছে।

আবু নাসের বলেন, এবারের নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার ৩২১ জন। তবে এই সংখ্যা এখনো চূড়ান্ত নয়। ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা পাওয়া যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, এবার পাঁচটি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হবে। কেন্দ্রগুলো প্রায় চূড়ান্ত করা হয়েছে। ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক থাকবে। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, “নো আইডি, নো ভোট।” পাশাপাশি যে ভোটার যে কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত, তাকে সেই কেন্দ্রেই ভোট দিতে হবে।

নির্বাচনের ব্যয় প্রসঙ্গে আবু নাসের বলেন, নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক বাজেট ধরা হয়েছে ২ লাখ ৬০ হাজার ডলার। তিনি বলেন, অঙ্কটি শুনতে অনেক বড় মনে হলেও বর্তমানে সবকিছুর ব্যয় বেড়েছে। শুধু ভোট গ্রহণের মেশিনের পেছনেই প্রায় ৯০ হাজার ডলার ব্যয় হবে। এর সঙ্গে রয়েছে পাঁচটি ভোটকেন্দ্রের হল ভাড়াসহ নির্বাচন পরিচালনার অন্যান্য খরচ। বাংলাদেশ সোসাইটির এবারের নির্বাচন সুষ্ঠু, সুন্দর ও গ্রহণযোগ্যভাবে সম্পন্ন করতে তিনি প্রার্থী, ভোটার এবং কমিউনিটির সবার সহযোগিতা কামনা করেন। এদিকে নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতোমধ্যে দুটি প্যানেল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা মাঠে নেমেছেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সভাপতি পদে ওসমান চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক পদে সৈয়দ রাব্বী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। একটি প্যানেলে সভাপতি পদে আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক পদে মোহাম্মদ আলী এবং সহ-সভাপতি পদে কামরুজ্জামান কামরুল রয়েছেন। অন্য প্যানেলে সভাপতি পদে আজমল হোসেন কুনু, সাধারণ সম্পাদক পদে ফিরোজ আহমেদ, সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে দুলাল বেহেদু এবং সহ-সভাপতি পদে কালাম ভূঁইয়া রয়েছেন। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগেই দুই প্যানেলের প্রার্থীরা কমিউনিটির ভোটারদের কাছে নিজেদের তুলে ধরতে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন। আগামী ১৮ অক্টোবরের ভোটকে ঘিরে নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে নির্বাচনী তৎপরতা আরও বাড়বে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

সংবাদ সম্মেলনে ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য আজিমুর রহমান বুরহান, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সহ সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভূইয়া রুমী, সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউক খান, প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, স্কুল ও শিক্ষা বিষয়ক হাসান জিলানী সহ অন্যান্য কর্মকর্তা এবং সোসাইটির সাবেক সহ সভাপতি সালামত উল্লাহ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম, সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক বাবুল চৌধুরী সহ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলহাজ সোলায়মান ভূইয়া, কাজী আজম, ফিরোজ আহমেদ, নাজমুল হাসান মানিক, খোকন মোশাররফ, দুলাল বেহদু, ক এএসএম মাইন উদ্দীন পিন্টু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মামদানির পরিকল্পনায় আদালতের স্থগিতাদেশ

(শেষ পাতার পর)

তের’ কর বাস্তবায়নে সাময়িক স্থগিতাদেশ দিয়েছেন স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের এক বিচারক। তবে আদালতের এই সিদ্ধান্তের পরপরই আপিল করেছে মেয়র জোহরান মামদানির প্রশাসন। ১০ আগস্ট সোমবার ওই মামলায় বিচারক করটি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। এরপর মেয়রের মুখপাত্র জানান, সিটির ল’ ডিপার্টমেন্ট রায়টির বিরুদ্ধে ‘অবিলম্বে’ আপিল করবে। সোমবার রাতেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে আদালতে আপিলের নথি জমা দেওয়া হয়। আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বিচারকের দেওয়া সাময়িক স্থগিতাদেশ কার্যকর না থাকার বিষয়টিও নিশ্চিত করেছে মেয়রের দপ্তর। ফলে কর বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া আপাতত এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে মামদানি প্রশাসন। এই মামলা দায়ের করেন সাবেক ফার্স্ট ডেপুটি মেয়র র ্যান্ডি মাস্ত্রো এবং নিউইয়র্ক সিটির আরও তিন বাসিন্দা। তাদের অভিযোগ, নতুন কর চালুর প্রক্রিয়ায় সিটি প্রশাসন যথাযথভাবে যাচাই না করেই অনেক বাড়ির মালিককে সম্ভাব্য করদাতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। মামদানির পরিকল্পনা অনুযায়ী, নিউইয়র্ক সিটির বাইরে বসবাসকারী ব্যক্তিদের শহরে থাকা কমপক্ষে ৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের দ্বিতীয় বাড়ি এই করের আওতায় আনার কথা। রাজ্যের বাজেটে এ কর অনুমোদন করা হয়েছে। তবে কর বাস্তবায়নের শুরুতেই বিতর্ক দেখা দেয়। জুলাই মাসে মেয়রের প্রশাসন সম্পত্তির মালিকদের চিঠি পাঠিয়ে জানায়, তাদের সম্পত্তি নতুন করের আওতায় পড়তে পারে। অভিযোগকারীদের দাবি, নিউইয়র্কেই স্থায়ীভাবে বসবাসকারী অনেক পরিবারও এমন চিঠি পেয়েছেন।

মামলার অন্যতম বাদী র ্যাচেল ও’ব্রায়েন বলেন, তাদের বাড়িকে সম্ভাব্য দ্বিতীয় বাসস্থান হিসেবে চিহ্নিত করা ‘অযৌক্তিক’। তার দাবি, তিনি ও তার স্বামী সেখানেই বসবাস করেন এবং সেখানেই তাদের পরিবার গড়ে তুলেছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে সিটি প্রশাসন একটি অনলাইন ব্যবস্থা চালু করে, যেখানে বাড়ির মালিকরা আবেদন করে জানাতে পারেন যে তারা করের আওতাভুক্ত নন। পরবর্তীতে আপত্তি বা অব্যাহতির আবেদন করার সময়সীমাও বাড়ানো হয়। এদিকে নিউইয়র্ক সিটির ডিপার্টমেন্ট অব ফাইন্যান্স প্রকাশিত একটি সম্পত্তির তালিকাও বিতর্কের জন্ম দেয়। তালিকায় থাকা অনেক সম্পত্তিকে নতুন করের আওতায় পড়তে পারে বলে মনে করা হয়। তবে মামদানি বলেন, এটি মূলত আইন অনুযায়ী প্রকাশিত একটি কর-তালিকা, যেখানে নিউইয়র্ক সিটির অধিকাংশ সম্পত্তিই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এদিকে মামলার বাদী পক্ষের আইনজীবী র ্যান্ডি মাস্ত্রোকে নিয়েও পাল্টা মন্তব্য করেছে মেয়রের দপ্তর। প্রশাসনের দাবি, চলতি বছরই মাস্ত্রো মেয়রের ভাড়া-স্থির রাখার নীতি এবং চার্টার কমিশনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। মেয়রের মুখপাত্র বলেন, আদালতের সিদ্ধান্তের সঙ্গে তারা একমত নন। তবে ‘পিয়েদ-আ-তের’ সারচার্জ এবং এটি ন্যায্য ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের সিটি প্রশাসনের সক্ষমতার ব্যাপারে তারা আত্মবিশ্বাসী। মেয়র মামদানি এর আগে নতুন কর নিয়ে নিউইয়র্কবাসীর উদ্বেগের কথা স্বীকার করেছিলেন। তবে তার প্রশাসনের অবস্থান, নিউইয়র্কে মূল্যবান দ্বিতীয় বাড়ির মালিক ধনীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের এই উদ্যোগ শহরের করব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনবে। এখন আপিল আদালতের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে মামদানির বহুল আলোচিত ‘ধনীদের ওপর কর’ পরিকল্পনার পরবর্তী ধাপ।

জ্যামাইকায় ডা. শামীম আহমেদের নিজস্ব নতুন অফিস
GETWELL MED-CARE P.C.
170-25 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
718-305-1262

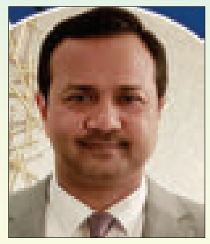

ডা. শামীম আহমেদ, এমডি,এফএসিপি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই ক্লোলেস্টেরল।
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস : ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি
আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

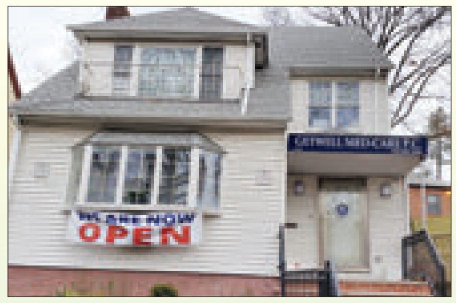

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
SHAMIM AHMED, MD, FACP
INTERNAL MEDICINE, GERIATRIC MEDICINE
Jamaica Office
170 25 Cedarcroft Rd, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-305-1262
Fax:718-205-4815
Jackson Heights Office
35-30 64th Street, Woodside, NY 11377
Phone : 718-205-6561
Fax: 718-205-4815

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist
Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
ডায়াবেটিক রোগীদের ফুট চেকআপ করা হয়।
We accept
Wellcare, Health First, Metro-plus, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.
আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।
Call for Appoinment
Jackson Heights: 70-17 37th Ave. Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office : 486 McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218
Parkchester: 1381 Castle Hill Ave, Bronx NY 10461
Ozone park: 77-21, 101th Avenue, Ozonepark, NY11416
Floral Park : 264-02, Hillside Ave, Floral Park, NY 11004
Phone: 347-509-4470 (Cell)
Fax : (646) 845-1861

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার
SAYERA HAQUE, M.D
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল
সেবাসমূহ
• জেনারেল চেকআপ • হাই কোলেস্টরল এজমা • TLC/Motor Vehicle Exam
• শারীরিক পরীক্ষা • ইকেজি
• ডায়াবেটিস • বয়স্ক ভেক্সিনেশান • মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।
• হাইপারটেনশন • ব্লাড টেষ্ট
আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন
We accept most of the Insurances
Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67
Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm
Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

Just...
Smile...

A Beautiful Smile Is A Healthy Smile
- General Dentistry
- Nitrous Oxide
- Crown & Bridges
- Dentures
- Extractions
- Cosmetic Dentistry
- Veneers
- Bonding
- Root Canal Therapy
- Implant Surgery & Restorations
IMPLANT & COSMETIC DENTISTRY
MEDICAID & MOST INSURANCE ACCEPTED
WE ACCPT MAJOR CREDIT CARDS
VISA MasterCard
IMPLANT CONSULTATION

Dr. Muslima J. Khandakar, DMD
Dr. Mohammad Wahedur Rahman, D.D.S
TWO OFFICES ON HILLSIDE AVENUE
FLORAL DENTAL CARE P.C.
256-18 Hillside Ave.
Floral Park, NY-11004
Tel: (718)343-5353
Fax: (718)343-5354
CUTE DENTAL CARE P. C.
167-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Tel: (718)526-5999
Fax: (718)526-6646

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ কনস্যুলেটে অপ্রীতিকর ঘটনা

(প্রথম পাতার পর)

ঘটনা। এবার গত ৭ আগস্ট জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উদযান অনুষ্ঠান আয়োজন করে নিউইয়র্ক কনস্যুলেট। এ অনুষ্ঠানটিতে দুটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। প্রথম ঘটনায় একজন বাংলাদেশীকে নাজেহাল করে দিয়ে বের করে দেওয়া হয় অনুষ্ঠান থেকে। অতি তুচ্ছ বিষয়ে মতানৈক্যের কারণে কনস্যুলেটের নিরাপত্তা রক্ষী অনুষ্ঠানে পুন:প্রবেশের অনুমতি দেয়নি এই ব্যক্তিকে। কনস্যুলেট কার্যালয়ে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০১৭ সালে কূটনৈতিক কর্মকর্তা গ্রেপ্তারের ঘটনা এবং ২০২৫ সালে অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর সরাসরি শারীরিক হামলার চেষ্টা।

প্রথম অপ্রীতিকর ঘটনার সূত্রপাত যেভাবে:

কনস্যুলেট কার্যালয়ে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানটি শুরু হয় বিকেল সাড়ে ৬টায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কনসাল জেনারেল মোজাম্মেল হক। জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের উপপ্রধান, বিএনপির আইসিটি বিষয়ক সম্পাদক ওয়াহিদুজ্জামান অ্যাপোলো, ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে নিয়োজিত প্রেস মিনিস্টার গোলাম মর্তুজা আতিথ্য গ্রহণ করেন অনুষ্ঠানটিতে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় অনুষ্ঠানে দর্শক-শ্রোতাদের আসনগুলো ছিল স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মী ও সমর্থকে ঠাসা। শুরুতে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ওপর একটি প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। যাতে গণঅভ্যুত্থানের ঘনাপ্রবাহ, আন্দোলনে নেতৃত্বের অবদান এবং ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন নূর হোসেন নামে একজন বাংলাদেশী। তিনি দ্বিমত পোষণ করেন আন্দোলন চলাকালে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলামের দেওয়া বক্তব্যের সঙ্গে প্রামাণ্য চিত্রে প্রদর্শিত বক্তব্য নিয়ে। 'ইতিহাস বিকৃত করার' অভিযোগ তোলেন তিনি। নূর হোসেনের এমন বক্তব্যের সাথে সাথে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতাকর্মীদের অনেকে ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেন অনুষ্ঠান থেকে। এ কাজে সহায়তা করে কনস্যুলেটের নিরাপত্তা রক্ষী। বিএনপির কয়েকজন অবশ্য মারমুখী নেতাকর্মীর হাত থেকে রক্ষা করেন নূর হোসেনকে। এসময় নির্বিকার ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে রাষ্ট্রদূতদেরকে।

এ ঘটনায় অনুষ্ঠানজুড়ে সৃষ্টি হয় বিব্রতকর পরিস্থিতি। মারমুখী অনেকে নূর হোসেনকে আওয়ামী ফ্যাসিস্ট বলেন। পরে অতিথি বক্তাগণ নানাভাবে এ ঘটনার ব্যাখ্যা দেন। ঘটনাটি অনভিপ্রেত বলে মন্তব্য করেন তারা। তবে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের উপস্থায়ী প্রতিনিধি জানান যে, প্রামাণ্য চিত্রটি তার নেতৃত্বে তৈরি করা হয়েছে। বিএনপির আইসিটি সম্পাদক হিসেবে তৈরি প্রামাণ্য চিত্রটি রাষ্ট্রীয় নয়, বরং এটি বিএনপির দলীয়। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কনস্যুলেটের অনুষ্ঠানে এ ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা সামাল দিতে না পারার দায় রাষ্ট্রের দূতরা এড়াতে পারেন না বলে ঘটনাস্থলেই মন্তব্য করেন অনেকে। নুর হোসেনকে লাঞ্ছিত করার ঘটনা মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। ঘটনার তিনদিন পর কনসাল জেনারেল নূর হোসেনকে কনস্যুলেটে আমন্ত্রণ জানান এবং উদ্ভূত অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

কে এই নূর হোসেন?

অনুসন্ধানে জানা যায়, লাঞ্ছিত নূর হোসেন অত্যন্ত রাজনৈতিক সচেতন একজন ব্যক্তি। তার গ্রামের বাড়ি নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জে। শিক্ষাজীবনে চট্টগম বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের সঙ্গে। আওয়ামী দু:শাসনের সময় ২০১৩-২০১৪ সালে জামায়াত কর্মী হিসেবে সরকার বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন তিনি। তার বিরুদ্ধে ২০২৩ সাল পর্যন্ত দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ১৯টি। তিনি ৮বার গ্রেপ্তার হয়েছেন পুলিশের হাতে। তার স্ত্রী সন্তানদেরকেও আটকে রাখা হয়েছিল থানা হাজতে। ২০২৩ সালে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করলে তিনি দেশ থেকে পালিয়ে পাড়ি জমান আমেরিকায়। নূর হোসেন ১৭টি দেশ ঘুরে পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেন বলে জানান সাপ্তাহিক বাংলাদেশ প্রতিবেদককে। প্রবাসী নূর হোসেন নিজেকে জুলাই যোদ্ধা দাবি করেন। 'ইতিহাস বিকৃত করার' অভিযোগ তোলেন।

নিউইয়র্কে বিগত তিন বছর ফ্যাসিস্ট বিরোধী প্রতিটি আন্দোলন ও সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন নূর হোসেন। গতবছর ২৪ আগস্ট নিউইয়র্ক কনস্যুলেটে আওয়ামী দুর্বৃত্তদের হামলা রুখে দিতে অন্যদের সঙ্গে কনস্যুলেট ভবনের প্রধান ফটকে অববস্থান নিয়েছিলেন তিনি। কনস্যুলেটের দেয়াল থেকে সেদিন তিনি আওয়ামী লীগের সাটানো পোস্টার ছিঁড়ে ফেলেন। এসব ঘটনার ছবি ও ভিডিও রয়েছে বলেও জানান নূর হোসেন। সেদিন ছিল নিউইয়র্ক কনস্যুলেটে জুলাই গণঅঅভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠান। যে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। সে ঘটনা প্রতিহত করতে হিমশিম খায় নিউইয়র্ক পুলিশ। কয়েকজন আওয়ামী দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তারও করা হয়। নূর হোসেন একজন আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে সেদিন বাংলাদেশ কনস্যুলেটে যান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ কনস্যুলেট কোন দলের নয়।

দ্বিতীয় অপ্রীতিকর ঘটনা

কনসুলেটের জুলাই গণঅভ্যুত্থান উদযাপন অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় অপ্রীতিকর ঘটনার অবতারণা করেন বাংলাদেশের একজন সংসদ সদস্য। দিনাজপুর-১ আসনের বিএনপি দলীয় আইন প্রণেতা মঞ্জুরুল ইসলাম অনুষ্ঠানে বেআইনী একটি ঘোষণা দেন। জুলাই গণঅভ্যুত্থান প্রসঙ্গ থেকে সরে গিয়ে তিনি উসকে দেন দেশের সংঘাতের রাজনীতি। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপির) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর সামনে 'কঠিন' সময় অপেক্ষা করছে বলে মন্তব্য করেছেন মনজুরুল ইসলাম।দিনাজপুর-১ আসনে বিএনপি থেকে নির্বাচিত এ সংসদ সদস্য বলেন, পাটওয়ারীর ওপর মার শুরু হয়েছে কেবল। আসল মার তো শুরুই হয়নি। একজন এমপি হিসেবেই বলছি, ভবিষ্যৎ অনেক কঠিন তার জন্য। তিনি এনসিপির অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে নিয়েও হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন। একজন সংসদ সদস্যের এ ধরণের ঘোষণায় অনুষ্ঠানে সৃষ্টি হয় অস্বস্থিকর পরিবেশের। দর্শক-শ্রোতাগণ ফিসফাঁস করতে থাকেন।

মনজুরুল ইসলামের মতে, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও তার পরিবার নিয়ে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী যেসব মন্তব্য করেন, তা বাকস্বাধীনতার সীমা লঙ্ঘন করে।তিনি বলেন, সে শুধু প্রধানমন্ত্রীই নয়, তার স্ত্রী ও কণ্যাকে নিয়ে যখন কথা বলে, তখন আমরা সহ্য করতে পারি না। কারণ তারা তো এটার কোনো অংশ না। তারেক রহমান সাহেব যে ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছেন্‌বিশ্বাস করুন আপনারা, আমরা যেটা সহ্য করতে পারি না, সেটি উনি করছেন। তারেক রহমান সম্পর্কে যেসব বাজে ল্যাঙ্গুয়েজ করছে পাটওয়ারী, তুষার।

কনস্যুলেটে উপদেষ্টা মাহফুজের উপর হামলা

নিউইয়র্কে কনস্যুলেট অফিসে ২০২৫ সালের ২৪ আগস্ট জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঘটনার দিন যুক্তরাষ্ট্রের আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের একদল উচ্ছৃঙ্খল নেতা-কর্মী কনস্যুলেট ভবনের বাইরে জড়ো হয়ে প্রধান ফটকের একটি কাঁচের দরজা ভাঙচুর করে। বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন আমন্ত্রিত অতিথিদের, ডিম ছোড়েন এবং ভাঙচুর চালান। সরাসরি শারীরিক হামলার চেষ্টা করেন মাহফুজ আলমের ওপর। ঘটনার দিন বিপুলসংখ্যক পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ কনস্যুলেটের সামনে অবস্থান নেয় মধ্যরাত পর্যন্ত। এ ঘটনার তীব্র নিন্দা এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে স্থানীয় পুলিশ, মেয়র এবং যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরে আনুষ্ঠানিক চিঠি পাঠায় বাংলাদেশ কনস্যুলেট।

এরআগে গৃহকর্মী নির্যাতনের অভিযোগে নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের তৎকালীন ভাইস কনসাল শাহেদুল ইসলাম স্থানীয় আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার হাতে গ্রেপ্তার হন ২০17 সালের জুনে। পরবর্তীতে তিনি কারাবাস ও আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জামিনে মুক্তি পান, যা ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছিল প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে।

কনসূলেটে অনুষ্ঠান ও অতিথি আমন্ত্রণ নীতিমালা-

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ *(বাকি অংশ ২৩ পাতায়)*

কনস্যুলেটে জুলাই অভ্যুত্থান দিবস পালিত

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটে গত ৭ আগস্ট শুক্রবার জুলাই অভ্যুত্থান দিবস পালন করাহয়। অনুষ্ঠানে আলোচনা হয় জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি, আন্দোলনে রাজনৈতিক দল ও সাধারণ মানুষের ভূমিকা, প্রবাসীদের অবদান এবং আন্দোলন-পরবর্তী বাংলাদেশের প্রত্যাশা নিয়ে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন মঞ্জুরুল ইসলাম এমপি, জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের উপস্থায়ী প্রতিনিধি এ কে এম ওয়াহিদুজ্জামান এবং ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস মিনিস্টার গোলাম মোর্তোজা। নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকসমাপনী বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে অংশ নেন বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাংস্কৃতিক কর্মী, গণমাধ্যমকর্মী, বাংলাদেশি শিক্ষার্থীসহ নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির বিপুলসংখ্যক মানুষ। শুরুতে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত, আহতদের সুস্থতা এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, জুলাইয়ের আন্দোলন কোনো একক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠেনি। দীর্ঘদিনের শাসনব্যবস্থা, বৈষম্য, দুর্নীতি ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের জমে থাকা ক্ষোভের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন যুক্ত হয়ে একপর্যায়ে তা গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। তাঁরা বলেন, শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দল ও সংগঠন আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে এবং বিভিন্নভাবে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। আলোচনায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভূমিকাও উঠে আসে।

বক্তারা বলেন, দেশে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা ও হতাহতের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্রতিবাদ ও সংহতি কর্মসূচি পালন করেন। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আন্দোলনের পক্ষে জনমত তৈরিতে এসব কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলেও তাঁরা উল্লেখ করেন। জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে বৈষম্য, দুর্নীতি, নিপীড়ন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের গণজাগরণ হিসেবে বর্ণনা করেন বক্তারা। তাঁরা বলেন, জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল একটি ন্যায়ভিত্তিক, গণতান্ত্রিক, মানবিক ও নিরাপদ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির স্বার্থে দল-মত নির্বিশেষে (বাকি অংশ ২৩ পাতায়)

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

APNAR PHARMACY
168-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
Ph. : 347-561-6520

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ কনস্যুলেটে অপ্রীতিকর ঘটনা

(২২ পাতার পর)

কনসূলেট একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। এখানে বাংলাদেশের জাতীয় দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠান আয়োজনের রেওয়াজ আছে। অতীতে এসব অনুষ্ঠান সীমিত ছিলো কনসূলেট কর্মকর্তাদের মাঝেই। অনুষ্ঠান পরবর্তী সময় কনসূলেট কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি জানিয়ে দিতো। শুধুমাত্র জাতিসংঘ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে ঘটা করে আয়োজন করতো অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান। যেখানে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, জাতিসংঘ ও বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাদের পাশাপাশি আমন্ত্রণ জানানো হতো সাংবাদিক ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে। কিন্তু ফ্যাসিবাদ আমলে বাংলাদেশ মিশনের সাথে পাল্লা দিয়ে অনুষ্ঠান আয়োজন শুরু কনসূলেট ভবনে। রাজনৈতিক বিবেচনায় পোস্টিং নিয়ে আসা কনসূলেটের কর্মকর্তাগণ জাতীয় দিবস সমূহ ছাড়াও শেখ পরিবারের সকল সদস্যের জন্ম-মৃত্যু এমন কি নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে থাকে। প্রতিমাসেই লেগে থাকতো বাহারি অনুষ্ঠানাদি। আর এসব অনুষ্ঠানে স্থানীয় আওয়ামী নেতা, কর্মী সমর্থকদের হাট বসতো কনসূলেটে। সরকারের গুণকীর্তন, গানবাজনা সহ আয়োজন থাকতো ভুড়িভোজের। এসব অনুষ্ঠানে সুযোগ থাকতো না দলবাজ ছাড়া সাধারণ সাংবাদিকদের অংশ নেয়ার। ফ্যাসিজমের পতন ঘটলেও পরিবর্তন আসেনি অনুষ্ঠানাদিতে। কনসূলেটের অনুষ্ঠানে অতিথি আমন্ত্রণের নেই সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা। ফলে যখন যে দল সরকার যায় সেই দলের কর্মী সমর্থকরাই অলংকৃত করেন অনুষ্ঠানে অতিথিদের আসন। এখানে সাধারণ প্রবাসীতো দূরের কথা কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের কোন নাম নেই কনসূলেটের অতিথি তালিকায়। নিউ-ইয়র্ক সিটিতে প্রায় তিন লাখ বাংলাদেশীর বসবাস। এদের মাঝে কারা আমন্ত্রিত হবেন এটা একটি জটিল বিষয়। যদিও বাংলাদেশী হিসেবে এক্ষেত্রে সবাই অধিকার সংরক্ষণ করেন আমন্ত্রণ পাওয়ার।

এধরণের প্রতিটি অনুষ্ঠানে আপ্যায়ন খাতে রাষ্ট্রের ব্যয় হয় বিপুল পরিমাণ অর্থ। কতিপয় ব্যক্তির জন্য এই অর্থ ব্যয় যুক্তিযুক্ত নয় বলে মনে করেন সাধারণ প্রবাসীরা। তাছাড়া প্রায়শই এসব অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ঘটে থাকে অপ্রীতিকর ঘটনা। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আপ্যায়ন খাতে রাষ্ট্রীয় অর্থ অপচয় বন্ধে গ্রহণ করেছেন অত্যন্ত কঠোর নীতি। বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশ দূতাবাস, মিশন ও কনসূলেটগুলো একই ব্যয় সংকোচন নীতি মেনে চলবেন এমনটিই মনে করেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা।

কনস্যুলেটে জুলাই অভ্যুত্থান দিবস পালিত

(২২ পাতার পর)

প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বানও জানান তাঁরা ।সমাপনী বক্তব্যে কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রবাসী ছাত্র-জনতার ভূমিকা স্মরণ করেন। পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে জুলাই গণঅভ্যুত্থান নিয়ে প্রদর্শিত একটি তথ্যচিত্রের বিষয়বস্তু নিয়ে প্রশ্ন তোলেন উপস্থিত নুর হোসেন। তাঁর অভিযোগ, তথ্যচিত্রে জুলাই আন্দোলনের ইতিহাস ও বিভিন্ন পক্ষের ভূমিকা উপস্থাপনে অসংগতি রয়েছে। নুর হোসেন প্রশ্ন করেন, বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর একসময় বলেছিলেন, 'এই আন্দোলনে বিএনপি সম্পৃক্ত নয়'; তাহলে তথ্যচিত্রে কীভাবে জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে বিএনপির ১৭ বছরের আন্দোলনের ফসল হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে? তাঁর এ প্রশ্নের পর অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিএনপি সমর্থকদের একাংশের সঙ্গে তাঁর বাগ্ বিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং অনুষ্ঠানস্থলে হট্টগোলের সৃষ্টি হয় ।প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী, পরে কয়েকজন নুর হোসেনকে অনুষ্ঠানস্থল থেকে বের করে দেন।

'পাটোয়ারীকে মাইর দেওয়া কেবল শুরু'- অনুষ্ঠানে এমন মন্তব্য করেন দিনাজ-পুর-১ আসনের সংসদ সদস্য মঞ্জুরুল ইসলাম। কোন প্রেক্ষাপটে এবং কাকে উদ্দেশ করে 'পাটোয়ারীকে মাইর দেওয়া কেবল শুরু' মন্তব্য করেন, সে বিষয়ে অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য মঞ্জুরুল ইসলাম ব্যাখ্যা করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান যে ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছেন, বিশ্বাস করেন, আমরা সহ্য করতে পারছি না। ওনার সম্পর্কে বাজে ভাষা ব্যবহার করছে এই পাটোয়ারী ও তুষার। তিনি বলে, আপনারা হয়তো ভাববেন, পাটোয়ারীকে মারা হলো কেন? পাটোয়ারীকে মাইর শুরু হইছে কেবল। আসল মাইর তো শুরু হয় নাই এখনো। এমপি হিসাবে বলছি- ভবিষ্যত অনেক কঠিন তার জন্য। কারণ সে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রী, তাঁর কন্যাকে নিয়ে যখন কথা বলে তখন সহ্য করতে পারি না।

অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সভাপতি ও বর্তমান কেন্দ্রীয় সদস্য আলহাজ লতিফ সম্রাট, সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ও বর্তমান কেন্দ্রীয় সদস্য গিয়াস আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান কেন্দ্রীয় সদস্য জিল্লুর রহমান জিল্লুর, মূলধারার রাজনীতিক অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন, মোশাররফ হোসেন সবুজ, আব্দুস সবুর, গোলাম ফারুক শাহীন, সাবেক মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মাহমুদা শিরীন, নীরা রব্বানী, ডা. শাহনাজ লিপি, জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট আবু সাঈদ আহমদ, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সাঈদ, দেওয়ান কাউসার, রিপন মিয়া, গোলাম হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমন্বয়ে মাল্টি স্পেশিয়ালিটি মেডিকেল সেন্টার

MOHAMMED K RASHID M.D.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ :

Mohammed K Rashid M.D.
Diplomat American Board of Internal Medicine

Mohammad W. Rahman, M,D
Board Certified Internal Medicine
Board Certified Geriatric Medicine

Kawser U. Ahmed, M. D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Attending Department of Medicine
Queens Hospital Center

অ্যালার্জি এন্ড ইমমিয়োনলজি
N Kumar M. D.
Allergy & Immunology
Allergy Testing, Hay Fever, Skin Rash, Asthma, Sinusitis, Food & Drug Allergies, Hives.

আমরা প্রায় সকল প্রকার হেলথ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

এ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন:
Tel: 718-657-8525
168-32, Highland Ave.
Jamaica, NY-11432

আমাদের সেবাসমূহ

* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস: ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি এবং এ্যালার্জি টেস্টিং।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় নিরিবিলি পরিবেশে

অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার

প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকতর সেবার প্রত্যয়ে আমরা

আমাদের সেবাসমূহ:

- শারীরিক চেকআপ
- টিএলসি টেস্ট
- DMV-ভিশন টেস্ট
- ডায়াবেটিস পরীক্ষা
- উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা
- হাই কোলেস্টেরল পরীক্ষা
- হজ্ব ও ওমরাহ টিকা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- স্কুল ফর্ম পূরণ
- WIC ফর্ম
- PAP Smear পরীক্ষা
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট
- ড্রাগ টেস্ট
- ভ্যাক্সিন প্রদান

Immigration Physical Done Here
এখানে ইমিগ্রেশন (গ্রিনকার্ড) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকি

জাকিয়া হোসেন (লিপা) MD, FACP
BOARD CERTIFIED IN INTERNAL MEDICINE
www.zakiahossainmd.com

Doctors Office

Jackson Heights
63-12 Broadway
Woodside, NY-11377
Phone: 718-424-0309
929-701-8400
In the Same have a Texas Chiken, Then you can see a petrol pump in cross street is our new office

Jamaica
171-09, Mayfield Road
Jamaica, NY 11432
Ph. 718-298-5680
718-298-5681
সহজে পার্কিং পাওয়া যায়

Bronx Office
1803 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
718-828-0600, 718-828-5800

আমরা ৭ দিনই খোলা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জোবাইদা চৌধুরী এতিমখানা ও মাদ্রাসা

(একটি ধর্ম ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

এতিম মিছকিন ও নিঃস্ব মানুষের আশ্রয়স্থল

একজন এতিম শিশুর দায়িত্ব নিন। তাকে কোরআনে হাফেজ ও ধর্মীয় শিক্ষায় সহায়তা করুন।

বছরে মাত্র ৩০০-৫০০ ডলার। ৩ বছরের মধ্যে শিশুটি কোরআনে হাফেজ হবে ইন্‌শা আল্লাহ।

আপনি আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবেন।

যোগাযোগ

চলতি হিসাব নং-5904802001546

সোনালী ব্যাংক, ধর্মপাশা শাখা, সুনামগঞ্জ

ফোন :+8801711-628762 (বাংলাদেশ)

917-304-3912 (নিউইয়র্ক)

ভার্জিনিয়ায় এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্স

(শেষ পাতার পর)

জোরদারের ঘোষণা দিয়েছে এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্স ইউএসএ। সংগঠনটি জানিয়েছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার সংস্থা, দূতাবাস ও রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হবে। একই সঙ্গে আগামী সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রে এলে বিমানবন্দর ও জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে শান্তিপূর্ণভাবে কালো পতাকা প্রদর্শনের কর্মসূচি পালন করা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্স ইউএসএ আয়োজিত 'আমেরিকায় জুলাই জাগরণ'-এর সমাপনী কর্মসূচিতে এসব ঘোষণা দেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ধারাবাহিকভাবে আয়োজিত এ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা, গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও রাষ্ট্র সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরার পাশাপাশি জুলাই সনদ বাস্তবায়নের দাবিতে প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

কর্মসূচিতে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সংগঠক, সদস্য ও সমর্থকেরা অংশ নেন। তাঁদের অংশগ্রহণে প্রবাসে জুলাইয়ের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঐক্যবদ্ধ অবস্থানের বিষয়টি উঠে আসে। ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন। তিনি জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভূমিকার কথা তুলে ধরে বলেন, দেশের বাইরে থেকেও প্রবাসীরা আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার পক্ষে জনমত গঠন এবং আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছেন। ভবিষ্যতেও গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও রাষ্ট্র সংস্কারের প্রশ্নে প্রবাসীদের গঠনমূলক ভূমিকা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান তিনি। এন-সিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্স ইউএসএ-এর আহ্বায়ক রেদোয়ান হোসেন তালুকদার (অক্ষর) বলেন, জুলাইয়ের আকাংখা বাস্তবায়নে দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। জুলাই গণঅভ্যুত্থান যে ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র ও রাষ্ট্র সংস্কারের প্রত্যাশা তৈরি করেছে, তা বাস্তবায়নে সবাইকে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি।

সংগঠনের সদস্যসচিব ড. মো. আবদুল মোহাইমিন (সাইমন) বলেন, তাঁদের সব কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক ও অহিংস পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। তিনি বলেন, বিএনপি সরকার জুলাই সনদ বাস্তবায়ন না করলে আগামী সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রে এলে বিমানবন্দর ও জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে কালো পতাকা প্রদর্শন ও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হবে। এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্সের উপদেষ্টা রওশন হক বলেন, জুলাই সনদ ও গণভোট বাস্তবায়ন না হলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত এনসিপির ডায়াসপোরা কর্মীরা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা, বিভিন্ন দেশের দূতাবাস ও রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে স্মারকলিপি দেবেন। বিশ্বনেতাদের কাছে জনগণের রায় বাস্তবায়নের দাবিও তুলে ধরা হবে বলে জানান তিনি। কর্মসূচিতে বক্তারা জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কোনো আপস না করার ঘোষণা দেন। তাঁদের বক্তব্যে জুলাই সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন, গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও রাষ্ট্র সংস্কারের দাবিই গুরুত্ব পায়। কর্মসূচিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার, গ্লোবাল ডায়াসপোরা সেলের প্রধান ও এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব আলাউদ্দীন মোহাম্মদ, এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সুলতান জাকারিয়া, ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্স যুক্তরাষ্ট্রের উপদেষ্টা ও এনসিপির কেন্দ্রীয় সদস্য তাওহীদ তানজিম, জাতীয় নারীশক্তির যুগ্ম আহ্বায়ক ও এনসিপির কেন্দ্রীয় সদস্য আশরেফা খাতুন, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ড. মির্জা গালিব, ম্যারিল্যান্ড স্টেট ডেমোক্রেটিক পার্টির এএপিআই লিডারশিপ কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটির সদস্য আনিস আহমেদ এবং ইউএস-বাংলাদেশ অ্যাডভোকেসি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান শামসুদ্দিন মাহমুদ।

নিউইয়র্ক থেকে কর্মসূচিতে অংশ নেন সংগঠনের আহ্বায়ক রেদোয়ান হোসেন তালুকদার (অক্ষর), সদস্যসচিব ড. মো. আবদুল মোহাইমিন (সাইমন), মুখ্য সংগঠক এম.এইচ. সিদ্দিক, উপদেষ্টা রওশন হক, নিউইয়র্কের স্থানীয় সংগঠক মাহমুদুল অনিক, নির্বাহী সদস্য রাহাত আলম, সদস্য মো. নোমায়ার হোসেন ও সুলতান মাসুদ শিপুসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন হাসান সিদ্দিকী। কারিগরি সহযোগিতায় ছিলেন রাহাত আলম। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে উপস্থিত অতিথি, নেতৃবৃন্দ, সংগঠক ও অংশগ্রহণকারীদের প্রতি শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানান ভার্জিনিয়ার স্থানীয় সংগঠক সাকিব হোসেন এবং ম্যারিল্যান্ডের স্থানীয় সংগঠক মো. আবেদ আবদুল্লাহ। সমাপনী কর্মসূচি সফলভাবে আয়োজনের জন্য আয়োজকদের পক্ষ থেকে ভার্জিনিয়ার স্থানীয় সংগঠক সাকিব হোসেন ও ম্যারিল্যান্ডের স্থানীয় সংগঠক মো. আবেদ আবদুল্লাহকে বিশেষ ধন্যবাদ জানানো হয়। আয়োজকেরা জানান, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে 'আমেরিকায় জুলাই জাগরণ' কর্মসূচিতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সংগঠনের কার্যক্রম আরও বিস্তৃত হয়েছে। আগামী দিনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও সুসংগঠিত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তাঁরা। বার্তা একটাই জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কোনো আপস নয়, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করতেই হবে।'

জ্যাকসন হাইটসে হামলার শিকার বাংলাদেশি ওয়াহেদ মন্ডল

(শেষ পাতার পর)

ও যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশি ওয়াহেদ আলী মন্ডল। প্রত্যক্ষদর্শীদের উদ্ধৃতি দিয়ে অনলাইন নিউজ পোর্টাল আওয়াজ বিডি জানায়, ১১ আগস্ট মঙ্গলবার দুপুরে জ্যাকসন হাইটস থেকে নর্দার্ন বুলেভার্ডের বাসায় ফেরার পথে ৭১তম স্ট্রিট ও ৩৫তম অ্যাভিনিউয়ের কাছে একটি রিহ্যাব সেন্টারের কর্নারে আকস্মিক হামলার শিকার হন তিনি। জানা গেছে, হঠাৎ এক ব্যক্তি ওয়াহেদ আলী মন্ডলের ওপর হামলা চালিয়ে তার ঘাড়, বুক, গলা ও মুখে এলোপাতাড়ি কিল-ঘুষি মারতে থাকে। একপর্যায়ে হামলাকারী সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করলে উপস্থিত লোকজন তাকে ধাওয়া করে আটক করেন। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। হামলায় আহত ওয়াহেদ আলী মন্ডলকে এলমহার্স্ট হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। সেখানে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ওয়াহেদ আলী মন্ডলের বড় ছেলে মোক্তার হোসেন ঘটনার তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি তার বাবার দ্রুত সুস্থতার জন্য সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন। তবে হামলাটি কেন করা হয়েছে বা এর পেছনে কোনো বিদ্বেষমূলক উদ্দেশ্য ছিল কি না, সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। হামলাটি হেইট ক্রাইম হিসেবে তদন্ত করা হচ্ছে কি না, সেটিও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, জ্যাকসন হাইটস নিউইয়র্কের অন্যতম বড় বাংলাদেশি কমিউনিটি এলাকা। ফলে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার ওপর প্রকাশ্য সড়কে এমন হামলার ঘটনায় স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এদিকে, নিউইয়র্ক সিটিতে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ, হামলা ও বিদ্বেষমূলক ঘটনার বিষয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। বিশেষ করে অভিবাসী ও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে স্থানীয় কমিউনিটি সংগঠনগুলো নিয়মিত সতর্কতা ও সচেতনতার আহ্বান জানিয়ে আসছে।

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক
Bangladesh Society, Inc.
86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 718-440-8547 • email: info@bangladeshsocietyinc.com • www.bangladeshsocietyinc.com

সদস্য তালিকার তথ্য যাচাই, সংশোধনীর জরুরি বিজ্ঞপ্তি

শেষ তারিখ : **১৮ আগস্ট, মঙ্গলবার ২০২৬** ◆ সময় : **বিকাল ৫টা পর্যন্ত**

স্থান : **বাংলাদেশ সোসাইটি ভবন,** 86-24 Whitney Ave, Elmhurst, NY 11373

বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে গত ৩০ জুন সদস্য নিবন্ধনের নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যেসব সদস্য তাঁদের নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, আগামী ১৮ আগস্ট, মঙ্গলবার ২০২৬ বিকেল ৫:০০টার মধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটির ওয়েবসাইট (https://member-service.bangladeshsocietyinc.com/membership/status) অথবা সোসাইটির অফিসে উপস্থিত হয়ে নিবন্ধন ফরমে প্রদত্ত তথ্যের সঙ্গে প্রকাশিত সদস্য তালিকার তথ্য সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করে নিন।

বিশেষভাবে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ সঠিক আছে কিনা তা নিশ্চিত করুন:

সদস্যের নাম/নামের বানান, জন্ম সাল, বর্তমান ঠিকানা / ZIP Code ও অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য

Scan to Login

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে ভোটগ্রহণ একাধিক ভোটকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি সদস্যের নিবন্ধন ফরমে প্রদত্ত ঠিকানা ও ZIP Code-এর ভিত্তিতেই ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হবে। তাই ঠিকানা ও ZIP Code-এর যথার্থতা নিশ্চিত করা প্রত্যেক সদস্যের ব্যক্তিগত দায়িত্ব।

এছাড়াও, যদি কোনো সদস্যের বৈধ সদস্যপদ প্রকাশিত সদস্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকে, তবে তিনি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সদস্যপদের প্রমাণস্বরূপ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (যেমনঃ রসিদ) দাখিল করে তাঁর সদস্যপদ অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। যথাযথ যাচাই-বাছাই শেষে প্রমাণ সন্তোষজনক হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

যদি প্রকাশিত তথ্যের সঙ্গে নিবন্ধন ফরমে প্রদত্ত তথ্যের কোনো অসঙ্গতি, ভুল বা ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ বা সাংগঠনিক সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

নির্ধারিত সময়সীমা (১৮ আগস্ট, মঙ্গলবার ২০২৬, বিকেল ৫:০০টা) অতিক্রান্ত হওয়ার পর সদস্য তালিকায় কোনো প্রকার সংযোজন, বিয়োজন, অন্তর্ভুক্তি বা সংশোধনের আবেদন গ্রহণ করা হবে না। একইভাবে, নির্বাচন দিনে সদস্য তালিকা, ভোটকেন্দ্র, ঠিকানা, ZIP Code, সদস্যপদ বা নিবন্ধন সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ, আপত্তি বা সংশোধনের আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

অনুরোধক্রমে

আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি, ৯১৭-২৯৪-০৯৭০

মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৩০২-০৪৪৩

মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান *(সিনিয়র সহ-সভাপতি)* ৯১৭-৫২৩-১৩৪৪, **মো: কামরুজ্জামান কামরুল** *(সহ-সভাপতি)* ৭১৮-৯৭১-৪৭৬৯, **আবুল কালাম ভূইয়া** *(সহ-সাধারণ সম্পাদক)* ৯১৭-৮৯২-৭১৯৯, **মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (রুমি)** *(কোষাধ্যক্ষ)*, ৩৪৭-৮৯৬-২৮০২, **ডিউক খান** *(সাংগঠনিক সম্পাদক)* ৯১৭-৭৮৩-৫৪৯৯, **অনিক রাজ** *(সাংস্কৃতিক সম্পাদক)* ৯৩৪-৪৪৪-১৮৬৩, **রিজু মোহাম্মদ** *(প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক)* ৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭, **জামিল আনসারী** *(সমাজকল্যাণ সম্পাদক)* ৩৪৭-৮৩৩-১০২৮, **মো: আখতার বাবুল** *(সাহিত্য সম্পাদক)* ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩, **আশ্রাব আলী খাঁন লিটন** *(ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক)* ৯১৭-৪৯৭-২৮৩৯, **মোহাম্মদ হাসান (জিলানী)** *(স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক)* ৯১৭-৯৭১-৭৭৯৩, ***কার্যকরী সদস্য:*** **হারুন উর রশিদ** ৯১৭-৪৪৩-৭৮৩৮, **জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী** ৭১৮-৭৩৭-২৭৪৮, **মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী** ৭১৮-২১৯-৭৯৭৭, **আবুল কাশেম চৌধুরী** ৬৪৬-৫১০-৬২৪৫, **মুনসুর আহমেদ** ৯২৯-৯২০-৬০৫৬ ও **হাসান খান** ৩১৩-৩২৭-৯৪১৮

প্রচারে: **রিজু মোহাম্মদ,** *প্রচার সম্পাদক*

NY HOME CARE

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

Head Office: 37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email: aziz@nyhcs.org

www.nyhcs.org

Contact with us

718-874-0047

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।

- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

M AZIZ
CEO & President
NY Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিন্যুতে
বাংলাদেশী মালিকাধীন

স্টার কেয়ার ফার্মেসী

Star Care Pharmacy

175-20 Hillside Ave. Jamaica, NY-11432

Tel : 718-262-8789, Fax: 718-262-9083, Email: StarCarePharmacy@gmail.com

আমরা প্রায় সবধরণের ইন্সুরেন্স প্ল্যান গ্রহণ করে থাকি

EXPERIENCE THE PERSONAL CARE YOU CAN ONLY GET FROM YOUR NEIGHBORHOOD PHARMACY

আমাদের ফার্মেসী থেকে উন্নততর ব্যক্তিগত সেবার অনন্য অভিজ্ঞতার সুযোগ নিন।

আমাদের সেবা সমূহ:

- ফ্রী কো-পেমেন্ট সহযোগিতা
- পিএ সহায়তা ও ঔষধ থেরাপি ব্যবস্থাপনা
- ফ্লু-শট ও টিকা দানের ব্যবস্থা
- এটিএম বুথ
- ওটিসি নেটওয়ার্ক
- পাসপোর্ট ফটো
- ডিএমভি'র জন্য দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা
- মেট্রোকার্ড।

OUR SERVICES

- Free Copay Assistance
- Free Special packaging for adherence & Compliance
- Free App & online refill reminder
- Free Loyalty Card for Savings on OTC medicaitons
- PA Assistance & Medication Therapy Mgmt. (MTM)
- Flu shots & immunizations
- ATM
- OTC Network
- Passport Photos
- DMV Vision test
- Metrocards

একই দিনে ফ্রি ডেলিভারি

SAME DAY FREE DELIVERY

We accept Most Insurance plans!

Ask your doctor to E-Script your prescription

আপনার ডাক্তারকে বলুন ই-মেইল প্রেসক্রিপশন পাঠাতে
অথবা আজই আমাদেরকে ফোন করুন

Tel : 718-262-8789

Email: StarCarePharmacy@gmail.com
www.StarCarePharmacy.com

Call us today and start saving!

TOLL FREE:
888-216-STAR (7827)

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

নিউইয়র্কে নাহার এর অ্যাপ্রিসিয়েশন লাঞ্চ

(শেষ পাতার পর)

নিউইয়র্কের বায়তুল মামুর নর্থ আমেরিকান হিউম্যানিটারিয়ান এইড অ্যান্ড রিলিফ (নাহার) নিউইয়র্ক নর্থ ও সাউথ জোনের জনশক্তিদের নিয়ে আয়োজিত অ্যাপ্রিসিয়েশন লাঞ্চ' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা) প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন এসব কথা বলেন। নাহারের প্রেসিডেন্ট ডা.আতাউল হক ওসমানীর সভাপতিত্বে এবং নাহারের পরিচালক দেলোয়ার হোসাইন মজুমদারের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ইমাম দেলোয়ার হোসাইন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, নাহারের স্বপ্নোদ্রষ্ট আবু আহমেদ নুরুজ্জামান ও মুনার ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আরমান চৌধুরী।এছাড়া বক্তব্য রাখেন, মুনার নিউইয়র্ক সাউথ জোনের সভাপতি মাওলানা এমদাদ উল্লাহ, নিউইয়র্ক নর্থ জোনের সভাপতি মমিনুল ইসলাম মজুমদার, নাহারের সাউথ জোনের পরিচালক আব্দুস সাত্তার, নর্থ জোনের পরিচালক এডভোকেট আবুল হাশেম প্রমুখ। শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফেজ তানভীর আহমেদ।

ইমাম দেলোয়ার হোসাইন পবিত্র কুরআনের সূরা আল-বালাদের কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করে 'আকাবা' ও 'মারহামাহ'-এর তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন,'আকাবা' হলো জান্নাতের পথে এগিয়ে যাওয়ার কঠিন পথ। আর এই পথে যেতে হলে মানবতার পাশে দাঁড়াতে হবে, অসহায় মানুষকে সাহায্য করতে হবে এবং দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে।

তিনি বলেন, মানুষ যদি আকাবার এই পথে অটুট থাকতে পারে, তাহলে জান্নাতই হবে তার ঠিকানা। এ সময় তিনি 'মারহামাহ' বা পরস্পরের প্রতি দয়া ও সহমর্মিতার গুরুত্ব তুলে ধরে সাহাবায়ে কেরামের জীবন থেকে মুহাজির ও আনসারদের পারস্পরিক সহযোগিতার উদাহরণ তুলে ধরেন। ইমাম দেলোয়ার হোসাইন বলেন, যুক্তরাষ্টে বিপুলসংখ্যক মুসলিম বসবাস করেন। তাদের প্রত্যেকের কাছে মানবতার সেবার আহ্বান পৌঁছে দিতে হবে। সবাই সামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে মানবকল্যাণে বড় ধরনের পরিবর্তন আনা সম্ভব। তিনি বলেন, আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলে ছোট ছোট উদ্যোগ একসময় একটি বিশাল মহিরুহে পরিণত হতে পারে।'

আবু আহমেদ নুরুজ্জামান বলেন, 'হাঁটি হাঁটি পা পা করে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি। আপনাদের সহযোগিতার কারণেই আজ আমরা এ পর্যায়ে পৌঁছেছি।' তিনি বলেন, নাহারের স্বপ্ন একটি আন্তর্জাতিক মানবিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, যা রেড ক্রিসেন্টের মতো বিশ্বব্যাপী মানবতার কল্যাণে কাজ করবে। এ লক্ষ্য অর্জনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, বিশ্বের এক প্রান্তে শিশুরা খাবারের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে, অথচ আমেরিকার শিশুরা আনন্দে আপেল ছুড়ে খেলছে। এই বৈষম্য দূর করতে মানবতার সেবায় আমাদের আরও ব্যাপকভাবে এগিয়ে যেতে হবে। কমিউনিটির প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। শুধু মুসলমান নয়, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য নাহার কাজ করছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। আরমান চৌধুরী বলেন, 'নাহার কোনো রাজনৈতিক দল নয়; এটি মানবতার জন্য কাজ করে।' তিনি বলেন, বিদেশে কর্মরত অনেক মানুষ মানবতার কাজে সহযোগিতা করতে আগ্রহী। তবে তাদের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছাতে হবে। মানুষের দেখানোর জন্য নয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই নাহারের কর্মীরা কাজ করছেন।

তিনি বলেন, নাহারের কর্মীদের চরিত্র, আচরণ ও মানবিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে অনেক মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে জানতে পারছেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নাহারের কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করতে হলে সবাইকে মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। তিনি বলেন, নাহারের সঙ্গে যারা কাজ করছেন তারা কেউ ব্যক্তিগত পারিশ্রমিক নিচ্ছেন না; মানবতার কল্যাণেই তারা কাজ করে যাচ্ছেন। সভাপতির বক্তব্যে নাহারের প্রেসিডেন্ট ডা. আতাউল হক ওসমানী বলেন, গাজা, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, সোমালিয়া, সুদানসহ আফ্রিকার বিভিন্ন মুসলিম প্রধান দেশে নাহারের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ভূমিকম্প, বন্যা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্যসহ বিভিন্ন মানবিক খাতে সহযোগিতা করা হচ্ছে। পাশাপাশি এতিম শিশুদের শিক্ষা ও খাদ্য সহায়তাও দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, অর্থের সীমাবদ্ধতার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। মানবতার পাশে আরও ব্যাপকভাবে দাঁড়াতে হলে আমাদের আরও অর্থের প্রয়োজন। বিশেষ করে সুদান ও সোমালিয়ায় খাদ্যসংকটে থাকা শিশুদের জন্য আরও বড় পরিসরে সহায়তা প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে নাহারের বিভিন্ন মানবিক কার্যক্রম নিয়ে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নাহারের পরিচালিত মানবিক কার্যক্রম, দুর্যোগে সহ্যয়তা, খাদ্য বিতরণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবাসহ বিভিন্ন কর্মসূচির চিত্র তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে নাহারের নর্থ ও সাউথ জোনের বিভিন্ন পর্যায়ের জনশক্তি ও দায়িত্বশীলরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা মানবতার সেবায় নাহারের কার্যক্রমকে আরও বিস্তৃত করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সদস্যপদ সংশোধনের সুযোগ ১৮ আগস্ট পর্যন্ত

(শেষ পাতার পর)

সামনে রেখে সদস্যদের তথ্য যাচাই ও সংশোধনের জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে সংগঠনটি। আগামী ১৮ অক্টোবর রোববার অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের আগে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুতের অংশ হিসেবে সদস্যদের নাম, ঠিকানা, জিপ কোডসহ প্রয়োজনীয় তথ্য যাচাই করে নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। সোসাইটির বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সদস্য তালিকার তথ্য যাচাই ও সংশোধনের শেষ সময় আগামী ১৮ আগস্ট মঙ্গলবার বিকেল ৫টা। নির্ধারিত সময়ের পর সদস্য তালিকায় কোনো ধরনের সংযোজন, বিয়োজন, অন্তর্ভুক্তি বা সংশোধনের আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে গত ৩০ জুন সদস্য নিবন্ধনের নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হয়েছে। ওই সময়ের মধ্যে যারা সদস্য হিসেবে নিবন্ধন সম্পন্ন করেছেন, তাদের প্রত্যেককে প্রকাশিত সদস্য তালিকার সঙ্গে নিবন্ধন ফরমে দেওয়া তথ্য সতর্কতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার অনুরোধ জানিয়েছে সোসাইটি। সদস্যরা অনলাইনে বাংলাদেশ সোসাইটির সদস্যসেবা ওয়েবসাইটে গিয়ে সদস্যপদ ও তথ্য যাচাই করতে পারবেন। পাশাপাশি সরাসরি সোসাইটির কার্যালয়ে উপস্থিত হয়েও নিবন্ধন ফরমে দেওয়া তথ্যের সঙ্গে প্রকাশিত সদস্য তালিকার তথ্য মিলিয়ে দেখা যাবে। সোসাইটির কার্যালয় ৮৬-২৪ হুইটনি অ্যাভিনিউ, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩। বিজ্ঞপ্তিতে বিশেষভাবে সদস্যদের নাম ও নামের বানান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা, জিপ কোড এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য সঠিক রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এবারের নির্বাচনে ভোটগ্রহণ একাধিক ভোটকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। কোন সদস্য কোন কেন্দ্রে ভোট দেবেন, তা নির্ধারিত হবে তার নিবন্ধন ফরমে দেওয়া ঠিকানা ও জিপ কোড-এর ভিত্তিতে। এ কারণে সঠিক ঠিকানা ও জিপ কোড নিশ্চিত করার দায়িত্ব সদস্যদের নিজেদেরই বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো বৈধ সদস্যের নাম প্রকাশিত সদস্য তালিকায় না থাকলে, তিনি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সদস্যপদের প্রমাণ হিসেবে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, যেমন সদস্যপদের রসিদ দাখিল করে তালিকায় অন্তর্ভুক্তির আবেদন করতে পারবেন। যাচাই-বাছাই শেষে প্রমাণ সন্তোষজনক হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ছাড়া প্রকাশিত তালিকার তথ্যের সঙ্গে নিবন্ধন ফরমে দেওয়া তথ্যে কোনো অসঙ্গতি, ভুল বা ত্রুটি পাওয়া গেলে ১৮ আগস্ট বিকেল ৫টার মধ্যে সোসাইটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ অথবা সাংগঠনিক সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করে সংশোধনের ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। বাংলাদেশ সোসাইটি স্পষ্ট করেছে, নির্ধারিত সময়সীমা পার হওয়ার পর শুধু সদস্য তালিকাই নয়, নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্র, ঠিকানা, জিপ কোড, সদস্যপদ বা নিবন্ধনসংক্রান্ত কোনো অভিযোগ, আপত্তি বা সংশোধনের আবেদনও গ্রহণ করা হবে না।

নিউইয়র্কের শিশু শিক্ষার্থীরা রিডিংয়ে পিছিয়ে

(শেষ পাতার পর)

নিউইয়র্কের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় উদ্বেগজনক চিত্র উঠে এসেছে। নতুন পরীক্ষার ফল অনুযায়ী, তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির অর্ধেকের বেশি শিক্ষার্থী ইংরেজি পড়া ও বোঝার নির্ধারিত দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি।২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণির ৫৭ শতাংশ শিক্ষার্থী রিডিং দক্ষতার মানদণ্ডে পৌঁছাতে পারেনি। চতুর্থ শ্রেণিতে এই হার ৫২ শতাংশ। পঞ্চম শ্রেণিতেও ৫৭ শতাংশ শিক্ষার্থী নির্ধারিত মান অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।নিউইয়র্ক সিটির চিত্র আরো উদ্বেগজনক। সেখানে তৃতীয় শ্রেণির মাত্র ৪৪ শতাংশ শিক্ষার্থী নির্ধারিত রিডিং দক্ষতা অর্জন করেছে। এক বছরের ব্যবধানে তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণির ফলাফলেও উল্লেখযোগ্য অবনতি দেখা গেছে।

এই ফলাফল সামনে আসার পর শিক্ষা খাতে বিপুল ব্যয় নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে একজন শিক্ষার্থীর পেছনে বছরে গড়ে প্রায় ৩৭ হাজার ডলার ব্যয় হয়। নিউইয়র্ক সিটিতে এই ব্যয় আরো বেশি। সেখানে একজন শিক্ষার্থীর জন্য বছরে প্রায় ৪৪ হাজার ডলার খরচ হয়।তারপরও যদি অর্ধেকের বেশি শিশু বয়স ও শ্রেণি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পড়ার দক্ষতা অর্জন করতে না পারে, তাহলে সমস্যাটি কোথায়– এ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। শুধু অর্থের ঘাটতি নয়, শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো, শিক্ষাদানের পদ্ধতি এবং অর্থ ব্যয়ের কার্যকারিতাও এখন আলোচনায় এসেছে।এর মধ্যেই ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে নিউইয়র্ক শিক্ষা খাতে রেকর্ড ৩৯৩০ কোটি ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং গবেষণায় কার্যকারিতা প্রমাণিত শিক্ষাদান পদ্ধতিতে বিনিয়োগ বাড়ানোর পরিকল্পনাও রয়েছে। তবে শিক্ষা সংকট শুধু নিউইয়র্কের নয়। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জেলা-ভিত্তিক এক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গত এক দশকে তথ্য পাওয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৮৩ শতাংশ স্কুল জেলায় পড়ার পরীক্ষার ফল কমেছে। অর্থাৎ নিউইয়র্কের দুর্বল ফলাফল বৃহত্তর জাতীয় সংকটেরও অংশ। মহামারির প্রভাব, শিক্ষার্থীদের শেখার ঘাটতি এবং দীর্ঘদিনের শিক্ষাদান পদ্ধতি– সবকিছু মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা কঠিন সময় পার করছে বলে মনে করছেন শিক্ষা বিশ্লেষকেরা।

ফোর্ডহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিকোলাস ট্যামপিয় নিউইয়র্কের শিক্ষা কাঠামোর দীর্ঘদিনের পরীক্ষানির্ভর পদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তার মতে, অতিরিক্ত পরীক্ষামুখী শিক্ষা শিক্ষার্থীদের গভীরভাবে পড়া, লেখা, গবেষণা এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করার দক্ষতার পরিবর্তে পরীক্ষায় সহজে পরিমাপ করা যায়– এমন নির্দিষ্ট দক্ষতার দিকে বেশি ঠেলে দিতে পারে। তিনি শিক্ষক-অভিজ্ঞতা, শিক্ষার্থীদের আগ্রহ এবং ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষার ওপর আরো গুরুত্ব দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিপুল অর্থ বরাদ্দের পাশাপাশি শিক্ষার ফলাফলও প্রত্যাশিত পর্যায়ে নেয়া সম্ভব হচ্ছে কিনা, এখন সেটিই বড় প্রশ্ন। বিশেষ করে একজন শিক্ষার্থীর পেছনে বছরে হাজার হাজার ডলার ব্যয় করেও যদি মৌলিক পড়ার দক্ষতা অর্জনে অর্ধেকের বেশি শিশু পিছিয়ে থাকে, তাহলে শুধু বরাদ্দ বাড়ানোই যথেষ্ট কি-না– তা নিয়েও নতুন করে ভাবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। নিউইয়র্কের সামনে এখন তাই দ্বিমুখী চ্যালেঞ্জ। একদিকে শিক্ষায় বিপুল বিনিয়োগ অব্যাহত রাখা। অন্যদিকে সেই অর্থ কীভাবে আরো কার্যকরভাবে ব্যয় করে শিশুদের মৌলিক পড়া ও বোঝার দক্ষতা বাড়ানো যায়, তা নিশ্চিত করা।

ফখরুল ইসলাম এমপিকে সংবর্ধনা

(শেষ পাতার পর)

অনুষ্ঠিত হয়েছে। নোয়াখালী-৫ আসনের সর্বস্তরের প্রবাসীদের উদ্যোগে গত ৫ আগস্ট বুধবার সন্ধ্যায় ব্রুকলিনের জলসা রেস্টুরেন্টে এ সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। আয়োজক কমিটির সভাপতি ও বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য নাঈম টুটুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফখরুল ইসলাম এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদ, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতা মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, জসিম ভূইয়া, কমিউনিটি নেতা সালামত উল্লাহ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আয়োজক কমিটির সদস্য সচিব মোশাররফ হোসেন ফয়সাল, যুগ্ম আহ্বায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ, মিজানুর রহমান ও মোতাসিম বিল্লাহ সিরাজী, প্রধান সমন্বয়কারী মোশারফ হোসেন সবুজ, যুগ্ম সমন্বয়কারী আকরামুল হাসান ও দেলোয়ার হোসেন সাহেল, যুগ্ম সদস্য সচিব নুরুল ইসলাম বাবু ও মোরসালিন হোসাইনসহ নোয়াখালী-৫ আসনের বিপুলসংখ্যক প্রবাসী।

সংবর্ধনায় ফখরুল ইসলাম এমপি বলেন, দেশের অর্থনীতি ও উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নোয়াখালীর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রবাসীদের পরামর্শ ও সহযোগিতা সবসময় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। তিনি বলেন, নোয়াখালীকে একটি আধুনিক ও বিনিয়োগবান্ধব জেলায় পরিণত করতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ চলছে। তিনি নোয়াখালীতে আন্তর্জাতিক মানের একটি বিমানবন্দর প্রতিষ্ঠার আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, এ ধরনের একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, পর্যটন এবং প্রবাসীদের যাতায়াতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে সরকার, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং প্রবাসীদের সম্মিলিত সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে গিয়াস আহমেদ বলেন, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে প্রবাসীদের ভূমিকা অপরিসীম। নোয়াখালীর উন্নয়নে প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ অংশগ্রহণ ভবিষ্যতে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে ফখরুল ইসলাম এমপিকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে নোয়াখালী-৫ আসনের প্রবাসীসহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় এবং সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সফল করতে সহযোগিতাকারীদের ধন্যবাদ জানানো হয়।সম্প্রদায়গুলোকে সুরক্ষিত রাখতে উপলব্ধ সব সরঞ্জাম ব্যবহার করতে দপ্তরটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মিশিগানে মুনার দাওয়াহ কনফারেন্স

(শেষ পাতার পর)

সেন্টার অব নাইন মাইল ব্যাংকুয়েট হলে ক্বারী শায়খ আব্দুল মুকিতের পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে দাওয়াহ কনফারেন্স শুরু হয়। এরপর নাশিদ পরিবেশন করেন রেনেসাঁ কালচারাল গ্রুপ অব মিশিগানের শিল্পীরা। মুনা নর্থ জোনের প্রেসিডেন্ট নেসার উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি আনোয়ার হোসেনের পরিচালনায় দাওয়াহ কনফারেন্সে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মুনার সাবেক প্রেসিডেন্ট ডা. সাঈদুর রহমান চৌধুরী। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ লইয়ার্স কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট এডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন ওয়েইন স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. রামজি মুহাম্মদ, মুনার সহকারী নির্বাহী পরিচালক হাফেজ আবদুল্লাহ আল আরিফ, এমসিএম মসজিদের ইমাম শায়খ তারিক আদনান এবং দারুল কুরআন মসজিদের ইমাম শায়খ সাঈদ আহমদসহ মুনার কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক খাইরুল হাসান রফিক ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় দোয়ার মাধ্যমে। দোয়া পরিচালনা করেন সিডিআর মসজিদের ইমাম শায়খ নেছার উদ্দিন। দাওয়াহ কনফারেন্সে বক্তারা বলেন, ইসলামের সুমহান আদর্শ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং সমাজে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় দাওয়াহর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু বক্তব্য কিংবা আনুষ্ঠানিক আলোচনার মধ্যেই দাওয়াহ সীমাবদ্ধ নয়। নিজেদের চরিত্র, আচরণ, সততা ও মানবিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেও ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা সম্ভব।

বক্তরা আরো বলেন, নতুন প্রজন্মকে ইসলামের শিক্ষা ও মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পরিবার, সমাজ এবং কমিউনিটিকে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখার আহবান জানান তারা। নতুন প্রজন্মের কাছে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ পৌঁছে দিতে পরিবার ও কমিউনিটির সবাইকে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। আয়োজক নেতৃবৃন্দ বলেন, শুধু মিশিগান নয়, আশপাশের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকেও কনফারেন্সে যোগ দেন বিপুলসংখ্যক মুসল্লি ও কমিউনিটির সদস্য। এমন আয়োজন মুসলিম সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি ইসলামি শিক্ষা, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ চর্চায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। দাওয়াহকে শুধু বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক জীবনে ইসলামের নৈতিক ও মানবিক আদর্শের বাস্তব প্রয়োগ এবারের মিশিগানের দাওয়াহ কনফারেন্সে বক্তাদের আলোচনায় উঠে এসেছে এমনই বার্তা।

মিশিগানে আল-সাইয়েদের উত্থান

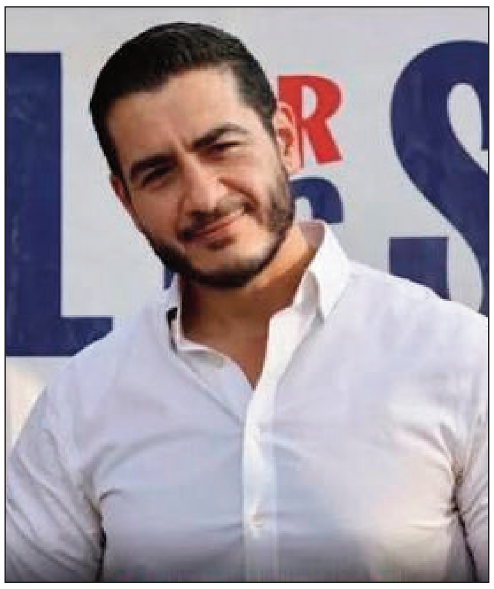

(প্রথম পাতার পর)

পার্টির প্রাথমিক বাছাই নির্বাচনে (প্রাইমারি) আবদুল আল-সাইয়েদের এগিয়ে থাকার ব্যবধান কমছিল। মনে হচ্ছিল কংগ্রেস সদস্য হ্যালি স্টিভেন্স তাঁকে দ্রুত ধরে ফেলবেন। জনস্বাস্থ্যবিষয়ক কর্মী আল-সাইয়েদ গত বুধবার (৫ আগস্ট) মধ্যরাতের পর সমর্থকদের সামনে মঞ্চে ওঠেন। ভোট গণনায় অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়ায় ডেট্রয়েটে তাঁর সমর্থকদের উৎসবের আমেজ ততক্ষণে অনেকটা ম্লান হয়ে গিয়েছিল। মঞ্চে মজা করে আল-সাইয়েদ বলেন, ‘ইচ্ছা ছিল এখন বিজয় ঘোষণা করি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মিশিগানে কিছু ভোট গণনা করতে বেশ সময় লাগে। এটি তো বড় একটি অঙ্গরাজ্য।’ এরপর প্রগতিশীল ধারার এই প্রার্থী প্রচারে তাঁদের কী ধরনের শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে, সে কথা স্মরণ করিয়ে দেন। আল-সাইয়েদ বলেন, তাঁদের প্রতিপক্ষের পক্ষে প্রচারে ইসরায়েলের লবিস্ট গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত আমেরিকান ইসরায়েল পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কমিটি (আইপ্যাক) ও অন্যান্য বিশেষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলো কোটি কোটি ডলার খরচ করেছে। আলুসাইয়েদ বলেন, ‘একটা কথা মনে রাখবেন। ইনশা আল্লাহ আমরা যদি জিতি, তাহলে সবাই জানবে, ৭ কোটি ডলার খরচ করেও তারা আমাদের হারাতে পারেনি। আমরা লড়াই চালিয়ে গেছি।’ ভোট গণনার সঙ্গে সঙ্গে চারবারের কংগ্রেস সদস্য স্টিভেন্সের ব্যবধান আরও কমে আসছিল। একপর্যায়ে দুজনের ব্যবধান ১ শতাংশের নিচে নেমে আসে। সূর্য ওঠার বেশ অনেকক্ষণ পরে চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত হয়। এতে খুব অল্প ব্যবধানে আলু সাইয়েদ জয় পান।

আলুসাইয়েদ শুধু স্টিভেন্সকেই হারাননি। তিনি একই সঙ্গে ইসরায়েলপন্থী গোষ্ঠী ও মিশিগানের ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রভাবশালী নেতাদেরও হারিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অঙ্গরাজ্যের গভর্নর গ্রেচেন হুইটমারের মতো শীর্ষ নেতারা, যিনি স্টিভেন্সকে সরাসরি সমর্থন দিয়েছিলেন। এই ফল যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক অঙ্গনকে বিস্মিত করেছে। এই জয় ইসরায়েলপন্থী ডেমোক্র্যাটদের জন্য আরেকটি ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ নিয়ে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি আলুসাইয়েদকে ‘ইহুদি ও ইসরায়েলবিদ্বেষী পরাজিত কমিউনিস্ট’ বলে আখ্যা দেন। তবে এই ভোটের ফলাফলে একটি বিষয় স্পষ্ট করেছে। শুধু বিপুল প্রচার ব্যয় ও প্রভাবশালী নেতাদের সমর্থন পেলেই ডেমোক্রেটিক পার্টির ভেতরে এখন আর সহজে জয় পাওয়া যায় না।

‘পুরোনো ধারা অচল হয়ে পড়ছে’ : আলুসাইয়েদের সমর্থকেরা বলছেন, ভোটের ফল প্রকাশে বিলম্ব ও প্রত্যাশার তুলনায় কম ব্যবধানে জয় এই নির্বাচনের গুরুত্ব কমিয়ে দেয় না। ডেমোক্রেটিক পার্টির মিশিগান অঙ্গরাজ্যের আইনপ্রণেতা আলাবাস ফারহাত বলেন, আলসাইয়েদের জয় স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে। কোনো প্রার্থী যদি যুদ্ধবিরোধী অবস্থান নিয়ে নির্বাচন করেন এবং আইপ্যাকের মতো ইসরায়েলের স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে প্রস্তুত থাকেন, তাহলে মানুষ তাঁকে ভোট দেবে। ফারহাত আলুজাজিরাকে বলেন, ‘অবস্থা এখন আর আগের মতো নেই। এসব নির্বাচনে সহজে জয় পাওয়া যায়, প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিকেরা এত দিন এমনটা ভেবেছিলেন। কিন্তু এখন মানুষ প্রচলিত ধারাকে বদলে দিতে এগিয়ে আসছেন। তাঁরা মিশিগানের শ্রমজীবী পরিবার ও অন্য জায়গার সাধারণ মানুষের জন্য বড় ও সাহসী কর্মসূচি এবং বাস্তব স্বস্তির সুযোগ করে দিতে চান।’ স্টিভেন্স ডেমোক্রেটিক পার্টির শীর্ষ নেতৃত্বের জোরালো সমর্থন পেয়েছিলেন। রাজ্য গভর্নর গ্রেচেন হুইটমার, সাবেক সিনেটর ডেবি স্ট্যাবেনো, সিনেটে সংখ্যালঘু ডেমোক্রেটিক নেতা চাক শুমার ও অবসরে যাওয়া সিনেটর গ্যারি পিটার্স তাঁকে সমর্থন দিয়েছিলেন। এসব কিছুর পাশাপাশি স্টিভেন্স তাঁর নিজের আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন। স্টিভেন্সকে হারিয়ে আলুসাইয়েদ এখন আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় সাধারণ নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির সাবেক কংগ্রেস সদস্য মাইক রজার্সের মুখোমুখি হবেন। রজার্স ট্রাম্পের সমর্থন পেয়েছেন। তাঁর ইসরায়েলপন্থী গোষ্ঠীগুলোর সমর্থন পাওয়ারও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আইপ্যাক এরই মধ্যে জানিয়েছে, আলুসাইয়েদকে সাধারণ নির্বাচনে হারাতে তারা মিশিগানে অর্থ ব্যয় অব্যাহত রাখবে। বুধবার এক বিবৃতিতে সংগঠনটি বলেছে, ‘আমাদের সদস্যরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নভেম্বরে ভোটাররা যেন আলুসাইয়েদ ও তাঁর ইসরায়েলবিরোধী এজেন্ডা প্রত্যাখ্যান করেন, তা নিশ্চিত করতে আমরা কাজ চালিয়ে যাব।’ ইসরায়েলপন্থী এই লবিস্ট সংগঠন আলুসাইয়েদের জয়কে তেমন গুরুত্ব দিতে চায়নি। বরং তারা নিজেদের সমর্থিত ইসরায়েলপন্থী প্রার্থীদের জয়ের কথা তুলে ধরে। এর মধ্যে মিসৌরি অঙ্গরাজ্যে আইপ্যাক-সমর্থিত কংগ্রেস সদস্য ওয়েসলি বেল সহজেই তাঁর প্রগতিশীল প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক কংগ্রেস সদস্য কোরি বুশকে হারিয়েছেন। এর মধ্যে ওয়েসলি বেল ইসরায়েলপন্থী। আর কোরি বুশ প্রগতিশীল ও ইসরায়েলের সমালোচক। আইপ্যাক বিবৃতিতে বলেছে, ‘আমাদের সমর্থিত কয়েকজন প্রার্থী জয়ী না হওয়ায় আমরা হতাশ। তবে আমাদের মূল্যবোধে বিশ্বাসী ইসরায়েলপন্থী ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান প্রার্থীদের সমর্থন দিতে পেরে আমরা গর্বিত। চলতি প্রাইমারি মৌসুমে বিভিন্ন নির্বাচনে ভোটাররা যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের শক্তিশালী অংশীদারত্বের পক্ষে থাকা নেতাদের বেছে নিচ্ছেন, এটি আমাদের উৎসাহিত করছে।’ জনমত জরিপে দেখা যাচ্ছে, সাধারণ নির্বাচনের ফল এখনো অনি-শ্চিত। তা সত্ত্বেও বিশ্লেষকেরা আলুসাইয়েদের প্রাইমারিতে জয়কে ঐতিহাসিক বলে মনে করছেন। প্রগতিশীল সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স এই জয়কে আধুনিক মার্কিন রাজনীতির ‘সবচেয়ে অসাধারণ বিজয়’ বলে মন্তব্য করেছেন। ‘পড সেভ আমেরিকা’ পডকাস্টে বার্নি স্যান্ডার্স বলেন, ‘কোনো বড় নির্বাচনে এমন কোনো প্রার্থীর কথা কি শুনেছেন, যিনি প্রতিপক্ষের তুলনায় ৯ গুণ কম অর্থ খরচ করেছেন, পুরো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লড়েছেন এবং তারপরও জিতেছেন?’ বার্নি স্যান্ডার্স বলেন, ‘আমার মনে পড়ে না, আগে কেউ এমনটা করতে পেরেছেন।’

বামপন্থীদের জয় : মিশিগানের প্রাইমারি নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রগতিশীল বা বামপন্থী অংশের মধ্যে আবদুল আলুসাইয়েদ একমাত্র বিজীয় ব্যক্তি নন। তাই অঙ্গরাজ্যটির নির্বাচনের ফলকে সামগ্রিকভাবে প্রগতিশীলদের বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। গত মঙ্গলবারের নির্বাচনে অঙ্গরাজ্যের আইনপ্রণেতা ডোনাভান ম্যাককিনি ডেমোক্র্যাট প্রাইমারিতে ইসরায়েলপন্থী বর্তমান কংগ্রেস সদস্য শ্রী থানেদারকে পরাজিত করেন। এই নির্বাচন ছিল মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের একটি আসনের জন্য। এ ছাড়া ডেট্রয়েটের উত্তরের একটি এলাকায় জলবায়ু আন্দোলনের সংগঠক উইলিয়াম লরেন্সও কংগ্রেস নির্বাচনের ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাইমারিতে ১৫ শতাংশের ব্যবধানে জিতেছেন। শুধু মিশিগান নয়ক্যালিফোর্নিয়া, কলোরাডো, পেনসিলভানিয়া, নিউ জার্সি, নিউইয়র্কসহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যেও প্রগতিশীল প্রার্থীরা জয় পেয়েছেন। তাঁরা কয়েকজন বর্তমান জনপ্রতিনিধিকে পরাজিত করেছেন এবং ডেমোক্র্যাটদের নিরাপদ আসনগুলোতেও জয়ী হয়েছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পেছনে বিপুল অর্থ ব্যয় ও প্রভাবশালী নেতাদের সমর্থনড়শুধু এই দুটি বিষয়ে আলুসাইয়েদের জয়কে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলেনি। বরং তিনি এমন একটি সুইং অঙ্গরাজ্যে পুরো অঙ্গরাজ্যজুড়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জিতেছেন, যেখানে দুই বছরের কম সময় আগে ট্রাম্প জয়ী হয়েছিলেন। মিশিগানের জনসংখ্যা এক কোটির বেশি। পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যে প্রতিনিধি পরিষদের প্রগতিশীল সদস্য ক্রিস র্যাব গত মে মাসে ডেমোক্র্যাটদের শক্ত ঘাঁটির একটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ প্রাইমারিতে জিতে কংগ্রেসে যাওয়ার পথে রয়েছেন। তিনি বলেন, বামপন্থী প্রার্থীরা জয় পাচ্ছেন। কারণ, তাঁরা সহমর্মিতাপূর্ণ ও বাস্তবভিত্তিক বার্তা দিয়ে ভোটারদের কাছে পৌঁছাতে পারছেন। ক্রিস র্যাব বলেন, আলসাইয়েদের জয় ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতৃত্বের জন্য একটি বার্তা। আগামী নির্বাচনের হিসাব-নিকাশ নতুন করে ভাবতে হবে। ক্রিস র্যাব বলেন, ‘আগে যেসব কৌশল কাজ করত, সেগুলো এখন পুরোনো। সেগুলো আর সেই মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে না, যাঁরা পুরোনো ধ্যানধারণার ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদের ভোট দেন না।’ এই প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ আরও বলেন, ‘আলু সাইয়েদ এমন মানুষদের ভোটকেন্দ্রে আনছেন, যাঁরা অনেক দিন ভোট দিতে আসেননি কিংবা কখনোই আসেননি।’ ক্রিস র্যাবের মতে, ডেমোক্র্যাটদের ভোটব্যাংক বিস্তৃত করার এই সক্ষমতা নভেম্বরে মাইক রজার্সকে হারাতে আলুসাইয়েদকে সাহায্য করবে। আলুসাইয়েদের নির্বাচনী স্লোগান হলো, ‘রাজনীতি থেকে অর্থের প্রভাব দূর করুন। অর্থ রাখুন মানুষের পকেটে। সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে।’ আলুসাইয়েদের নির্বাচনী অঙ্গীকারের মূল বিষয় ছিল জীবন-যাত্রার ব্যয় কমানো ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ বাড়ানো। তবে এই নির্বাচনে আইপ্যাকের সম্পৃক্ততা ও ইসরায়েলকে ঘিরে তীব্র বিভাজনের কারণে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত, বিশেষ করে গাজায় ইসরায়েলের জাতিগত নিধন অন্যতম প্রধান ইস্যু হয়ে উঠেছে। ‘জলি গুড জিঞ্জার’ নামে পরিচিত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ভাষ্যকার রাসেল এলিস বলেন, যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ভোটাররা দেখিয়ে দিচ্ছেন, তাঁরা ইসরায়েল ও আইপ্যাকের ভূমিকা নিয়ে বিরক্ত। আলুজাজিরাকে এলিস বলেন, ‘জাতিগত নিধন চালিয়ে যেতে বোমা পাঠানোর বিরুদ্ধে যাঁরা স্পষ্ট অবস্থান নিচ্ছেন, তাঁদের সংখ্যা মানুষ যতটা ভাবছে, তার চেয়ে অনেক বেশি। সংখ্যাটা বিশাল।’ এলিস বলেন, ‘জাতিগত নিধনকে সমর্থন করা যায় নাড়এ বিষয়ে অধিকাংশ মার্কিন নাগরিক একমত হবেন বলে আমার বিশ্বাস। গাজা, সুদান, কঙ্গো বা বিশ্বের যেকোনো জায়গায় জাতিগত নিধন চালাতে মার্কিন করদাতাদের অর্থ ও মার্কিন বোমা ব্যবহার করা গ্রহণযোগ্য নয়।’

কনস্যুলেটের দুঃখ প্রকাশ

(প্রথম পাতার পর)

অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনকালে আমন্ত্রিত অতিথি জনাব নূর হোসেন প্রামাণ্যচিত্রের একটি বিষয়ে ভিন্নমত ব্যক্ত করেন। তার বিপরীতে আমন্ত্রিত অতিথিদের আরও দু'একজন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত 'অন-াকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির' জন্য কনস্যুলেট দুঃখ প্রকাশ করছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কনসাল জেনারেল আজ দুপুরে জনাব নূর হোসেনকে কনস্যুলেটে আমন্ত্রণ জানান এবং উদ্ভূত 'অন-াকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির' জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

কনস্যুলেট মনে করে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা একটি সর্বজনীন ও মৌলিক অধিকার। কোনো মতামতের সঙ্গে একমত বা ভিন্নমত পোষণ করা স্বাভাবিক; তবে সকলের মতপ্রকাশের অধিকারকে সম্মান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কনস্যুলেট মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল এবং এ অধিকারটির মর্যাদা সমুন্নত রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

একই সঙ্গে, রাষ্ট্রীয় ও কূটনৈতিক অনুষ্ঠানের সৌহার্দ্যপূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার বিষয়টিও কনস্যুলেট অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে। ভবিষ্যতে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি এড়াতে কনস্যুলেট প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছ থেকেও সংযম, দায়িত্বশীলতা ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে, ভবিষ্যতে কনস্যুলেটের আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহে 'আমন্ত্রণপত্র' ও শুধুমাত্র আমন্ত্রিত 'অতিথি-তালিকার' ভিত্তিতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, অনুষ্ঠানের সুষ্ঠু, নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রয়োজন অনুযায়ী উদ্যোগ নেওয়া হবে। কনস্যুলেট আশা করে, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ বজায় রেখে ভবিষ্যতেও সকল অনুষ্ঠান শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও সফলভাবে সম্পন্ন হবে।

দারুল উলুম নিউইয়র্কের গ্রাজুয়েশন

(৩২ পাতার পর)

হিফজ সম্পন্নকারীরা হলো–আমির মোহাম্মদ, মাহবীর আহমেদ, আসাদ উল্লাহ আলিফ, আফনান আবদুর রহমান, মাহারান খান, আবু আহবাব, জায়েদ ইসলাম, রাফায়ী আহমেদ কবির, মোস্তাকিম মিয়া, তামজিদ আহমেদ খান, আরিয়ান আহমেদ, হাসান শওকত শেখ, নাকিবুল আলম, নাফি আল আহাদ, আবদুল্লাহ খালিদ, জুবায়ের আলম, ফাহিম ইমতিয়াজ আসালাত, দ্বীন মোহাম্মদ, মো. তাসিন আহমেদ, রায়ান আজাদ, নাভিদ রহমান জাদ, হাফিজুল ইসলাম নাদিল, ফয়সাল সাজিদ এবং এম.ডি. তাওসিফ হাসান তাহা।দীর্ঘ সাত বছরব্যাপী আলিম-আলিমাহ প্রোগ্রাম থেকে এবার ১১ ছাত্র ও দুই ছাত্রীসহ মোট ১৩ জন শিক্ষা সম্পন্ন করেছে।তারা হলো- হুজাইফা শওকত, মিজানুর রহমান, জুনায়েদ আহমেদ, আসিল হাসান, হাফিজুল্লাহ মায়ান, খালিদ রহমতি, মোহাম্মদ মুয়াজ আন্দা, মোহাম্মদ মুসা বাকি, হাশমত উল্লাহ বাবুরি, মোহাম্মদ আজিজ তারজি, মোহাম্মদ মাসুম আহমেদ, বখতিয়ার খানের কন্যা এবং মোহাম্মদ ইসমাইল হোসাইনের কন্যা।

হাফস ইজাযাহ প্রোগ্রাম সম্পন্ন করেছে ১০ শিক্ষার্থী। তারা হলো- আহনাফ রাফিদ, কাজী আসিবুল্লাহ, সাফওয়ান খায়ের, উসমান মোহাম্মদ, সামিন ইয়াসির বিল্লাহ, আহমদজান নূরজি, মোহাম্মদ আবু সিফাত, মোহাম্মদ মুদাসসির, শাফায়েত ইসলাম শান্ত এবং তাশ-রিফ খান।কোরআন তেলাওয়াতের সাতটি স্বীকৃত কিরাআত পদ্ধতির উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে সাবআহ কিরাআত প্রোগ্রাম সম্পন্ন করেছে পঁ-াচজন।তারা হলো- কারি কাজী আসিবুল্লাহ, কারি মুহাম্মদ আবু সিফাত, কারি উসমান মোহাম্মদ, কারি এহসান মুওয়াহহিদ উদ্দিন এবং কারি আরিয়ান মোহাম্মদ হুসাইন।দারুল ইফতা প্রোগ্রাম থেকে এবার মুফতি আবদুল বাসিত রউফি গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেছেন। এ ছাড়া মাওলানা মুহাম্মদ মুয়াজ ও মাওলানা আবদুর রহমান খান ইফতা প্রোগ্রামের প্রথম বর্ষ সম্পন্ন করেছেন।শুধু ইসলামি শিক্ষাই নয়, শিক্ষার্থীদের মূলধারার একাডেমিক অগ্রযাত্রাকেও গুরুত্ব দিচ্ছে দারুল উলুম নি-উইয়র্ক। এবার ১৯ শিক্ষার্থী হাইস্কুল ও জিইডি পর্যায়ের শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। তাদের মধ্যে ১১ জন পেন ফস্টার হাইস্কুল ডিপ্লোমা এবং আটজন জিইডি ডিপ্লোমা অর্জন করেছে।

পেন ফস্টার হাইস্কুল ডিপ্লোমা অর্জনকারীরা হলো–আদিল আহমদ, সৈয়দ শুদ্ধ, সাইফ আনিক, নোহান রাকিন, হায়দার আলী হিলাবি, সারিদ হাসান, মোহাম্মদ বারো, জাকওয়ান বিন খায়ের, আয়ান সৈয়দ রহমান, মুহসিন বিন ওহিদ আল আজিজ এবং মুত্তাকি উল্লাহ চৌধুরী।জিইডি সম্পন্নকারীরা হলো–আলিফ ফিদা, শাফায়েত ইসলাম, আহনাফ রাফিদ, ইউনুস আহমেদ, ফারাবি রহমান, তাওসিফ আলম, মুহাম্মদ উসমানভ এবং মোহাম্মদ ফরহাদ মিয়া।

১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত দারুল উলুম নিউইয়র্ক প্রায় তিন দশক ধরে ইসলামি শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমন্বয় ঘটিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

প্রতিষ্ঠানটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত চার হাজারের বেশি শিক্ষার্থী তাদের বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে।প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে ৩৮০ জনের বেশি হাফেজ, ২৭০ জনের বেশি আলিম ও আলিমাহ, ১৬ জনের বেশি ইফতা বা মুফতি এবং ৭০ জনের বেশি সাবআহ ও আশারা কিরাআতের কারি শিক্ষা সম্পন্ন করেছে।পাশাপাশি ২৭০ জনের বেশি শিক্ষার্থী হাইস্কুল বা জিইডি সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির ২৫ শিক্ষার্থী ব্যাচেলর ডিগ্রি পর্যায়ে অধ্যয়ন করছে।নিউইয়র্কের মতো বিশ্বনগরীতে এই শিক্ষার্থীদের অর্জন তাই শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক গ্র্যাজুয়েশনের পরিসংখ্যান নয়। অভিবাসী মুসলিম পরিবারের নতুন প্রজন্ম যে ধর্মীয় বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রেখেও যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা ও পেশাগত জীবনে নিজেদের প্রস্তুত করতে পারে–দারুল উলুম নিউইয়র্কের এবারের ৭২ গ্র্যাজুয়েটের গল্প সেই সম্ভাবনারই একটি দৃশ্যমান উদাহরণ।

ক্যানসার ছড়িয়ে পড়েছে বাইডেনের শরীরে

(শেষ পাতার পর)

হান্টার বাইডেন গত ৮ আগস্ট এক সাক্ষাৎকারে এমন তথ্য জানিয়েছেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, বাবার এমন পরিস্থিতি দেখে তিনি খুবই ব্যথিত ও মর্মাহত। হান্টার বলেন, 'ক্যানসার ছড়িয়ে পড়েছে। তার শরীরের হাড় ও অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়েছে। ক্যানসারটি অনেক যন্ত্রণাদায়ক এবং এটি তার শরীরকে বিভিন্ন দিক দিয়ে দুর্বল ও অক্ষম করে ফেলেছে।' ৮৩ বছর বয়সী জো বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বয়স্ক প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

অভিযোগ রয়েছে, প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন তার শারীরিক অবস্থার সঠিক তথ্য লুকিয়েছেন তার স্ত্রী জিল বাইডেন ও হোয়াইট হাউজের উপদেষ্টারা। বিশেষ করে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বিতর্কে চরমভাবে পরাজিত হওয়া এবং নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার পর এ সমালোচনা আরো বৃদ্ধি পায়। হোয়াইট হাউজ ছাড়ার চার মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ২০২৫ সালের মে মাসে জো বাইডেন জানান তিনি ক্যানসার আক্রান্ত। হান্টার বাইডেন বিবিসিকে জানিয়েছেন, তার বাবার ক্যানসার হওয়ার বিষয়টি পুরো পরিবারের জন্য অনেক কঠিন বিষয় ছিল। বর্তমান অবস্থা তাদের জন্য আরো কঠিন।

তিনি বলেন, 'তাকে এমন অবস্থায় দেখা খুবই কষ্টের। আমার বাবার বর্তমান শারীরিক অবস্থা নিয়ে শুধু এটুকু বলতে পারি, আমার মনে হয় ওনি যদি কষ্টটা আরো বেশি করে প্রকাশ করতেন বা অভিযোগ করতেন, তবে ভালো হতো; কারণ পরিস্থিতি আসলেই ভালো নয়।' তবে তা সত্ত্বেও জনগুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় হলে সে ব্যাপারে জো বাইডেন এখনো কথা বলেন বলে জানিয়েছেন হান্টার। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর নিজের স্মৃতিকথা 'আমেরিকা, প্রমিজ মি' প্রকাশ করবেন জো বাইডেন। **সূত্র :** বিবিসি।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

একতা ঐক্য প্রগতি

বরিশাল সিটি ও সদর সোসাইটি ইউএসএ, ইনক

বাৎসরিক বনভোজন ২০২৬ ইং

২২শে আগষ্ট, রোজ শনিবার,

স্থানঃ Heckscher State Park, Taylor Pavilion.

চাঁদার হারঃ
একক ৪০ ডলার পরিবার (৪জন) ১৪০ ডলার, ০-৫ বছর ফ্রি, অতিরিক্ত জন প্রতি ৪০ ডলার।

বিশেষ আর্কষণ র‌্যাফেল ড্র

১ম পুরস্কার এয়ার টিকেট ঃ
JFK - Dha - JFK Sponsor: Rabby Syed

২য় পুরস্কার এয়ার টিকেট ঃ
NY - ORLANDO - NY Sponsor: M Hasan Reza

৩য় পুরস্কার এয়ার টিকেট ঃ
NY - N. FALLS - NY Sponsor: Jahangir K Sikder

সহ অনেক আকর্ষনীয় পুরস্কার

Zelle For Registration

Syed M Hasan (Reza) : 347-200-2626
Jahangir K Sikder : 929-250-4544
Syed Rahman : 347-477-7262

সার্বিক সহযোগীতায় ঃ
আমিরুল ইসলাম বুলবুল, ডাঃ সবুর, ডাঃ রুমানা সবুর
ডাঃ এম এস হোসেন মঞ্জু, মীর সাব্বির (কানেকটিকাট)
জেড এ হাওলাদার, কেয়া ওয়াদুদ, মোঃ হাফিজুল ইসলাম,
মিজানুর রহমান রুবেল, সারেং হালিম ও শোয়েব আহমেদ।

নিবেদনে

প্রধান সমন্বয়কারী
রাব্বী সৈয়দ
৪১৪-৩০৩-৯৪৩৩

সৈয়দ তুহিন
প্রধান তত্ত্বাবধায়ক
বনভোজন কমিটি
৩৪৭-৪৭৭-৭২৬২

শফিক আকবর
৯১৭-৮৯২-৭৫০০
ও
আলী আহসান ছোটন
তত্ত্বাবধায়ক
বনভোজন কমিটি

নিয়াজুর রহমান
হাসিব হোসেন
দিলরুবা ইসলাম
মুরাদুর রহমান
সমন্বয়কারী
বনভোজন কমিটি

বিশিষ্ট শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া পরিচালনায় ঃ **সানজিৎ সিয়াম, ফারজিন রাকিবা**

সার্বিক দায়িত্বেঃ আতাউর রহমান এ্যাড, দেলোয়ার হোসেন, জিয়াউদ্দিন হাসান কবীর, মাসুদ পারামানিক, মাহবুবুর রহমান শাহজাদা, আলীম আল মাঈনুল, আল আমিন বাবু, জে আলম, মীর রহমান, শাকিব হাসান, আমিন সাঈদ, মারুফ, শাহিন, খালেক, মামুন, বুলেট খান, কাজল, বেলায়েত, সৈয়দ তারিক, প্রিন্স সিকদার, সালাউদ্দিন বাবলু, শহিদ মুন্না, মঞ্জুর মোর্শেদ, দেলোয়ার মানিক, আব্দুর রব সরদার, অনিন, ওসান, চমক, দ্বীপ, শাহিন, গোলাম ফারুক সিকদার এ্যাড, রাশিদা বেগম বেবী, ইসমত জাহান, মশিউর রেজা, পারভেজ খান ও বরুণ কুমার দাস।

ধন্যবাদান্তে

সৈয়দ মুরাদুল হাসান (রেজা)
সভাপতি
বরিশাল সিটি ও সদর সোসাইটি ইউএসএ, ইনক
347-200-2626

ছাদিকুর রহমান ছাদি
কোষাধ্যক্ষ
বরিশাল সিটি ও সদর সোসাইটি ইউএসএ, ইনক
332-270-3506

জাহাঙ্গীর কবীর সিকদার
সাধারণ সম্পাদক
বরিশাল সিটি ও সদর সোসাইটি ইউএসএ, ইনক
929-250-4544

দারুল উলুম নিউইয়র্কের গ্রাজুয়েশন

(শেষ পাতার পর)

সুযোগও তৈরি করে। নিউইয়র্কের মুসলিম অভিবাসী কমিউনিটিতে বেড়ে ওঠা একদল শিক্ষার্থীর সাম্প্রতিক সাফল্য যেন সেই বাস্তবতারই প্রতিচ্ছবি। কেউ পবিত্র কোরআন সম্পূর্ণ মুখস্থ করেছে, কেউ দীর্ঘ সাত বছরের আলিম-আলিমাহ শিক্ষা শেষ করেছে, কেউ অর্জন করেছে কিরাআত ও ইজাযাহর উচ্চতর যোগ্যতা; একই সঙ্গে অনেকে সম্পন্ন করেছে হাইস্কুল ও জিইডি শিক্ষা।এই ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বিত পথচলার স্বীকৃতি মিলেছে দারুল উলুম নিউইয়র্কের ২০২৬ সালের গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে। হিফজ, আলিম-আলিমাহ, হাফস ইজাযাহ, সাবআহ কিরাআত, দারুল ইফতা এবং হাইস্কুল-জিইডি প্রোগ্রাম মিলিয়ে এবার মোট ৭২ শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষাজীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় সম্পন্ন করেছে।

গত ৮ আগস্ট জ্যামাইকার ১৫০-১১ ও ১৫০-১৫ হিলসাইড অ্যাভিনিউয়ে দারুল উলুম নিউইয়র্ক নিজস্ব ভবনে অনুষ্ঠিত হয় এ আয়োজন। বিপুলসংখ্যক মুসল্লি, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও কমিউনিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে আসর নামাজের পর শুরু হওয়া অনুষ্ঠান চলে রাত প্রায় ১১টা পর্যন্ত।অনুষ্ঠানজুড়ে ছিল উৎসব আর আবেগের আবহ। দীর্ঘদিনের অধ্যবসায় শেষে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করা শিক্ষার্থীদের হাতে যখন স্বীকৃতির স্মারক তুলে দেওয়া হয়, তাদের আনন্দের অংশীদার হন বাবা-মা ও স্বজনেরাও। শিক্ষার্থীদের কোরআন তেলাওয়াত, হামদ-নাত ও বিভিন্ন পরিবেশনা অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলেপ্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট এফ এ সর্দার বরকতউল্লাহর সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীরা বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন মুফতি মুজিবুর রহমান ও মুফতি আব্দুল্লাহ শিকান্দার।বক্তারা গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করা শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। পাশাপাশি সন্তানদের ইসলামি শিক্ষায় আগ্রহী করে তুলতে অভিভাবকদের দীর্ঘদিনের ত্যাগ, শ্রম ও সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন লন্ডন থেকে আগত মাওলানা আসগর হোসেন। পরে তার পরিচালনায় দোয়ার মধ্য দিয়ে আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে।অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট এফ এ সর্দার বরকতউল্লাহ বক্তব্য রাখেন এবং একাডেমিক স্টাডিজ বিভাগের প্রদান মাওলানা সুহেল টেলি দারুল উলুমের শিক্ষাকার্যক্রমের উপর আলোচনা করেন।

দারুল উলুম নিউইয়র্কের শিক্ষা কার্যক্রমের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো- ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া।শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। একই সঙ্গে রয়েছে সাধারণ শিক্ষা, হোমস্কুলিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী পাঠদান ও পরীক্ষার প্রস্তুতি। প্রযুক্তিনির্ভর কর্মজগতের প্রয়োজন বিবেচনায় আইটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এসবের মধ্যে রয়েছে গুগল সাইবারসিকিউরিটি সার্টিফিকেটের মতো প্রোগ্রাম। কর্তৃপক্ষ বলছে, তাদের লক্ষ্য এমন একটি প্রজন্ম গড়ে তোলা, যারা ইসলামি মূল্যবোধ ও নৈতিকতা ধারণ করার পাশাপাশি আধুনিক সমাজ, উচ্চশিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়ও সক্ষম হবে।

তাদের কার্যক্রম শুধু শ্রেণিকক্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কমিউনিটি আউটরিচ, কাউন্সেলিং ও ধর্মীয় দিকনির্দেশনার মাধ্যমেও নিউইয়র্কের মুসলিম কমিউনিটির সামাজিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে।প্রতিষ্ঠানটির ভাষ্য অনুযায়ী, এবারের ৭২ শিক্ষার্থীর গ্র্যাজুয়েশন শুধু ব্যক্তিগত অর্জনের গল্প নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে পরিবার, শিক্ষক এবং বৃহত্তর কমিউনিটির সম্মিলিত প্রচেষ্টা।এবারের গ্র্যাজুয়েশনে সবচেয়ে বড় একটি দল ছিল হিফজ প্রোগ্রামের। ২৪ শিক্ষার্থী পবিত্র কোরআন মুখস্থ করার এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সম্পন্ন করেছে।গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে তাদের প্ল্যাকের পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্বাক্ষরিত প্রেসিডেন্ট এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড এবং কোরআন মেমোরাইজেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। *(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)*

নিউইয়র্কে ‘সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড’ অনুষ্ঠিত

(শেষ পাতার পর)

পতাকা, ঐতিহ্যবাহী পোশাক, সংগীত ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় মুখর হয়ে ওঠে চারপাশ। দেশ ও সংস্কৃতির ভিন্নতা ছাপিয়ে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ঐক্যের বার্তা নিয়ে ৯ আগস্ট রোববার বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত হয় ‘সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড’। বাংলাদেশ সোসাইটি ইনকের উদ্যোগে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত জ্যাকসন হাইটসের ৩৭ অ্যাভিনিউয়ে ৬৯ স্ট্রিট থেকে ৮৭ স্ট্রিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় বহুল প্রতীক্ষিত এই প্যারেড। বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকা, ঐতিহ্যবাহী পোশাক, ব্যানার, সংগীত ও সাংস্কৃতিক উপস্থাপনায় পুরো এলাকা উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। প্যারেডে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের কমিউনিটি সংগঠন, সামাজিক ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং বিপুলসংখ্যক প্রবাসী অংশ নেন। নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের (এনওয়াইপিডি) সদস্যদেরও প্যারেডে অংশ নিতে দেখা যায়। শিশু-কিশোর থেকে প্রবীণড়বিভিন্ন বয়সী মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে প্যারেডটি দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটির ঐক্য ও বহুমাত্রিক সংস্কৃতির এক প্রাণবন্ত প্রদর্শনীতে পরিণত হয়।

প্যারেডের গ্র্যান্ড মার্শাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন শাহনেওয়াজ গ্রুপের প্রেসিডেন্ট ও সিইও শাহ শাহনেওয়াজ। আয়োজনের ইভেন্ট পার্টনার ছিল নিউ ইয়র্ক সিনিয়র অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার (এনওয়াইএসএডিসি) এবং গ্র্যান্ড স্পনসর ছিল গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার। অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ নেন কণ্ঠশিল্পী রানো আমেনা নেওয়াজ। ‘সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড’ উপলক্ষে রচিত বিশেষ থিম সং ছিল আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ। থিম সংটি রচনা করেন হুমায়ূন কবির ধলী। প্যারেডের শুরু থেকেই জ্যাকসন হাইটসের ৩৭ অ্যাভিনিউয়ে বিরাজ করছিল উৎসবের আমেজ। অংশগ্রহণকারীদের হাতে শোভা পায় নিজ নিজ দেশের জাতীয় পতাকা। বিভিন্ন সংগঠন নিজস্ব ব্যানার ও বর্ণিল সাজসজ্জা নিয়ে প্যারেডে যোগ দেয়। ঐতিহ্যবাহী পোশাক, সংগীত ও নানা পরিবেশনার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে দক্ষিণ এশিয়ার বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য।

আয়োজকেরা জানান, নিউইয়র্কে বসবাসরত দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করা এবং বৃহত্তর সমাজের সামনে এ অঞ্চলের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরাই ছিল আয়োজনের অন্যতম লক্ষ্য। একই সঙ্গে বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি, সহযোগিতা ও ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবেও প্যারেডটির আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশি কমিউনিটির অন্যতম বৃহৎ সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক প্যারেড সফল করতে দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুতি নেয়। প্যারেড এক্সিকিউটিভ কমিটির চিফ কোঅর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন শাহ শহীদুল হক এবং কনভেনার ছিলেন মহিউদ্দিন দেওয়ান। বাংলাদেশ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট আতাউর রহমান সালিম এবং জেনারেল সেক্রেটারি মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে সংগঠনটির বিপুলসংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মী আয়োজনের প্রস্তুতি ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় যুক্ত ছিলেন। প্যারেডের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবকেরাও শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

আয়োজনে অংশ নেওয়া কমিউনিটির সদস্যরা বলেন, নিউইয়র্কের মতো বহুজাতিক ও বহুসাংস্কৃতিক নগরীতে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মানুষকে একই প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার এমন উদ্যোগ নতুন প্রজন্মের সামনে নিজেদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও শেকড় তুলে ধরার গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করে। বিশেষ করে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত অংশগ্রহণ প্যারেডটিকে শুধু একটি সাংস্কৃতিক আয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং এটি পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি এবং দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটির সম্মিলিত শক্তির বহিঃপ্রকাশ হয়ে ওঠে। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং বিভিন্ন কমিউনিটির প্রাণবন্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে শেষ হয় এবারের ‘সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড’। আয়োজকেরা আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ পরিসরে দক্ষিণ এশিয়ার সব কমিউনিটিকে একত্রিত করে এই আয়োজন নিউইয়র্কের একটি নিয়মিত ও বহুল প্রত্যাশিত উৎসবে পরিণত হবে।

ARMAN CPA
ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com
সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)
F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

BD TAX & ACCOUNTING LLC
FILE YOUR TAX RETURN BY FEDERALLY LICENSED (EA) TAX PROFESSIONAL
- Individual Tax (All States)
- Business Tax (All States)
- Bookkeeping (QuickBooks)
- Payrolls (Pay Stubs)
- New Business Setup (including for Foreigner)
- Licensing
- IRS/State Audit

Munir Ahmed EA, MBA
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT
Immigration Form Fill-up Service
- Family Petition
- Citizenship Application
- Affidavit of Support
- Green Card Renewal
- Green Card Condition Removal
Maximum Refund
Affordable Fees
Professional Service
Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200
e-file
We Accept
37-22 73rd Street, Suite#2E
(Kabir Tower), Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-446-0042, Email: bdtaxllc@gmail.com

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সভা

(শেষ পাতার পর)

হয় দোয়া ও আলোচনা সভা । জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে অংশ নিতে আগামী ২১ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নিউইয়র্ক আসছেন। তাকে জেএফকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্বাগত জানানো থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী যতদিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকবেন, ততদিন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের অতন্দ্র প্রহরীর মতো তার ভ্যানগার্ড হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য গিয়াস আহমেদ। যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এম এ বাতিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল; বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, মূলধারার রাজনীতিবিদ, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আকতার হোসেন বাদল; নিউইয়র্ক স্টেট বিএন-পির সভাপতি মাওলানা অলিউল্যাহ আতিকুর রহমান; যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহসভাপতি নিয়াজ আহমেদ জুয়েল ও শামসুল ইসলাম মজনু; যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি আলহাজ বাবার উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক গোলাম হোসেন ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক সুরুজ্জামান; বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু; সন্দ্বীপ সোসাইটির সভাপতি ফিরোজ আহমেদ; নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সাবেক সভাপতি মাহফুজুল মাওলা নান্নু; সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন মজুমদার; ফারুক চৌধুরী, এম বাসেত রহমান, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, সৈয়দ এম রেজা, সাবেক মহিলা সম্পাদিকা সৈয়দা মাহমুদা শিরিন এবং যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর সরওয়ার্দী।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ সোলায়মান, আক্তারুজ্জামান হ্যাপি, মঈনুদ্দীন নটু, বাদল মির্জা, মারফত উল্যাহ, অ্যাডভোকেট রেজওয়ানা রাজ্জাক, স্টেট বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক দেওয়ান কাউছার, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক বদরুল হক আজাদ, রাজ্জাক চৌধুরী, মোহাম্মদ মহসীন, সালেহ আহমেদ মানিক, মাজহারুল ইসলাম জনি, সেলিম হোসেন ও জাহিদ হাসান সুমন প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে গিয়াস আহমেদ বলেন, 'জুলাই বিপ্লব কারও একক কৃতিত্বের বিষয় নয়, এটি সবার। তবে একটি কথা সবার স্মরণ রাখা প্রয়োজনড়লন্ডনে বসে থেকেও তারেক রহমান পুরো জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছিলেন। যে কারণে ফ্যাসিস্ট হাসিনা ভোট ডাকাতি ও ডামি নির্বাচন করতে বাধ্য হয়েছে।' গিয়াস আহমেদ আরও বলেন, তারেক রহমানই প্রথম শেখ হাসিনার পদত্যাগ দাবি করেছিলেন। এ সময় তিনি দলের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

আকতার হোসেন বাদল বলেন, আমরা সবাই বিএনপি পরিবারের সদস্য। তাহলে দলের মধ্যে কেন গ্রুপিং করব, কেন প্রতিহিংসার রাজনীতি করব? আমাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকবে, কিন্তু কোনো প্রতিহিংসা থাকবে না। নেতা আমাদের যে পদে দেবেন, সেখান থেকেই কাজ করব। পদ না দিলেও দলের জন্য কাজ করে যাব।'নিউ-ইয়র্ক স্টেট বিএনপির সভাপতি মাওলানা অলিউল্যাহ আতিকুর রহমান বলেন, 'আগামী ২১ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে অংশ নিতে নিউইয়র্কআসছেন। আমরা প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানাব। ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক বলেন, 'গিয়াস আহমেদ ও মোস্তফা কামাল পাশার নেতৃত্বে আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এবং রাষ্ট্রনায়ক তারেক রহমানকে নতুন বাংলাদেশ গড়তে সহযোগিতা করতে হবে।'অনুষ্ঠানের সঞ্চালক এম এ বাতিন দোয়া ও আলোচনা সভা সফল করতে সহযোগিতা করায় উপস্থিত নেতাকর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

জুলাইয়ে চাকরি হারিয়েছেন ২৩ হাজার চাকরিজীবী

বাংলাদেশ ডেস্ক : ইরানের সঙ্গে চলমান যুদ্ধ ও বিশ্ব অর্থনীতির স্থবিরতার মাঝেই গেলো জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে কর্মসংস্থান ব্যাপক আকারে কমেছে। দেশটির অর্থনীতিবিদদের ভুল প্রমাণিত করে এক মাসেই অপ্রত্যাশিতভাবে চাকরি হারিয়েছেন ২৩ হাজার চাকরিজীবী। অর্থনীতিবিদরা যেখানে প্রায় ৯৫ হাজার নতুন চাকরির আশা করেছিলেন, সেখানে উল্টো এই ধস ইঙ্গিত দিচ্ছে যে থমকে যেতে বসেছে যুক্তরাষ্ট্রের সার্বিক শ্রমবাজার।প্রতিবেদনে জানানো হয়, যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম বিভাগ কেবল জুলাইয়ের হতাশাজনক চিত্রই তুলে ধরেনি, আগের দুই মাস– মে ও জুনের হিসাব থেকেও কাটছাঁট করেছে প্রায় ১ লাখ ৩ হাজার কর্মসংস্থান। ফলে এটি এখন স্পষ্ট যে, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়োগ পরিস্থিতি কাগজে-কলমে যতটা ইতিবাচক দেখানো হয়েছিল, বাস্তবে পরিস্থিতি ছিল বেশ নাজুক। অবশ্য অবাক করা বিষয় হলো, কর্মসংস্থান কমলেও জুলাইয়ে বেকারত্বের হার ৪.২ শতাংশ থেকে সামান্য কমে দাঁড়িয়েছে ৪.১ শতাংশে। তবে অর্থনীতিবিদরা সতর্ক করে বলছেন, এই হার কমার কারণ নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হওয়া নয়; বরং কাজ খোঁজার মানসিকতা ছেড়ে মানুষের শ্রমশক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। জুলাই মাসে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার নেমে এসেছে ৬১.৪ শতাংশে, যা ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারির পর সবচেয়ে কম। সবচেয়ে বেশি ধাক্কা খেয়েছে স্থানীয় সরকারের শিক্ষা খাত এবং খুচরা বিক্রয় (রিটেইল) খাত। এই দুই খাত থেকে যথাক্রমে ৫০ হাজার ও ১৯ হাজার চাকরি বিলুপ্ত হয়েছে। অন্যদিকে, সংকটময় এই সময়ে কেবল কিছুটা আশার আলো দেখিয়েছে স্বাস্থ্যসেবা খাত, যেখানে নতুন করে যুক্ত হয়েছে ২২ হাজার কর্মী। বিশ্লেষকদের মতে, মার্কিন বাজার এখন এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যাকে তারা বলছেন 'কম ছাঁটাই, কম নিয়োগের' সময়। প্রতিষ্ঠানে নতুন কর্মী নেয়া প্রায় বন্ধ থাকলেও গণছাঁটাইয়ের ঘটনাও কম।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ

(শেষ পাতার পর)

বর্ষপূর্তি উপলক্ষে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে দিনব্যাপী জুলাই রেভল্যুশন কমেমোরেশন ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৮ আগস্ট শনিবার আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের মূল বিষয় ছিলো জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহত শহীদদের স্মরণ, আহতদের আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান, মানবাধিকার, গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, জবাবদিহি, রাষ্ট্রীয় সংস্কার এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা।

নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির পাশাপাশি দেশ বিদেশের শিক্ষাবিদ, মানবাধিকারকর্মী, সাংবাদিক, কবি, লেখক, আইনজীবী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি নেতারা সরাসরি এবং অনলাইনে অনুষ্ঠানে অংশ নেন। দিনব্যাপী বিভিন্ন পর্ব পরিচালনা ও সঞ্চালনা করেন আলিফ নাবিলা ও আব্দুল কাদের।বক্তারা জুলাইয়ের ঘটনাপ্রবাহকে কেবল একটি রাজনৈতিক অধ্যায় হিসেবে নয়, বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, মানবিক মর্যাদা, ন্যায়বিচার ও রাষ্ট্রীয় জবাবদিহির আকাঙ্ক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক অধ্যায় হিসেবে তুলে ধরেন। তাঁরা জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি, আন্দোলনের সময় মানুষের আত্মত্যাগ, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ, গুম ও নির্যাতন, আয়নাঘর, শহীদ ও আহত পরিবারের ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ এবং ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রব্যবস্থায় জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে সরাসরি বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জন রিভস, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গিয়াস আহমেদ, ভাসানী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আলী ইমাম শিকদার, ম্যাগেলান অ্যারোস্পেসের মানবসম্পদ পেশাজীবী মুহতাসিম মাহি রহমান, সংগীতশিল্পী ও কবি নজরুল ইসলাম, ঊনবাঙালের প্রতিষ্ঠাতা কবি কাজী জহিরুল ইসলাম, প্রবাহ সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদের সদস্যসচিব কবি সোহেল হামিদ, কবি আবুল বাশার, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মঈনুদ্দিন নাসের, মীর মাসুম আলী, আইকিউএনএর মাহতাব উদ্দিন খান, প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ-এর আব্দুল আলীম, দীপন গাজী ও আজিজুর রহমান।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন উই আর দ্য পিপলের মানবাধিকারকর্মী জ্যাকব মিল্টন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট শাহ নেওয়াজ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট নীরা, সহকারী অধ্যাপক ড. ইমরান আনসারী, প্রভাষক ও প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ-এর প্রফেসর আবিদ বাহার, ডা. জুন্নুন চৌধুরী, প্রফেসর শোয়াইব আহমেদ ভূঁইয়া, বারুখ কলেজের অধ্যাপক জামেল কয় হাডসন, প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ-এর ড. শেখ মিজান, লেখক মিসবাহ উদ্দিন এবং লেখক আবুল কালাম আজাদ। বক্তারা বলেন, জুলাইয়ের ইতিহাস সংরক্ষণ করতে হলে শুধু স্মরণসভা আয়োজন করলেই হবে না। নতুন প্রজন্মের কাছে সত্যনিষ্ঠভাবে আন্দোলনের ইতিহাস, মানুষের আত্মত্যাগ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তুলে ধরতে হবে। একই সঙ্গে জুলাইয়ে যারা জীবন দিয়েছেন ও আহত হয়েছেন, তাঁদের আত্মত্যাগকে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তাঁরা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লেখক ও গবেষক ইমাম উদ্দিন চৌধুরী, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মঈনুদ্দিন নাসের, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, লেখক ও গণমাধ্যমকর্মী তাসের মাহমুদ, বিএএজি-এর সভাপতি জয়নাল আবেদিন এবং কলামিস্ট, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক রিমন ইসলাম। এছাড়াও নিউইয়র্কের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মানবাধিকার, পেশাজীবী ও কমিউনিটি সংগঠনের প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন। তাঁদের উপস্থিতিতে আয়োজনটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের বৃহৎ মিলনমেলা ও মতবিনিময়ের পরিসরে পরিণত হয়। দেশ বিদেশ থেকে অনলাইন ও বিশেষ সংযোগে বক্তব্য রাখেন অ্যাক্টিভিস্ট ও লেখক পিনাকী ভট্টাচার্য, অবসরপ্রাপ্ত লে. জেনারেল আবদুল্লাহিল আমান আযমী, সাবেক প্রধান প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, প্রফেসর শোয়াইব আহমেদ ভূঁইয়া এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকারকর্মী, অ্যাক্টিভিস্ট ও কলামিস্ট ড. টম। তাঁরা জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের প্রশ্ন, রাষ্ট্রীয় জবাবদিহি, গুম ও নির্যাতনের অভিযোগ, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো নিয়ে বক্তব্য দেন।

এছাড়া এলইডি পর্দায় ধারণকৃত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যুক্ত হন ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ এবং একুশে পদকপ্রাপ্ত মানবাধিকারকর্মী, আলোকচিত্রী ও লেখক ড. শহিদুল আলম। তাঁদের বক্তব্যে জুলাই বিপ্লব, মানবাধিকার, ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র ও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে।সাংস্কৃতিক পর্বে শিল্পী সুরাইয়া আক্তার সাইফার 'শ্রাবণের বিপ্লব' পরিবেশনা এলইডি পর্দায় প্রদর্শিত হয়। পরিবেশনাটিতে জুলাইয়ের সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও বিপ্লবের চেতনাকে শিল্পের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।আলোচনায় বক্তারা জুলাইয়ের শহীদ ও আহতদের আত্মত্যাগের যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি জনসচেতনতা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

কে হচ্ছেন দেশের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি

(প্রথম পাতার পর)

কাজ। আনুষ্ঠানিকতার পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক কাজও রয়েছে। এর মধ্যে কোথাও যেন ত্রুটি না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের। সব ধরনের রাষ্ট্রীয় আচার মানতেই এ উদ্যোগ বলে জানান বঙ্গভবনের কর্মকর্তারা। তাঁরা জানান, ১৮ মাসের অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বঙ্গভবনের অনেক রেওয়াজ পরিবর্তন করা হয়েছে। জনবল কমানো হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আচার লঙ্ঘন করা হয়। বঙ্গভবনে নতুন রাষ্ট্রপতি আসাকে কেন্দ্র করে এসব ত্রুটিবিচ্যুতি ঠিক করা হচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে এ নিয়ে কড়া নির্দেশনা রয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষ তদারকিও করা হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের আগেই নতুন রাষ্ট্রপতিকে বরণ করার সব ধরনের কার্যক্রম শেষ করা সম্ভব বলে জানান বঙ্গভবনের কর্মকর্তারা। বঙ্গভবনের নতুন বাসিন্দা হতে পারেন বিএনপি মহাসচিব, স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। রাষ্ট্রপতি পদে তাঁকেই প্রার্থী মনোনীত করার ব্যাপারে বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ে আলোচনা রয়েছে বলে দলটির দায়িত্বশীল একাধিক নেতা জানিয়েছেন। যদিও আগে অনেকের নাম আলোচনায় এসেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মির্জা ফখরুলের নামই দলটিতে গুরুত্ব পেয়েছে। বিএনপি এবার একজন রাজনীতিবিদকেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করতে চায়। আর তা হতে হবে দলের ভিতর থেকে। দলটির নেতারা এমন অবস্থানের ইঙ্গিত দিয়ে আসছেন। সেই অবস্থান থেকেই রাষ্ট্রপতি পদে বিএনপি মহাসচিবের নামই বিবেচনায় এসেছে বলে জানান দলটির অনেকে।

এ বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠন করেছে। বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। যদিও সংসদে প্রধান বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামী প্রথমে কোনো প্রার্থী না দেওয়ার কথা বলেছিল। পরে ১১-দলীয় জোট থেকে শরিক দল এলডিপি নেতা অলি আহমদকে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। ২০ আগস্ট সংসদের বিশেষ বৈঠকে এমপিদের ভোটে নির্বাচিত হবেন নতুন রাষ্ট্রপতি। **ফাইল স্বাক্ষর আর রুটিন কাজ করে সময় কাটছে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির :** ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হাফিজ উদ্দিন আহমদ নিয়মিত অফিস করছেন বঙ্গভবনে। প্রতিদিন বেলা ১১টার মধ্যেই অফিসে উপস্থিত হচ্ছেন তিনি। রাষ্ট্রপতির কাছে আসা ফাইলগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছেন, দেখছেন সতর্কভাবে। স্বাক্ষর করার উপযুক্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে স্বাক্ষর করছেন। আবার পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন হলে সেগুলো পাঠিয়ে দিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরে। এর বাইরে রাষ্ট্রপতির যেসব রুটিন কাজ সেগুলোও করছেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি। এভাবেই বঙ্গভবনে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় কাটছে তাঁর। রাজধানীর যানজটের কথা চিন্তা করে তিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত অবস্থান করেন বঙ্গভবনে। অফিসফেরত লোকজনের সমাগম কমলে বের হন। থাকছেন সংসদ সচিবালয়ে অবস্থিত স্পিকারের বাসভবনে। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এরই মধ্যে তিনি কয়েকটি রাষ্ট্রীয় প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছেন। বক্তৃতা দিয়েছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে বাণী দিয়েছেন। কর্মঘণ্টাগুলোয় বঙ্গভবনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে নিয়মিত বৈঠক করছেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের কূটনীতিকের সঙ্গে নির্ধারিত বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন। পাশাপাশি নির্বাচিত এলাকার মানুষের সঙ্গেও নিয়মিত দেখা করেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হাফিজ উদ্দিন আহমদ। নতুন রাষ্ট্রপতিকে বরণের বিষয়গুলো তিনিও কিছুটা তদারকি করছেন বলে জানান বঙ্গভবনের কর্মকর্তারা। জানতে চাইলে রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব সরওয়ার আলম বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, নতুন রাষ্ট্রপতিকে বরণের জন্য সব ধরনের প্রস্তুতির কাজ নেওয়া হয়েছে। বঙ্গভবনের কর্মকর্তারা এখন এসব নিয়ে ব্যস্ত। অন্যদিকে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি নিয়মিত অফিস করছেন বঙ্গভবনে। ফাইল স্বাক্ষরের পাশাপাশি রুটিন কাজগুলো করছেন তিনি। মো. সাহাবুদ্দিন পদত্যাগ করায় ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার নেন জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের পর ২৪ জুলাই শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে সংসদের শপথকক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে হাফিজ উদ্দিন আহমদ নিজেই তা নিশ্চিত করেন। উল্লেখ্য, সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির মৃত্যু, পদত্যাগ, শারীরিক অসামর্থ্য বা অভিশংসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত স্পিকার ওই দায়িত্ব পালন করেন। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০২৩ সালের ২৪ এপ্রিল ২২তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন মো. সাহাবুদ্দিন। সংবিধান অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি পদে মো. সাহাবুদ্দিনের পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০২৮ সালের এপ্রিলে। অর্থাৎ তাঁর মেয়াদের আরও প্রায় এক বছর নয় মাস বাকি ছিল।

৩৫ বছর পর ভোটে নির্বাচিত হবেন রাষ্ট্রপতি : ৩৫ বছর পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হবেন দেশের ২৩তম রাষ্টপ্রতি। নির্বাচন কমিশনের ডাকা জাতীয় সংসদের বিশেষ বৈঠকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ ২০ আগস্ট। সেদিন বেলা ২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ হবে। নির্বাচনে সংসদ সদস্যরা নির্ধারিত ভোটকেন্দ্রে গিয়ে প্রার্থীর নাম লিখে ভোট দেবেন। ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর ফলাফল প্রস্তুত করে তা প্রকাশ করা হবে। জাতীয় সংসদের মিডিয়া সেন্টারে প্রেস ব্রিফিংয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন তথ্য জানান সরকারদলীয় চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি। এর আগে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে স্পিকার, চিফ হুইপ, বিরোধীদলীয় প্রতিনিধিসহ নির্বাচন কমিশন ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য ২০ আগস্ট সংসদ সদস্যদের বৈঠক ডেকে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। জাতীয় সংসদ ভবনে সংসদ সদস্যদের এ বৈঠক হবে। নিজ দলের পছন্দের প্রার্থীর বাইরে কোনো সংসদ সদস্য ভোট দিতে পারবেন না। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, দলের সিদ্ধান্তের বাইরে তাঁরা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। ৩৫ বছর পর এবার সংসদে রাষ্ট্রপতি পদে ভোট গ্রহণ হতে যাচ্ছে। এর আগে ১৯৯১ সালের ৮ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির দুজন মনোনীত প্রার্থীর মধ্যে তখন বিএনপির আবদুর রহমান বিশ্বাস রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ব্রিফিংয়ে চিফ হুইপ বলেন, 'মনোনয়নপত্র দাখিল ও প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ১৮ আগস্ট। এরপর আমরা নির্বাচন করব। আমাদের বিএনপিদলীয় প্রার্থী আমরা এখনো চূড়ান্ত করিনি। প্রধানমন্ত্রীকে এ বিষয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি আমাদের দলের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবেন।' বর্তমান ভোটপদ্ধতি সম্পর্কে চিফ হুইপ বলেন, 'ভোট প্রকাশ্য বা গোপন যেভাবেই হোক, সেখানে ভোটদাতাকে নিজের নাম ও আসন নম্বর লিখতে হবে। ফলে কে কাকে ভোট দিয়েছেন, তা শনাক্ত করা সম্ভব। এখানে আপাতত কোনো গোপনীয়তা নেই। ভবিষ্যতে যেভাবে সিদ্ধান্ত হবে, সেভাবেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' বিরোধী দল থেকেও একজন প্রার্থী দেওয়ার কথা জানিয়ে চিফ হুইপ বলেন, 'নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আজকে আমরা বসেছিলাম। বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ, নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা এবং সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তারা স্পিকারের সভাপতিত্বে বৈঠক করেছি।' তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রপতি, সংসদ নেতা, বিরোধীদলীয় নেতা এবং স্পিকার মহোদয় ভোট দেবেন। ভোট দেওয়ার সময় গণমাধ্যমের উপস্থিতি থাকবে। ভোট গ্রহণ সরাসরি দেখানো হবে। ভোট শেষ হওয়ার পর ফলাফল প্রস্তুতের সময়ও গণমাধ্যমকে জানানো হবে।' চিফ হুইপ জানান, সংসদ ভবনের ভিতরেই ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে। ভোটের জন্য বুথ থাকবে। সংসদ সদস্যরা সেখানে গিয়ে ভোট দেবেন। তিনি বলেন, মোট ৩৪৯টি ভোট আছে। যদি দেখা যায় এক ঘণ্টার মধ্যেই ভোট হয়ে গেছে, তাহলে এক ঘণ্টা পর ফলাফল প্রস্তুতের কাজ শুরু করা যাবে। আর যদি কোনো ভোট বাকি থাকে, তাহলে বিকাল ৫টার পর ভোট শেষ করে ফলাফল প্রস্তুত করা হবে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা থাকবে জানিয়ে চিফ হুইপ বলেন, নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা থাকবেন। কমিশন থেকে কোনো কমিশনার এলে তিনিও থাকবেন। সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তারা তাঁদের প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা দেবেন।

জুলাই সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন চেয়েছিল বিরোধী দল : বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম ব্রিফিংয়ে বলেন, 'আমাদের প্রত্যাশা ছিল, জুলাই সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনটা হওয়া। নির্বাচনের পরে যেহেতু গণভোটের রায়ও সংস্কারের পক্ষে এসেছে, সংসদ যদি সেটার সংস্কার করে, ৭০ অনুচ্ছেদ সংস্কার করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনটা করতে পারতাম এবং জুলাই সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অনেক জায়গায় বৃদ্ধি পাওয়ার কথা ছিল। তাহলে আমরা আসলেই একটা নতুন বাংলাদেশ, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ, ক্ষমতার ভারসাম্য এবং একজন রাষ্ট্রপতি পেতাম, যিনি আরও বেশি সম্মানিত ও গ্রহণযোগ্য হতেন। কিন্তু সেটা হয়নি।' তিনি বলেন, 'তারপরও যেহেতু নির্বাচন হচ্ছে, আমরা এটা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হতে দিতে চাই না। সে কারণে বিরোধী দলের জায়গা থেকে প্রার্থী দেওয়া হয়েছে।'

মির্জা ফখরুলকে ঘিরেই বিএনপির সব প্রস্তুতি

দেশের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিএনপির প্রার্থী হচ্ছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরই। দলের উচ্চপর্যায়ের একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে, বিএনপি চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এরই মধ্যে এ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছেন। ফলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে মির্জা ফখরুলকে ঘিরেই বিএনপির সব প্রস্তুতি। আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতি হিসেবে দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবে বিএনপি। ঘোষণার পরপরই নির্বাচন কমিশনের তপশিল অনুযায়ী বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ সময়সীমার আগেই আনুষ্ঠানিকভাবে তার মনোনয়নও জমা দেওয়া হবে। এদিকে নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ জানিয়েছেন, আগামী ২০ আগস্ট বিরতিহীনভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ওইদিন দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত জাতীয় সংসদ ভবনের অধিবেশন কক্ষে এ ভোট অনুষ্ঠিত হবে। এ বিষয়ে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ মো. নূরুল ইসলাম মনি বলেছেন, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দলের সিদ্ধান্তের বাইরে কেউ ভোট দিতে পারবেন না। ভোট দিলে তাদের সদস্য পদ বাতিল হবে। অন্যদিকে আগামী ২৭ আগস্ট সংসদের তৃতীয় অধিবেশন বসছে বলে জানিয়েছে সংসদ সচিবালয়।

উল্লেখ্য, ঠাকুরগাঁও-১ আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিএনপি মহাসচিব ছাড়াও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এখন আলোচনা হচ্ছে, সব দিক বিবেচনায় মির্জা ফখরুলই রাষ্ট্রপতি পদে বিএনপির প্রার্থী চূড়ান্ত এটি নিশ্চিত। তবে তিনি দেশের নতুন রাষ্ট্রপতি হলে একই সঙ্গে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় শূন্যতা তৈরি হবে। সেগুলো হচ্ছে বিএনপি মহাসচিব পদ, স্থানীয় সরকার বিষয়কমন্ত্রী এবং ঠাকুরগাঁও-১ আসনের সংসদ সদস্য। ফলে কে হবেন তার উত্তরসূরি, এ নিয়ে চলছে নানা আলোচনা। গত ২৪ জুলাই ২২তম রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন অসুস্থতা দেখিয়ে পদত্যাগ করেন। এরপর ২০ আগস্ট ভোটের তারিখ রেখে ৬ আগস্ট তপশিল ঘোষণা করে ইসি। এরই মধ্যে দেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য জোটের প্রার্থী হিসেবে এলডিপি চেয়ারম্যান কর্নেল (অব.) অলি আহমদের নাম চূড়ান্ত করেছে জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় ঐক্য। আর বিএনপি দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করবে। ফলে একাধিক বৈধ প্রার্থী থাকলে ৩৫ বছর পর দ্বিতীয়বারের মতো রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট গ্রহণ হবে।

ইসির তপশিল অনুযায়ী, ২০ আগস্ট রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন হবে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে ১৩ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। ইসি সূত্র জানায়, রাষ্ট্রপতি পদে একই ব্যক্তির নামে দুটি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার বিধান আছে। কারণ, একটি মনোনয়নপত্রে কোনো ভুলত্রুটি থাকলে যাতে অন্যটি বিবেচনায় নেওয়া যায়। সদ্য বিদায়ী রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের নির্বাচনের সময়ও এমনটা করা হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেন সংসদ সদস্যরা। সচরাচর ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজয়ী হন। বিরোধী দল সাধারণত এ পদে প্রার্থী দেয় না। তাই ভোটাভুটির দরকার হয় না। তবে এবার জাতীয় সংসদের বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন জোট রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছে। বিএনপিতে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ও আনুষ্ঠানিকতা: রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঘিরে বিএনপিতে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি এবং আনুষ্ঠানিকতা। সংশ্লিষ্টরা এ বিষয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন। রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে ব্যাপক আলোচনা। এখন সবার আগ্রহের বিষয়ভুকে হচ্ছেন দেশের নতুন রাষ্ট্রপতি। হয়তো সেটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বিধি অনুযায়ী প্রার্থীকে মনোনয়নপত্রে সম্মতিসূচক স্বাক্ষর প্রদান করতে হয়। এরই মধ্যে সংশ্লিষ্ট সম্মতিসূচক নথিতে স্বাক্ষর সম্পন্ন করেছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। যদিও এ বিষয়ে বিএনপির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য এখন পর্যন্ত আসেনি। এমনকি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরও এ বিষয়ে মন্তব্য করতে চান না। ইসি থেকে বিএনপির পক্ষে এরই মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য দুটি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। নয়াপল্টন বা গুলশান কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণার বিষয়ে সব প্রস্তুতি চূড়ান্ত করা হয়েছে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। জানতে চাইলে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি বলেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য আমরা দুটি মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছি। সব প্রস্তুতি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করা হচ্ছে। দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করা হবে (বুধবার)। এরপরই আমরা অন্যান্য প্রক্রিয়া শেষ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই নির্বাচন কমিশনে মনোনয়নপত্র জমা দেব।

দীর্ঘ ত্যাগের মূল্যায়ন: রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও দলীয় নেতাদের মতে, দীর্ঘ চার দশকের বেশি সময় ধরে রাজপথের আন্দোলনে ভূমিকা ও কঠিন সময়ে দল পরিচালনার পুরস্কার হিসেবে মির্জা ফখরুলকে দেশের সর্বোচ্চ সম্মানিত পদে আসীন করা হচ্ছে। ২০১১ সালে ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব এবং ২০১৬ সালে পূর্ণাঙ্গ মহাসচিবের দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দলের নেতৃত্ব ধরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তিনি। তার রয়েছে বর্ণাঢ্য পারিবারিক ইতিহাস। মির্জা ফখরুল নিজেও তার ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন বিসিএস ক্যাডার হিসেবে সরকারি কলেজের শিক্ষকতা দিয়ে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কী করতে পারেন আর কী পারেন না?

বিবিসি বাংলা : কে হচ্ছেন বাংলাদেশের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি- এ নিয়ে নানা আলোচনা চলছে। রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক দায়িত্ব এবং এই পদের ক্ষমতা নিয়েও চলছে বিশ্লেষণ। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে রাষ্ট্রপতিকে কী দায়িত্ব পালন করতে হয়? সংবিধান কী বলছে, বাস্তবে কী ঘটছে- এমন নানা প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করছেন অনেকেই। পরবর্তী রাষ্ট্রপতি ইস্যুতে সিদ্ধান্ত নিতে দলীয় সর্বোচ্চ ফোরাম অর্থাৎ স্থায়ী কমিটির বৈঠকও করেছে বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বিএনপি। অথচ সংবিধানে রাষ্ট্রপতি পদটির ভূমিকা অনেকটাই 'আলংকারিক'। কেবল প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ও শপথ পড়ানো ছাড়া এই পদাধিকারী স্বাধীনভাবে আর তেমন কোনো কাজই করতে পারেন না। তারপরও এই পদে কাকে দেওয়া হচ্ছে, এ নিয়ে এত আলোচনা আর চিন্তাভাবনা কেন? বিশ্লেষকরা বলছেন, বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নেই, আবার অনেক ক্ষমতা। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদাধিকারী হিসেবে আপদকালীন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতিই হয়ে উঠতে পারেন ক্ষমতার মূল উৎস। এমনকি বাংলাদেশের ইতিহাসে রাষ্ট্রপতি পদের ক্ষমতা এবং সেই ধারা পরিবর্তনের ঐতিহাসিক পর্বগুলো নিয়েও নানা আলোচনা চলছে। বর্তমানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি পদকে অনেকটা আলংকারিক হিসেবে বর্ণনা করা হলেও একসময় এই পদাধিকারীরাই ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এছাড়া সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরও রাষ্ট্রপতি ইস্যুতে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব কিংবা পদত্যাগের মতো নজিরও রয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাসে।

সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা : ১৯৯১ সালে দ্বাদশ সংশোধনীর পর থেকেই বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা চলমান রয়েছে। যেখানে রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা থাকে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার হাতে এবং রাষ্ট্রপতি হন রাষ্ট্রের প্রধান। সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদে স্পষ্ট করে বলা আছে যে, রাষ্ট্রপতি কেবল প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ এবং প্রধান বিচারপতি নিয়োগ- এই দুটি কাজ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে করতে পারেন। বাকি সব দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ীই তাকে কাজ করতে হয়, যা সংবিধানের ৫৬(৩) অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সংসদ আহ্বান করা, স্থগিত করা ও ভেঙে দেওয়া, সংসদে পাস হওয়া বিলে সম্মতি দেওয়া, জরুরি অবস্থা ঘোষণা এবং রাষ্ট্রদূত নিয়োগ, যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি চুক্তি অনুমোদন, ক্ষমা প্রদর্শনসহ সব বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ীই কাজ করবেন রাষ্ট্রপতি। যদিও প্রধানমন্ত্রী আসলেই রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিয়েছেন কিনা, তা নিয়ে কোনো আদালত প্রশ্ন তুলতে পারবে না বলেও সংবিধানে উল্লেখ আছে। অর্থাৎ দুটি ক্ষেত্র ছাড়া বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক ক্ষমতা মূলত আনুষ্ঠানিক। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ীই তাকে কাজ করতে হয়। প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রেও মূলত সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধান বা তাদের পছন্দ অনুযায়ী ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিয়ে থাকেন। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ বলছেন, "সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির তেমন কোনো ক্ষমতা নাই।" এক্ষেত্রে, সদ্য সাবেক রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন এবং ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকারের আমলে রাষ্ট্রপতি পদে দায়িত্ব পালন করা আব্দুর রহমান বিশ্বাসের উদাহরণ টানেন তিনি। মি. মোরসেদ বলছেন, "উনি (মো. সাহাবুদ্দিন) মনেপ্রাণে আওয়ামী লীগের লোক। কিন্তু পাঁচই অগাস্টের পর উনি শেখ হাসিনাকে স্বৈরাচার বলেছেন। কিন্তু উনি কি জরুরি অবস্থা দিয়েছেন? দেননি। কারণ রাষ্ট্র ক্ষমতায় যারা থাকেন তাদের কথার বাইরে রাষ্ট্রপতির কিছু করার সুযোগ নেই।" একইভাবে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বিএনপির শাসনামলে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বে থাকা আব্দুর রহমান বিশ্বাসের কথাও বলছেন মি. মোরসেদ। "বিএনপি সরকারের পতনের পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলো। তিনি (আব্দুর রহমান বিশ্বাস) চাইলে সংসদ ভেঙে দিতে পারতেন, কিন্তু দেননি। কারণ সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ইচ্ছাই চূড়ান্ত," বিবিসি বাংলাকে বলেন মনজিল মোরসেদ। অথচ রাষ্ট্রপতি পদটি নিরপেক্ষ থাকার কথা ছিল বলেই মনে করেন বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো সংসদীয় গণতন্ত্রে সর্বময় ক্ষমতা সবসময় নিজেদের হাতেই রাখতে চেয়েছে। "আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে রাষ্ট্রপতি, যদি তিনি কাজ করতে পারেন। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে তা করতে দেওয়া হয় না। দলগুলোই রাষ্ট্রপতিকে পদে বসায়, তাই তিনি স্বাধীন নন," বিবিসি বাংলাকে বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সাব্বির আহমেদ।

বিশেষ পরিস্থিতিতে ক্ষমতাবান : সংসদীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট নিয়ম ও সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু রাষ্ট্রের বিশেষ পরিস্থিতিতে এই পদের ক্ষমতা ভিন্ন হয়ে উঠতে পারে। যার উদাহরণ বেশ কয়েকবার বাংলাদেশে দেখা গেছে। এছাড়া রাষ্ট্রপতি পদে সংবিধান যে ক্ষমতা কাগজেকলমে দিয়েছে, সেটা প্রয়োগের ক্ষেত্রে নেপথ্যে কোনো একটি শক্তি, আন্তর্জাতিক চাপ বা সমর্থন যদি থাকে, তাহলে রাষ্ট্রপতি অনেক সময় বড় ভূমিকা রাখতে পারেন। অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ বলছেন, "ক্ষমতার আড়ালে থাকা খেলোয়াড়রা রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে যদি কিছু করাতে চান, তাহলে ওনার অনেক ক্ষমতা। উনি সেনা সমর্থিত সরকার আনতে পারেন, জরুরি অবস্থা জারি করতে পারেন, সংসদ ভেঙে দিতে পারেন।" সংবিধানই রাষ্ট্রপতি পদকে বিশেষ সুরক্ষা দিয়েছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে যেমন কোনো আদালতে জবাবদিহি করতে হবে না, তেমনি তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা বা গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি করা যাবে না। "সব বিধিনিষেধের ঊর্ধ্বে ওঠার ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রপতিরই আছে। তার যে-কোনো উদ্যোগকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে না কেউ," বিবিসি বাংলাকে বলেন অধ্যাপক সাব্বির আহমেদ। বিশ্লেষকরা বলছেন, রাষ্ট্রপতি পদের অনেক ক্ষমতা, কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে ক্ষমতার ভারসাম্য কোথায় আছে তার ওপরই নির্ভর করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রয়োগ করা না করার বিষয়টি। তার নামেই সবকিছু করা হলেও অনেক সময় আসলে সিদ্ধান্ত আসে ভিন্ন কোন জায়গা থেকে। এক্ষেত্রে পাঁচই অগাস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন পরবর্তী সময়ের কথা বলছেন বিশ্লেষকরা। তাদের মতে, ওই সময় সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি চাইলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন দিতে পারতেন, কিন্তু তা হয়নি। কারণ বাস্তব ক্ষমতার ভারসাম্য ছিল অন্য জায়গায়। "পাঁচই অগাস্ট থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের আগ পর্যন্ত তিনদিনে রাষ্ট্রপতি যেসব পদক্ষেপ নিয়েছেন মূলত রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে যেটা করানো হয়েছে, সেটিই তিনি করেছেন," বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. মোরসেদ। তবে বাংলাদেশের ইতিহাসে বেশ কয়েকটি সংকটময় মুহূর্তে রাষ্ট্রপতিকে একক বা স্বাধীনভাবে ক্ষমতার প্রয়োগও করতে দেখা গেছে।

ব্যক্তির ওপরও ক্ষমতা নির্ভর করে : বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতি চালু হওয়ার পরও নানা কারণে কয়েকবার আলোচনার কেন্দ্রে এসেছে *(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে WEEKLY BANGLADESH

কে হচ্ছেন দেশের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি

(৩৬ পাতার পর)

রাষ্ট্রপতি পদটি। অনেক সময় রাষ্ট্রপতিকে গুরুত্বপূর্ণ বা জোরালো ভূমিকায় দেখা গেছে। আবার তৎকালীন সরকার প্রধানের সাথে রাষ্ট্রপতির দ্বন্দ্ব বা মতভিন্নতার মতো ঘটনাও ঘটেছে। ১৯৯৬ সালে বিচারপতি হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দুইজন ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানোকে ঘিরে তৎকালীন সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিমের সাথে দ্বন্দ্ব শুরু হয় বিএনপির স্পিকার পদ থেকে রাষ্ট্রপতি হওয়া আবদুর রহমান বিশ্বাসের। এর পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকায় সৈন্যদের মার্চ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন লে. জেনারেল নাসিম। অন্যদিকে তৎকালীন রাষ্ট্রপতির অনুগত সেনা কর্মকর্তাদের একটি অংশ সেই চেষ্টা ঠেকাতে নিজেদের সৈন্য সমাবেশ করতে শুরু করেন। ওইদিন বাংলাদেশে একটি সেনা অভ্যুত্থানের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। পরে সেনাপ্রধানের ওই চেষ্টা ঠেকিয়ে দেওয়া হয়। তখন সেনাপ্রধানকে অব্যাহতি দিয়ে আটক করা হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে সরকারে আসার পর দলের বাইরের ব্যক্তি সাবেক বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেছিল আওয়ামী লীগ। তবে তিনি রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর 'জননিরাপত্তা আইন' নামের একটি বিতর্কিত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানান। সেকারণে তাঁর সাথে তৎকালীন সরকার এবং আওয়ামী লীগের তিক্ততা তৈরি হয়েছিল। ২০০১ সালে নির্বাচনে পরাজিত হবার পর আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনের বিরুদ্ধে 'বিশ্বাসঘাতকতার' অভিযোগ এনেছিলেন। সংসদীয় পদ্ধতিতে সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি অতি সীমিত ক্ষমতার অধিকারী হলেও রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর পাঁচ বছরের মেয়াদে সাহাবুদ্দীন আহমদ তার নিরপেক্ষ ভূমিকার জন্য প্রশংসিত ছিলেন। ২০০২ সালে বিএনপি সরকারের সময় রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করা এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর প্রসঙ্গও আনছেন বিশ্লেষকরা। বিএনপি থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার সাত মাসের মধ্যে পদত্যাগ করতে হয়েছিল বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে। সেই সময় তার বিরুদ্ধে বিএনপির দুটি ক্ষোভ ছিল। একটি হলো রাষ্ট্রপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরী কর্তৃক বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা, প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে না যাওয়া, আর দ্বিতীয়তঃ জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে উল্লেখ না করা। ফলে নিজেদের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকেই পদত্যাগ করতে বলেছিল ওই সময়ের সরকার। এমনকি প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রপতি অভিশংসনের আলোচনাও উঠেছিল তখন। পরে অবশ্য বদরুদ্দোজা চৌধুরী নিজেই পদত্যাগ করায় আর অভিশংসনের প্রয়োজন হয়নি। ২০০৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তীব্র বিরোধের মধ্যে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ নিজেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পরের কয়েকমাস তিনি সরকার পরিচালনা করে নির্বাচন আয়োজনের ব্যবস্থাও করেছিলেন। অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ বলছেন, এটি রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার সবচেয়ে বড়ো প্রয়োগ। "ওই সময় তার অধীনেও নির্বাচন হতে পারতো। পরে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে হয়েছে, যে সরকার দুই বছর ক্ষমতায় ছিল," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি ।যদিও পরবর্তীতে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে তাকে সরকার প্রধানের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু তার নামেই তখন জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল। এরপরের দুই বছর ফখরুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে থাকলেও তাকে বড় কোনো ভূমিকায় দেয়া যায়নি। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ব্যবহার এবং নিরপেক্ষতার পুরো বিষয়টি- কে রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন এবং তার ব্যক্তিত্বের ধরণ কেমন, এই বিষয়গুলোর ওপরও নির্ভর করে বলেই মনে করেন অধ্যাপক সাব্বির আহমদ। তিনি বলছেন, "একসময় শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরীর মনোমালিন্য হয়েছিল এবং তার ফলশ্রুতিতে তিনি কিন্তু রাষ্ট্রপতির পদ ছেড়ে দিয়েছিলেন।" বিশ্লেষকদের অনেকেই মনে করেন, বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থায় দলীয় আধিপত্যের কারণে রাষ্ট্রপতিকে তার ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করতে দেওয়া হয় না। ফলে রাজনৈতিকভাবে না চাইলে সর্বজন গ্রহণযোগ্য রাষ্ট্রপতি পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ সবগুলো দলই তাদের পছন্দের ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতির পদে বসাতে চায়।

একসময় রাষ্ট্রপতিই ছিলেন সর্বেসর্বা : বাংলাদেশের ইতিহাসে রাষ্ট্রপতি পদ সবসময় দুর্বল ছিল না। শাসনব্যবস্থার ধরন অনুযায়ী এই পদের ক্ষমতায় বড়ো তারতম্য ঘটেছে। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সরকারের মূল ক্ষমতা ছিল রাষ্ট্রপতির হাতেই। "যখন মুজিবনগর সরকার হয়, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রই ছিল অস্থায়ী সংবিধান- সেখানে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারি সংসদীয় ব্যবস্থায় আনা হয়," বিবিসি বাংলাকে বলেন লেখক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ। এরপর কয়েক বছর সংসদীয় ব্যবস্থা চললেও ১৯৭৫ সালের ২৪শে জানুয়ারি চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে আবারও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় ফেরে বাংলাদেশ, আবারও রাষ্ট্রপতি হন শেখ মুজিবুর রহমান। "এরপর থেকে দীর্ঘদিন একদলীয় শাসনব্যবস্থায় চলেছে এবং সেটার উত্তরাধিকারী বহন করেছেন জিয়াউর রহমান এবং জেনারেল এরশাদ। এরপর একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে ১৯৯১ সালে আবারও আমরা সংসদীয় ব্যবস্থায় ফিরলাম," বলেন মি. আহমদ। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা সরাসরি রাষ্ট্রপতির হাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল। ১৯৯০ এর গণ-আন্দোলনে জেনারেলএরশাদের শাসনের পতনের পর নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সংসদে সংবিধানে দ্বাদশ সংশোধনী এনে আবারও সংসদীয় পদ্ধতি ফিরিয়ে আনা হয় এবং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সংকুচিত হয়। এরপর থেকেই সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তাদের সমর্থিত বা অনুগত ব্যক্তিকেই এই আসনে বসিয়েছে।

অঙ্গন
পার্টি হল
ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432
বিয়ে
জন্মদিন
আকিকা
বেবি শাওয়ার
বিবাহ বার্ষিকী
সভা-সেমিনার
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকে শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো।
এখানে রেগুলার ইভেন্টসহ
যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য বুকিং নেওয়া হয়
929-512-6426
ইমেইল:
anaganhallny@gmail.com

Framework Finance LLC

প্রবাসে থেকে নিশ্চিন্তে
বাড়ি করুন দেশে

এই প্রথম আপনার USA-এর
ক্রেডিট কোয়ালিফিকেশন দিয়ে
বাংলাদেশে ফাইনান্স করতে পারবেন
আপনার স্বপ্নের ফ্ল্যাট/জমিটি

বিস্তারিত জানতে এখনই কল করুন

516-508-6698 (USA)
+880-16786-23252 (BD)

অথবা ভিসিট করুন

www.frameworkfinance.com

118-35 QUEENS BOULEVARD FOREST HILLS TOWER,
#400, FOREST HILLS, NY 11375

NRBC BANK
RUPAYAN GROUP
FDL
BUILD

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

লং আইল্যান্ড বাংলাদেশ সোসাইটি ইউএসএ ইনক্
Long Island Bangladesh Society USA Inc.
বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা ২০২৬
তারিখ ১৫ আগস্ট ২০২৬ শনিবার সকাল ১০ টায়
স্থান HECKSCHER STATE PARK
TAYLOR PAVILION 2
1 Heckscher State Parkway, East Islip, NY 11730
সঙ্গীতে নাজু আখন্দ
নৃত্য শিল্পী জাগরিতি রাং
র‍্যাফেল ড্র
স্বর্ণালংকার সেট
রিটার্ন বিমান টিকেট
টিভি, লেপটপ
আরো ৯ টি আকর্ষনীয় পুরস্কার
প্রধান অতিথি: আমির হোসেন কামাল
বিশেষ অতিথি:
মোঃ কামাল
Mortgage Broker / Owner Home central capital
শাহীনুর রহমান সানি
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী
সুধী, আস্সালামু আলাইকুম।
আগামী ১৫ আগস্ট ২০২৬ রোজ শনিবার লং আইল্যান্ড বাংলাদেশ সোসাইটি ইউএসএ ইনক্ এর উদ্যোগে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সবুজ ছায়াঘেরা মনোরম পরিবেশে হেকশেয়ার স্টেট পার্ক, লং আইল্যান্ড বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত বনভোজনে আপনি/আপনারা স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।
আমন্ত্রণে
সমন্বয়কারী
মোঃ শামসুজ্জামান ৩৪৭-৬০৭-৬৮০০
মোঃ এস হুদা ৬৪৬-২৫৮-৪৪১৮
শাহনাজ হোসেন ৯১৭-৮৩২-২২৩০
সুব্রত পল ৬৪৬-২৫৮-৪৪১৮
মোহাম্মদ কে আহাম্মদ (জসীম)
আহবায়ক, ৯১৭-৪১২-৭৭৩৯
যুগ্ম আহবায়ক
আজমল হোসেন ৯২৯-৩৫০-৪২৭১
রাজ কুমার ৬৪৬-২৬৯-১৮৭০
বাবর ভূঁইয়া ৬৩১-৪৫৫-৬৭৬৬
আপ্যায়নে
মোঃ শওকত আহাম্মদ, ৫১৬-৩৪৩-৯৩৫৫
মোহাম্মদ রেজা, ৫১৬-৫২৮-৮৮৫২
এসএম বাহাদুর, ৭১৮-৯০২-৯৪৬১
মোঃ হেলাল উদ্দিন, ৩৪৭-৫৫৭-৫২০৫
অর্থ সচিব
গৌরব সাহা
৬৪৬-৬৪৩-৭২৪৪
সনেট খান
সদস্য সচিব, ৩৪৭-৩৯৩-০৩৭৬
যুগ্ম সদস্য সচিব
আনোয়ার ওসমান -৫১৬-৭০৯-১৪৫৩
আরজু আহমেদ-৬৩১-৬৩৯-৬০১২
শাহ এম মাহমুদুজ্জামান -৬৪৬-২৭৬-৬৭১৬
সাংস্কৃতিক ও খেলাধুলায়
সদানন্দ হালদার, ৩৪৭-৩৫০-৪৮৩৪
শাহীনুর শানু, ৯২৯-৩৫০-৬০৩৯
আনোয়ার ওসমানী ৫১৬-৭০৯-১৪৫৩
আবুল বশর ৯১৭-৪২০-৩৯৫২
চাঁদার পরিমান:
পরিবার ১০০ ডলার (৩জন)
একক ৪০ ডলার
স্বামী-স্ত্রী ৭০ ডলার
শুভেচ্ছান্তে
ডোনার
মোঃ সারফ রাজ
(সিইও, ক্রিস্পি ফ্রাইডস চিকেন)
আইয়ুব চৌধুরী হারুন
উপদেষ্টা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কমিউনিটি
মোহাম্মদ কে আহাম্মদ
গৌরব সাহা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
আনোয়ার হোসেন তালুকদার (স্বপন)
সভাপতি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কমিউনিটি
মোঃ সাকিরুল ইসলাম খান (সাকির)
মোঃ মশিউর রহমান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
দুলাল বেহেদু প্রেসিডেন্ট ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইনক
মোহাম্মদ হুদা
হাকিম খান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
মোঃ হেলাল উদ্দিন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
টিডিএস ইন্সুরেন্স ব্রোকারেজ
সনেট খান সমাজ সেবক
আজমল হোসেন সমাজ সেবক
আলমগীর হোসেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
এইচ এম জামিল বেঙ্গল হোম কেয়ার
সার্বিক সহযোগিতা
ব্রাহ্মণবাড়িয়া কমিউনিটি অব নর্থ আমেরিকা ইনক
মোহাম্মদ সরফরাজ রাজ
সভাপতি, ২৩৯-২৬৯-৩২৮৩
মোঃ সাকিরুল ইসলাম খান (সাকির)
সাধারণ সম্পাদক, ৬৩১-৫৫২-৯৫০২

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

'র' প্রধানের বাংলাদেশে সফরের আড়ালে!

(প্রথম পাতার পর)

'র' এর প্রধান পরাগ জৈন। এদিকে 'র'- প্রধান-এরকা সফর নিয়ে 'জল্পনা-কল্পনা' শুরু হয়েছে। কি ঘটছে পর্দার আড়ালে। সরকারের একটি সূত্র একটি গণমাধ্যমকে জানিয়েছে, বাংলাদেশি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে এই সফরে পরাগ জৈন চার সদস্যের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তবে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের এই সফরের বিষয়ে কোনো দেশই আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো তথ্য প্রকাশ করেনি। পরাগ জৈন ভারতের বহিঃগোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইংয়ের (আরএডব্লিউ বা র) সেক্রেটারির দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ বা এসপিজির স্পেশাল সেক্রেটারির দায়িত্বে রয়েছেন। এদিকে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর প্রধান পরাগ জৈনের ঢাকা সফর নিয়ে অযথা 'জল্পনা-কল্পনা' না করার পরামর্শ দিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান। তিনি বলছেন, বাংলাদেশের ডিজিএফআই প্রধান যেমন কিছুদিন আগে ভারতে গিয়েছিলেন, সেরকম সরকারি সফরে 'র' প্রধান এবার ঢাকায় এসেছেন। এটা দুই প্রতিবেশী দেশের স্বাভাবিক যোগাযোগের অংশ। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ও অর্জন নিয়ে মঙ্গলবার তথ্য অধিদপ্তরে আয়োজিত সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন তথ্য উপদেষ্টা। তিনি বলেন, 'র'-এর যিনি এসেছেন, প্রধান এসেছেন, তাকে নিয়ে প্রচুর স্পেকুলেশন দেখছি। তিনি চায়না থেকে ঢাকায় এসেছেন। এটাও তার এক ধরনের সফর এবং আমাদের যে কাউন্টারপার্ট আছে তার সাথে বসবেন। সরকার যদি মনে করে সেই সফরের পর কোনো একটা স্টেটমেন্ট হয়তো দেওয়া হবে। কিন্তু এটা নিয়ে স্পেকুলেশনের কিছু নেই।' জাহেদ উর রহমান বলেন,

'অনেকে এমন ভাব করছেন, যে গোপন। (অথচ) সবাই সব জানেন, পত্রিকায় সব চলে এলো। কিন্তু এরকম কথা নেই, কোনো ব্যাপারই নেই, যেমন আমাদের যিনি গোয়েন্দা প্রধান আছেন তিনি তো ভারতে গিয়েছিলেন।'

পরাগ জৈন ভারতের বহিঃগোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইংয়ের (আরএডব্লিউ বা র) সেক্রেটারির দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ বা এসপিজির স্পেশাল সেক্রেটারির দায়িত্বে রয়েছেন। দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টার মধ্যে গত রবিবার দুপুরে তিনি সরকারি সফরে ঢাকা পৌছান। ঢাকা সফরে তার সঙ্গে রয়েছেন অশ্বীন মুকুন্দ কোটনিস, রাহুল নেগি এবং শৈবাল রায় চৌধুরী। তথ্য উপদেষ্টা বলেন, 'একটা কথা আমি একটু ক্লিয়ার করতে চাই, জনাব ত্রিবেদী, (দীনেশ ত্রিবেদী) হাই কমিশনার কিন্তু তার বক্তব্যে এই কথাটা বলেছেন, যে কথাটা আমরা সবসময় বলি, আমাদের তো প্রতিবেশী পাল্টানো যাবে না। এটা পররাষ্ট্রনীতিতে বলা হয়, বন্ধু পাল্টানো যায়, কিন্তু প্রতিবেশী পাল্টানো যায় না। সো আমাদের তো আসলে এনগেজ করতে হবে।' ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক 'ঠিকঠাক' করার প্রত্যাশা তুলে ধরে উপদেষ্টা বলেন, 'নতুন করে আমাদের সম্পর্ক রিঅ্যালাইনড়আমি বারবার রিঅ্যালাইনমেন্টের কথা বলছি। কারণ আগে যেভাবে ভারত বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে চেয়েছে, টু সাম পার্টি অর টু সাম পার্সন, স্পেসিফিক্যালি একজন মানুষের প্রতিই তারা সম্পর্ক করতে চেয়েছে, সেটা না হয়ে এখন জনগণের সাথে হতে হবে।' জাহেদ উর রহমান বলেন, 'ভারতের বক্তব্যে আমরা অন্তত এই আলাপটা এখন দেখছি, তারা জনগণের সাথে সম্পর্কের কথা বলছেন। সুতরাং সেটা ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা, আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা, তাদের যেসব কাউন্টারপার্ট যারা আছে, তাদের মধ্যে এনগেজমেন্ট, তাদের মধ্যে কথাবার্তা এগুলো তো হতে হবে।' তিনি বলেন, 'ব্যাপারটা হচ্ছে এই, ভারতের কোনো সংস্থা, কোনো প্রতিষ্ঠান আগে যেভাবে বাংলাদেশে কাজ করেছেড়আমি হাসিনার আমলের কথা বলছিড়যে ধরনের অ্যাটিটিউড করেছে, সেটা হতে পারবে না, আমরা আলাপ করছি সেটা।' তথ্য উপদেষ্টা বলেন, 'একটা স্বাধীন, সার্বভৌম, আত্মমর্যাদাশীল জাতির সাথে যেভাবে আচরণ করতে হয়, কথা বলতে হয়... ভারতের নিরাপত্তা নিয়ে তাদের কোনো বক্তব্য থাকতে পারে, আমাদেরও থাকতে পারে। এগুলো নিয়ে আলাপ-আলোচনা হবে। কিন্তু ওই যে বললাম, দুটো স্বাধীন, সার্বভৌম দেশ আলাপ করছে, এভাবে এটা হতে হবে।' সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সার্বিক অগ্রগতিও তুলে ধরেন উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান। তথ্য অধিদপ্তরের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা সৈয়দ আবদাল আহমদ এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মো. আলম মোস্তফা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

'বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক নতুন করে তৈরি হবে' : প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান আরো বলেছেন, বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক নতুন করে তৈরি হবে। গত ১৭ বছর যেভাবে সম্পর্ক ছিল, সেখান থেকে বেরিয়ে সমতার ভিত্তিতে দুই দেশের সম্পর্ক গড়ে তোলা হবে। সাবেক স্বৈরাচারী শাসক শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকার সময়ের মতো ভারতের কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশে কাজ করতে দেওয়া হবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, এখন থেকে সবকিছু স্বাধীন, সার্বভৌম ও আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে আলোচনার মাধ্যমে করা হবে।

'প্রধানমন্ত্রী যে কোনো সময় ভারতে যেতে পারেন' : প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর প্রসঙ্গে জাহেদ উর রহমান বলেন, বিমসটেকের সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ভারত। এ ছাড়া ভারতের পক্ষ থেকেও আলাদাভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আর প্রধানমন্ত্রী যে কোনো সময় ভারতে যেতে পারেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরার প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, তাকেও দেশে পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা দেওয়া হবে। সবচেয়ে বীভৎস মানুষটাও তার নাগরিক অধিকার পাবে। ভারতের 'র' প্রধানের বাংলাদেশ সফর নিয়ে জল্পনার কিছু নেই : প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা : বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার বিষয়ক উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান বলেছেন, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র-এর প্রধানের ঢাকা সফর নিয়ে স্পেকুলেশনের কিছু নেই। মঙ্গলবার সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'র-প্রধান চীন থেকে এসেছেন। এটা এক ধরনের সফর। তিনি এখানে তার কাউন্টারপার্টের সাথে বৈঠক করবেন। এ নিয়ে সরকার মনে করলে সফরের পর বিবৃতি দিতে পারে। এটা নিয়ে স্পেকুলেশনের কিছু নেই। আমাদের গোয়েন্দা প্রধানও ভারতে গেছেন, সফর করেছেন।' তিনি বলেন, 'দুই দেশের সম্পর্ক তো নতুন করে রিঅ্যালাইনমেন্ট করতে হবে। তবে আগে যেই সম্পর্ক তারা করতে চেয়েছে সেটি ছিল একজনের সাথে। তাকে জনগণের সাথে সম্পর্ক করতে হবে। ভারতের কোনো সংস্থা, কোনো প্রতিষ্ঠান আগে যেভাবে কাজ করেছে, যে অ্যাটিচুড করেছে, এখন সেভাবে হবে না। স্বাধীন সার্বভৌম দেশের সাথে যেভাবে হয় সেভাবে হতে হবে। দুটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের মতো হতে হবে।' ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কের বিষয়ে তিনি বলেন, 'ভবিষ্যৎ সম্পর্কের যে রিয়েল অ্যালাইনমেন্টের আলাপ তারা এখন করছেন, তার অনুকূল পরিবেশ ভারতের দিক থেকে তৈরি করতে হবে।' জাহেদ উর রহমান বলেন, 'বাংলাদেশের দীর্ঘকাল যে সমস্যা হয়েছে, আমরা দেখেছি নানা সময়ে ওই সরকার (শেখ হাসিনা সরকার) অপ্রেসিভ হয়ে উঠতে পেরেছিল, তার ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল, তার সাথে ভারতের যোগাযোগের বিষয়ে জনগণের সন্দেহ আছে।' 'তাকে (শেখ হাসিনা) তো প্রত্যর্পণের কথা ছিল। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে ফেরত চাই। তাকে আইনের আওতায় আনতে চাই। তিনি সেখানে সংবাদ সম্মেলন করলেন। যাকে বিচার করতে চাই তিনি ওখানে বসে ওটা করছেন। এটা ভারতকে আন্তরিকভাবে নিতে হবে যে বাংলাদেশের সাথে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কেমন হবে, কী হবে।' বাংলাদেশের ক্রিকেটার সম্প্রতি রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিরাপত্তার বিষয়ে যা বলেছেন, সে বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে জাহেদ উর রহমান বলেন, 'সাকিব আল হাসান ভালো খেলোয়াড় হতে পারে কিন্তু তিনি একজন নষ্ট পচে যাওয়া মানুষ।' 'উই ডোন্ট কেয়ার উনি কত নামী দামী মানুষ। এসব ফালতু কথা উনি বলেন সরকারকে কিছুটা চাপে ফেলার জন্য। উনি বাংলাদেশে আসবেন মামলা ফেস করার জন্য। উনি আসলে কি এয়ারপোর্টে লোকজন মব করবে? নো ওয়ে। তার প্রত্যেকটি কথা সরকারের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা।' তিনি বলেন, শেখ হাসিনা বাংলাদেশে এলে পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে আসবেন ও পূর্ণ অধিকার ভোগ করবেন বিচার প্রক্রিয়ায়। 'এখানে বীভৎস অপরাধীও তার আইনগত অধিকার পাবেন, সেটা হাসিনাই হোক আর সাকিব আল হাসানই হোক।'

সেবাবঞ্চিত ৫৬ হাজার প্রবাসী

(প্রথম পাতার পর)

সঙ্গে বিরোধ, বেতন-ভাতা না পাওয়া কিংবা প্রতারণার শিকার হলে অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি কূটনৈতিক সহায়তা পাওয়ার সুযোগ থাকে না। তখন তৃতীয় কোনো দেশে থাকা বাংলাদেশি মিশনের ওপর নির্ভর করতে হয়। ওই ২৭ দেশে কর্মরত অন্তত ৫৬ হাজার ৪৩০ জন বাংলাদেশি কর্মী। বিশ্বে ১৯৩টির বেশি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের দূতাবাস, হাইকমিশন বা কনস্যুলার সেবা রয়েছে ৮২টি দেশে। এমন পরিস্থিতিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মিশন স্থাপন করার দাবি তুলেছেন অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা। সম্প্রতি কম্বোডিয়াসহ কয়েকটি দেশে বাংলাদেশি কর্মীদের প্রতারণার শিকার হওয়ার ঘটনার বিষয়টিকে নতুন করে সামনে এনেছে। দেশটিতে থাকা বাংলাদেশি কর্মীদের কেউ কেউ বিভিন্ন ধরনের প্রতারণা ও স্ক্যাম সেন্টারের ফাঁদে পড়েছেন। একই ধরনের ঝুঁকি দেখা গেছে মধ্য এশিয়ার কয়েকটি দেশেও। কম্বোডিয়া থেকে ফিরে আসা একাধিক প্রবাসী জানান, দালালের প্রতারণায় এসব দেশে গিয়ে বিপদে পড়েন তাঁরা। সে দেশে সহযোগিতা পাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। দুর্ভোগ থাকলেও সবকিছুর জন্য নির্ভর করতে হয়েছে দালালদের ওপর। থাইল্যান্ডে বাংলাদেশ দূতাবাস প্রবাসীদের কনস্যুলেট সেবা দিলেও কর্মীরা অনিয়মিত হওয়ায় সে দেশে যাওয়া বা প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নেওয়া সম্ভব ছিল না। গ্রিসে থাকা বাংলাদেশি শিক্ষার্থী সানজিদা বলেন, 'এ দেশে আসার পর থেকে দেখছি অনেক বৈধ-অবৈধ বাংলাদেশি আছেন। দূতাবাস না থাকায় আমরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিতে গেলে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। অবৈধভাবে থাকা অনেকে কিছু সহযোগিতা চাইলেও পাওয়া সম্ভব হয় না।' তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশের নিজস্ব কূটনৈতিক মিশন বা কনস্যুলার সেবা নেইড় এমন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশি কর্মীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি কম্বোডিয়ায়। দেশটিতে রয়েছেন ১৫ হাজার ৯২৩ জন কর্মী। এরপর কিরগিজস্তানে ছয় হাজার ৬৬৩, সার্বিয়ায় পাঁচ হাজার ৯৯১, লাওসে পাঁচ হাজার ৭৭৮ ও কঙ্গোতে পাঁচ হাজার ১২০ জন কর্মী রয়েছেন। এ ছাড়া ফিজিতে তিন হাজার ৩৪৯ জন, বেলারুশে দুই হাজার ২৬৮ জন, উত্তর মেসিডোনিয়ায় এক হাজার ৮০২ জন, ব্রাজিলে এক হাজার ৫৬১ জন এবং মঙ্গোলিয়ায় এক হাজার ৪২৯ জন কর্মী। ইউরোপের কয়েকটি দেশেও বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য নিজস্ব কূটনৈতিক সেবা নেই। গ্রিস, মাল্টা, মলদোভা, ক্রোয়েশিয়া, বুলগেরিয়া, স্লোভেনিয়া, হাঙ্গেরি, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, পোল্যান্ড, ফিনল্যান্ড ও লিথুয়ানিয়ায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী রয়েছেন। এ ছাড়া মোজাম্বিক, সোমালিয়া, আইভরি কোস্ট, আজারবাইজান, পাপুয়া নিউগিনি ও সামোয়ায় বেশ কিছু কর্মী রয়েছেন। সব মিলিয়ে এই ২৭ দেশে কর্মরত বাংলাদেশি কর্মীর সংখ্যা ৫৬ হাজার ৪৩০। ঢাকা ব্র্যাক মাইগ্রেশন ওয়েলফেয়ার সেন্টারের ম্যানেজার আল আমিন নয়ন বলেন, 'বাংলাদেশের দূতাবাস বা কনস্যুলেট নেইড় এমন ২৭টি দেশে ৫৬ হাজারের বেশি বাংলাদেশি কর্মী রয়েছেন। এসব কর্মী সেখানে নিরাপদে আছেন কি না, বিপদে পড়েছেন কি নাড়এ বিষয়ে ভাবা দরকার।' তিনি বলেন, 'কম্বোডিয়ায় আমরা দেখেছি, দূতাবাস বা কনস্যুলেট না থাকায় অনেক কর্মী নির্ধারিত কম্পানিতে কাজ না পেয়ে স্ক্যাম সেন্টারে আটকা পড়েছেন এবং নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এসব দেশে কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে মনিটরিং ও নজরদারি জোরদার করতে হবে। কর্মী পাঠানোর আগে সংশ্লিষ্ট দেশের পরিস্থিতি যাচাই এবং কর্মী পাঠানোর পর রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে নিয়মিত ফলোআপ নিশ্চিত করতে হবে।' বিপদে তৃতীয় দেশের মিশনে ভরসা : বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের জন্য দূতাবাস বা কনস্যুলেট শুধু পাসপোর্ট বা ভিসাসংক্রান্ত সেবা দেওয়ার প্রতিষ্ঠান নয়। কোনো কর্মী নিয়োগকর্তার সঙ্গে বিরোধে জড়ালে, বেতন-ভাতা না পেলে, প্রতারণার শিকার হলে, গ্রেপ্তার হলে কিংবা দুর্ঘটনায় পড়লে দূতাবাসের সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ ছাড়া কোনো কর্মীর মৃত্যু হলে মরদেহ দেশে পাঠানো, আইনি সহায়তা নিশ্চিত করা, স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ এবং শ্রমিকের অধিকার রক্ষায়ও কূটনৈতিক মিশনের ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু যেসব দেশে বাংলাদেশের নিজস্ব কূটনৈতিক মিশন নেই, সেখানে বিপদে পড়া কর্মীদের তৃতীয় কোনো দেশে থাকা বাংলাদেশি মিশনের ওপর নির্ভর করতে হয়। 'অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মিশন স্থাপন করতে হবে' : অভিবাসন ও শরণার্থী বিষয়ক বিশেষজ্ঞ আসিফ মুনীর বলেন, 'গুরুত্বপূর্ণ অনেক দেশে বাংলাদেশের দূতাবাস নেই। অথচ এসব দেশে অনেক বাংলাদেশি যান। সেখানে গিয়ে তাঁরা নানা ধরনের প্রতারণার শিকার হলে দূতাবাসের সুযোগ-সুবিধা পান না। ফলে নানা ধরনের সমস্যা হয়।' তিনি বলেন, 'যেসব দেশে অভিযোগ বা প্রতারণার আশঙ্কা বেশি, সেসব দেশকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে। সেখানে আমাদের প্রতিনিধি, দূতাবাস অথবা কনস্যুলেট স্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে। কম্বোডিয়াসহ যেসব দেশে সাম্প্রতিক সময়ে এ ধরনের ঘটনা বেশি ঘটছে বা ঝুঁকির আশঙ্কা রয়েছে, সেগুলোকে প্রথম পর্যায়ে রাখা যেতে পারে।' আসিফ মুনীর বলেন, 'কূটনৈতিক কিছু নিয়ম-কানুনের কারণে সব দেশে চাইলেই দূতাবাস খোলা যায় না। আবার শুধু দূতাবাসই একমাত্র ব্যবস্থা নয়। কনস্যুলেট হতে পারে, লেবার উইং বা অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় প্রতিনিধি নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। সরকারকে এ ধরনের বিকল্প মেকানিজম বের করতে হবে। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।' অনারারি কনসালের ব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করেন এই অভিবাসন বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেন, 'আমাদের দেশেও বিভিন্ন দেশের অনারারি কনসাল রয়েছে। কোনো দেশে বাংলাদেশি প্রবাসীদের মধ্য থেকে প্রভাবশালী ও গ্রহণযোগ্য কাউকে অনারারি কনসাল হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া যায় কি না, সেটিও বিবেচনা করা যেতে পারে। তিনি নিয়মিত রিপোর্ট করবেন এবং বিপদে পড়া বাংলাদেশিদের সহযোগিতা করবেন।' আসিফ মুনীর বলেন, 'আমাদের ইমিগ্রেশন অথবা বিএমইটি থেকে যাদের ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হয়, তারা যদি না জানে যে ওই দেশে আসলে কী পরিস্থিতি, সেখানে মানুষ কাজ করতে পারবে কি না। তাহলে না জেনে অনুমোদন দেওয়া ঠিক হবে না।' প্রয়োজনে ঝুঁকিপূর্ণ কিছু দেশের ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে কর্মী পাঠানো বন্ধ রাখার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে আসিফ মুনীর বলেন, 'যেখানে আমাদের শ্রমবাজার নেই, যেখানে চাকরির সুযোগ নেই এবং যেখানে কর্মীদের প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা বেশি, সেসব দেশে শুধু যাওয়ার সুযোগ আছে বলেই কর্মী পাঠানো উচিত নয়।' পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কনস্যুলার ও ওয়েলফেয়ার অনুবিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, 'আমাদের দূতাবাস ও কনস্যুলেট সেবা আছে ৮২টা দেশে। সব দেশ আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ না। আবার অনেক দেশ গুরুত্বপূর্ণ হলেও সেখানে সেবা নেই। তবে সেসব দেশের সেবা পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে দূতাবাস বা কনস্যুলেট সেবা দিতে আর্থিক বিষয়ও জড়িত। সরকার এ বিষয়ে পর্যালোচনা করতে পারে।'

যুক্তরাষ্ট্রের ১ লাখ ৭৫ হাজার ভিসা বাতিল

(প্রথম পাতার পর)

সুযোগের অপব্যবহার করে জাতীয় নিরাপত্তা বিপন্ন করার অভিযোগের উল্লেখ করেছে। স্টেট ডিপার্টমেন্ট অধিকাংশ ভিসা বাতিলের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অপরাধ কাজে নিয়োজিত হওয়ার পর পুলিশের কাজে বাধা সৃষ্টি করেছে অথবা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। এসব অপরাধের অধিকাংশ ছিল যৌন নিপীড়ন ও শিশু নির্যাতন, প্রতারণা ও আত্মসাত, বেপরোয়া গাড়ি চালানো, মাদকের প্রভাবে গাড়ি চালানো, চুরি, অপহরণ, মানব পাচার এবং মাদক-সম্পর্কিত অপরাধ। বিপুল সংখ্যক ভিসা বাতিল স্টেট ডিপার্টমেন্ট তাদের চলমান যাচাই কার্যক্রমের ফল। স্টেট ডিপার্টমেন্টের বরাত দিয়ে গুমাধ্যমগুলো বলছে যে, এমন অপরাধীদের ভিসা বাতিল করা হয়েছে যারা আমেরিকান নাগরিকদের জন্য বিপদ সৃষ্টি করেছিল, আমেরিকানদের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রশ্রয় দিয়েছে, অবৈধ 'বার্থ ট্যুরিজম' সংগঠিত করেছে ও প্রতারণায় অংশ নিয়েছিল, যার মধ্যে রয়েছে: ধর্ষণ এবং গুরুতর যৌন নিপীড়নের অভিযোগে অভিযুক্ত এক বিদেশি নাগরিক, যার মধ্যে মানসিক প্রতিবন্ধী এক ভুক্তভোগীও ছিলেন। অপরাপর ঘটনার মধ্যে অপহরণ, একজন অপ্রাপ্তবয়স্ককে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত এক বিদেশির ভিসাও বাতিল করা হয়েছে। উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত এক দেশের আমেরিকান দূতাবাস ১০০টিরও বেশি 'বার্থ ট্যুরিস্ট' বাবা-মায়ের ভিসা বাতিল করেছে, যারা মূলত সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন যাতে তাদের সন্তানরা আমেরিকান নাগরিকত্ব লাভ করে।

এক বিদেশি নাগরিককে হেরোইনসহ গাড়ি চালানো এবং বৈধ মাত্রার ৩ গুণেরও বেশি রক্তে অ্যালকোহলের মাত্রা নিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। চার্লি কার্কের হত্যাকাণ্ড উদযাপন করা একাধিক বিদেশি নাগরিক, যার মধ্যে একজন বলেছিল 'ফ্যাসিস্টরা মারা গেলে ডেমোক্র্যাটরা অভিযোগ করে না' এবং আরেকজন বলেছিল যে 'সে অনেক দেরিতে মারা গেছে।' এক বিদেশি নাগরিক দাবি করতেন যে তিনি একটি বৈধ ব্যবসা পরিচালনা করেন যা ঝুঁকিপূর্ণ রোগীদের চিকিৎসাসেবা পেতে সহায়তা করে, তিনি একটি ব্যাপক 'মেডিকেইড' প্রতারণা করতে সহায়তা করেছিলেন এবং ভুঁয়া সেবার জন্য ৫ মিলিয়নেরও বেশি বিল করেছিলেন – এদেও সবার ভিসা বাতিল করা হয়েছে। স্টেট ডিপার্টমেন্ট আরও বলেছেন যে, এক বিদেশি নাগরিক মিথ্যা দলিল দিয়ে একটি কোম্পানি গড়ে আয় জাল করে এবং বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করে গ্রাহকদের কাছ থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার হাতিয়ে নিয়েছিল। শুধু তাই নয়, ওই বিদেশি প্রতারণামূলকভাবে ভিসা পাওয়ার জন্য মিথ্যা দাবি এবং জাল চিঠি ব্যবহার করেছিল।

সেক্রেটারি অফ স্টেট মার্কো রুবিও নির্ধারণ করেছেন যে অসংখ্য বিদেশি নাগরিক বহিষ্কারযোগ্য, যার মধ্যে একজন কিউবান নাগরিক রয়েছেন যিনি কিউবার কমিউনিস্ট শাসনের একটি প্রভাব বিস্তারকারী কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত, ইরানি শাসনের সঙ্গে সংযোগ থাকা ইরানি নাগরিকরা, মিনেসোটার গভর্নর টিম ওয়ালজের ক্ষমা পাওয়া এক লাওশিয়ান শিশু যৌন অপরাধী এবং একজন কুয়েতি নাগরিক, যিনি আমেরিকান প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে সহিংসতা কামনা করেছিলেন এবং আমেরিকানদের তার 'শত্রু' বলে অভিহিত করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং সেক্রেটারি রুবিওর নেতৃত্বে, পররাষ্ট্র দপ্তর আমেরিকান জনগণের নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টি করা বিদেশি নাগরিকদের ভিসা শনাক্ত, তদন্ত এবং বাতিল করা অব্যাহত রাখবে। তিনি বলেন, আমেরিকান ভিসা ভিসা একটি বিশেষাধিকার (প্রিভিলেজ), অধিকার (রাইট) নয়। যারা এর অপব্যবহার করে তাদের থেকে আমাদের সম্প্রদায়গুলোকে সুরক্ষিত রাখতে উপলব্ধ সব সরঞ্জাম ব্যবহার করতে দপ্তরটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

জুলাই চেতনায় গড়বো দেশ সবার আগে বাংলাদেশ

(৮ পাতার পর)

স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। কোন রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করতে বারণ করা হয়েছে। তাই আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হয় নাই। তাদের বিচার হওয়া পর্যন্ত কার্যক্রম শুধু নিষিদ্ধ রয়েছে। নারী ও পুরুষের সমতা নিশ্চিত করতে সকল পর্যায়ে বলা হয়েছে। তাই জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সকল দল নারীদের অংশগ্রহণ চেষ্টা করেছে।

অর্থনৈতিক সুশাসন নিশ্চিত:

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য পাঁচ বড় বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। দেশ থেকে দুর্নীতি, অনিয়ম, ঘুষ, চাঁদাবাজি বন্ধ করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনকে নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী করা, চুরি হওয়া সম্পদ অর্থ পুনরুদ্ধার করা, শ্রম অধিকার উন্নত করা, ন্যায়সঙ্গত কর ব্যবস্থা চালু করা, তরুণ ও বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল যাতে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

অন্তবর্তী সরকার চেষ্টা করেছেন এবং কিছু কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন। বর্তমান বিএনপি সরকার এই সকল উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছেন।

ন্যায়বিচার, জবাবদিহি ও গণতান্ত্রিক শাসনের যে আকাঙ্ক্ষায় জুলাই অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল, তাও যথার্থভাবে পূরণ করার জন্য তারেক রহমানের সরকার অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

মাকে লেখা চিঠিতে শহীদ আনাস:

জুলাই বিপ্লবে ফ্যাসিস্ট হাসিনা বাহিনীর হাতে যখন একের পর এক লাশ পড়ছিল রাস্তায়, তখন আর বাসায় বসে থাকতে পারেননি গেন্ডারিয়ার আদর্শ একাডেমির দশম শ্রেণির ছাত্র আনাস। পরিবারের সদস্যদের অগোচরে মায়ের উদ্দেশে চিঠি লিখে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট তিনি সরকার পতনের আন্দোলনে যোগ দেন। সেদিনই ঢাকার চানখাঁপুল এলাকায় পুলিশের গুলিতে শহীদ হন আনাস। পরবর্তী সময়ে মায়ের উদ্দেশে লেখা চিঠি প্রকাশ হলে তা সারাদেশের মানুষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

ওই চিঠিতে আনাস লেখেন- মা, আমি মিছিলে যাচ্ছি। আমি নিজেকে আর আটকে রাখতে পারলাম না। সরি 'আব্বুজান'। তোমার কথা অমান্য করে বের হলাম। স্বার্থপরের মতো ঘরে বসে থাকতে পারলাম না। আমাদের ভাইয়েরা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য কাফনের কাপড় মাথায় বেঁধে রাজপথে নেমে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। অকাতরে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিচ্ছে।

একটি প্রতিবন্ধী কিশোর, সাত বছরের বাচ্চা, ল্যাংড়া মানুষ যদি সংগ্রামে নামতে পারে, তাহলে আমি কেন ঘরে বসে থাকব। একদিন তো মরতে হবেই। তাই মৃত্যুর ভয়ে স্বার্থপরের মতো ঘরে বসে না থেকে সংগ্রামে নেমে গুলি খেয়ে বীরের মতো মৃত্যু অধিক শ্রেষ্ঠ। যে অন্যের জন্য নিজের জীবনকে বিলিয়ে দেয়, সেই প্রকৃত মানুষ। আমি যদি বেচে না ফিরি, তবে কষ্ট না পেয়ে গর্বিত হয়ো। জীবনের প্রতিটি ভুলের জন্য ক্ষমা চাই।

মা সানজিদা খানের কাছে ক্ষমা চেয়ে, কাঁপা হাতে ভুল বানানে চিঠিটা লিখে বাড়ি ছেড়েছিলেন শাহরিয়ার খান আনাস। শাহাদৎ নিশ্চিত জেনেও লংমার্চ টু ঢাকায় শামিল হয়ে রাজপথে নেমেছিলেন এই কিশোর। পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়ে বরণ করে নেন বীরের মৃত্যু। আনাস পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেও তার রেখে যাওয়া চিঠি তাকে অমর করে রাখবে। বেঁচে থাকবেন বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে।

জুলাই বিপ্লবকে ধারণ করতে হলে:

জুলাই নিরাপত্তাকে অর্থনৈতিক কৌশলের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে দেখতে হবে। সাম্প্রতিক বিদ্যুৎ ও গ্যাস সঙ্কট দেখিয়েছে যে জ্বালানি শুধু বিদ্যুত উৎপাদনের বিজয় নয়, এটি শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা, রপ্তানি, কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই স্বল্প মেয়াদে উৎপাদনশীল খাতে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা, আমদানির উৎস বহুমুখীকরণ এবং সরবরাহকারীদের বকেয়া পরিশোধ জরুরী। দীর্ঘমেয়াদে দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধান, নবায়নযোগ্য জ্বালানির সম্প্রসারণ, আঞ্চলিক বিদ্যুত বাণিজ্য এবং সমন্বিত জ্বালানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশের উন্নয়নকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে হলে প্রকৃত বিকেন্দ্রীয়করণও অপরিহার্য। অতিমাত্রায় কেন্দ্রীয়কৃত প্রশাসনিক কাঠামো স্থানীয় সমস্যা সমাধানে বিলম্ব ঘটায় এবং নাগরিক অংশগ্রহণ সীমিত করে। স্থানীয় সরকারকে আরও ক্ষমতা ও সম্পদ দিরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নগর ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো ও সামাজিক সেবার মান উন্নত হবে এবং উন্নয়ন আরও জবাবদিহিমূলক হবে।

বৈষম্য হ্রাসও হতে হবে উন্নয়নকৌশলের অন্যতম কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। জুলাই আন্দোলন আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে যে শুধু প্রবৃদ্ধি যথেষ্ট নয়; প্রবৃদ্ধির সুফল ন্যায়সঙ্গতভাবে বন্টিত হওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

আঞ্চলিক বৈষম্য, মানসম্মত শিক্ষায় অসম প্রবেশাধিকার, কর্মসংস্থানে বৈষম্য, ডিজিটাল বিভাজন ও তরুণদের সীমিত সুযোগ-এসব সমস্যার সমাধান ছাড়া উন্নয়ন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। ও

শেষ কথা:

জুলাই গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি মোড় পরিবর্তনের বাঁক। জুলাইকে হৃদয়ে, জীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে সকলকে ধারণ করতে হবে। জুলাই হবে আমাদের উন্নয়নের মূল সোফান, মূল চালিকা শক্তি। যখন আমরা দিক হারিয়ে যাবো, এখনি আমাদেরকে জুলাইতে ফিরে যেতে হবে। তাই জুলাই যাদুঘর আমাদের পথ চলার অনন্ত প্রেরণা।

কবি আবদুল হাই শিকদারের 'জুলাই বাংলাদেশ' শিরোনামে কবিতাটি খুবই প্রণিদানযোগ্য। আমার ভাইয়ের রক্তমাখা জুলাই অনিঃশেষ জুলাই তুমি স্বাধীন সকাল তুমিই বাংলাদেশ।

তুমি আমার কালবোশেখী টর্নেডো টাইফুন,
তুমি আমার জোছনা ও রোদ ভাতের থালায় নুন।
তুমি আমার দীপ্ত বিজয় ধান কাউনের গান,
তুমিই অসীম অন্ধকারে আলোর অভিযান।
হাজার নদী রক্ত ঢেলে দুয়ার খোলে ভোরের,
দানববংশ ধ্বংস করে বিনাশ করে চোরের।
গুমপুরীতে আনলো জুলাই দোয়েল পাখির শিস,
জুলাই তুমি আবু সাঈদ তোমাকে কুর্নিশ।
জুলাই ছিল থাকবে জুলাই আসবে জুলাই আরো,
মুগ্ধতাময় এমন জুলাই হয়নি দেখা কারো। আনলো জুলাই মুক্ত স্বদেশ ফিরলো স্বাধীনতা,
করলো দাফন দাসত্ব আর সকল অধীনতা। নিজের চোখে আকাশ দেখার অহংকারের দিন,
জুলাই আমার স্বপ্ন আঁকা সাত রঙে রঙিন।
আমার মায়ের বক্ষফাটা জায়নামাজের দোয়া, জুলাই তুমি আমার বোনের অশ্রু দিয়ে ধোয়া।
আমার শিশুর রক্তে নাওয়া জুলাই অনিঃশেষ, জুলাই তুমি থাকলে জেগে বাঁচবে বাংলাদেশ।
সংহতি আর ঐক্য দিয়ে বিভেদ করো শেষ, জুলাই তুমি একলা আশা তুমিই বাংলাদেশ।

আবুল কাসেম হায়দার লেখক: প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ইস্টার্ন ইউনির্ভাসিটি, ইসলামিক ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট

পিএলসিং, অস্ট্রেলিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও আবুল কাসেম হায়দার মহিলা কলেজ, সন্দীপ, চট্টগ্রাম, সাবেক সিনেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাবেক সহ সভাপতি এফবিসিসিআই, আহবায়ক, মুক্ত চিন্তা বাংলাদেশ।

কানাডা থেকে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়ায় ৯৬৮ বাংলাদেশি

(প্রথম পাতার পর)

কারণে কানাডায় থাকার বৈধতা হারানো বিদেশি নাগরিকদের ফেরত পাঠাতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে দেশটির সরকার। সেই তালিকায় শীর্ষ দশ দেশের মধ্যে উঠে এসেছে বাংলাদেশের নাম। কানাডা বর্ডার সার্ভিসেস এজেন্সির (সিবিএসএ) সর্বশেষ তথ্য বলছে, বর্তমানে ৯৬৮ জন বাংলাদেশিকে দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। সিবিএসএর 'রিমুভালস ইন প্রোগ্রেস' তালিকার ৩০ জুন পর্যন্ত তথ্য অনুযায়ী, ফেরত পাঠানো নিশ্চিত হওয়া বিদেশি নাগরিকদের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দশম। তালিকায় ৭ হাজার ৬৬৯ জন নাগরিক নিয়ে শীর্ষে রয়েছে ভারত। দ্বিতীয় অবস্থানে মেক্সিকো৬ হাজার ৫৬১ জন। এরপর রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ২ হাজার ১৭৯ জন, চীনের ১ হাজার ৮৯২ জন, নাইজেরিয়ার ১ হাজার ৬৪৭ জন, কলম্বিয়ার ১ হাজার ২৩৭ জন, পাকিস্তানের ১ হাজার ১৩৯ জন, ব্রাজিলের ১ হাজার ১১৮ জন এবং চিলির ১ হাজার ৩০ জন নাগরিক। সিবিএসএর তথ্য বলছে, ২০২০ সালে ৩০৮ জন বাংলাদেশিকে কানাডা থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। এরপর কয়েক বছর সংখ্যা কম থাকলেও চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসেই ২২৭ জন বাংলাদেশিকে কানাডা থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। সব মিলিয়ে জুন পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের ১০ হাজার ৬০৭ জনকে কানাডা থেকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

কানাডা সরকার সাম্প্রতিক সময়ে অভিবাসন নীতি বাস্তবায়নে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। দেশটিতে আশ্রয়প্রার্থী বিদেশি নাগরিকদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর প্রবণতাও বেড়েছে। কানাডা থেকে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়াধীন ৪০ হাজার ৮২৭ জন বিদেশি নাগরিকের মধ্যে ৩৬ হাজার ৬২২ জনই রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী। এদিকে ইমিগ্রেশন, রিফিউজিস অ্যান্ড সিটিজেনশিপ কানাডার (আইআরসিসি) তথ্য অনুযায়ী, ভিজিটর ভিসায় কানাডায় গিয়ে পরে আশ্রয়ের আবেদন করা ১৭৫ জনের মধ্যে ১০ জন বাংলাদেশি নাগরিক রয়েছেন। কানাডায় বসবাসরত এক বাংলাদেশি গবেষকের মতে, ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বাংলাদেশিদের আশ্রয় আবেদনে নতুন ধরনের জটিলতা তৈরি হয়েছে। একদিকে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় নিপীড়নের আশঙ্কায় করা পুরোনো আবেদনগুলো নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতায় পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে; অন্যদিকে আওয়ামী লীগ-সংশ্লিষ্টতার কারণে দেশে ফেরার ঝুঁকি দেখিয়ে নতুন করে আশ্রয়ের আবেদন করার প্রবণতাও দেখা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিদেশে বাংলাদেশিদের জন্য আশ্রয় পাওয়ার পরিস্থিতি আগের তুলনায় কঠিন হয়ে উঠছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশও আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে কঠোর হচ্ছে। অবৈধভাবে ইউরোপে প্রবেশ, মানব পাচারসহ বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশিদের ভিসা ও অভিবাসন প্রক্রিয়ায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এজেন্সি ফর অ্যাসাইলামের (ইইউএএ) 'লেটেস্ট অ্যাসাইলাম ট্রেন্ডস ২০২৫' প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে বাংলাদেশিদের ৩৬ হাজার ৯০১টি আশ্রয় আবেদন জমা পড়ে। এর মধ্যে ৩৫ হাজার ২৪৫টি ছিল প্রথমবারের আবেদন। একই সময়ে ৪৩ হাজার ৫২৩টি আবেদনের ওপর প্রথম ধাপের সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। বাংলাদেশিদের আশ্রয় আবেদনের প্রথম ধাপে স্বীকৃতির হার ছিল মাত্র ৩ শতাংশ। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক, নিরাপত্তা ও মানবাধিকার পরিস্থিতির বিষয়টি অনেক বাংলাদেশির আশ্রয় আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২৫ সালে বাংলাদেশিদের আশ্রয় আবেদন আগের বছরের তুলনায় প্রায় ১৫ শতাংশ কমলেও বাংলাদেশ এখনো ইউরোপে আশ্রয়প্রার্থীদের অন্যতম বড় উৎস দেশ।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. নুরুল হক বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে আগের মতো রাজনৈতিক অস্থিরতা নেই। এরপরও ইউরোপসহ উন্নত দেশগুলোতে অনেকে অবৈধভাবে প্রবেশ করে কিংবা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন করছেন। অনেকের উদ্দেশ্য মূলত স্থায়ীভাবে বিদেশে থাকা। তার মতে, অ্যাসাইলাম আবেদনের সংখ্যা বাড়া বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তির জন্য নেতিবাচক বিষয়।

ভারত সফরে যাচ্ছেন

(প্রথম পাতার পর)

ঢাকার পক্ষ থেকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠেয় আসন্ন ব্রিকস সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের অংশ নেয়ার সম্ভাবনা 'প্রায় নিশ্চিতভাবেই নেই'। দুই দেশের সম্পর্কে আরও অবনতি ঠেকাতে নতুন করে কূটনৈতিক যোগাযোগ জোরদারের উদ্যোগের মধ্যেই সম্ভাব্য এ সফরের খবর এলো। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে সদ্য নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দিনেশ ত্রিবেদীর ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে প্রথম সৌজন্য সাক্ষাৎকে তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বৈঠকটি 'ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে' বলেও সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে। বৈঠকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

ব্রিকস সম্মেলনে যাচ্ছেন না তারেক রহমান? : দ্বিপক্ষীয় সফর এবং ব্রিকসের আউটরিচ অধিবেশন- দুটির জন্যই আমন্ত্রণ পেলেও বাংলাদেশ সরকারের সূত্র টাইমস নাওকে জানিয়েছে, সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এবং শেখ হাসিনা ইস্যুর কারণে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা 'প্রায় নেই'। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এর পরিবর্তে নয়াদিল্লিতে একটি স্বতন্ত্র দ্বিপক্ষীয় সফর আয়োজনের বিষয়টি নিয়ে কাজ চলছে। বহুপক্ষীয় ব্রিকস সম্মেলনের রাজনৈতিক আবহ এড়িয়ে দুই দেশের সম্পর্ক নতুন করে স্বাভাবিক করার লক্ষ্যেই এ ধরনের সফরের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। আগামী কয়েক সপ্তাহেই স্পষ্ট হবে, ঢাকায় হাইকমিশনার ত্রিবেদীর সাম্প্রতিক উদ্যোগ দুই দেশের সম্পর্কে কতটা কার্যকর পরিবর্তন আনতে পারে। একই সঙ্গে ভারতের আইনি ও প্রক্রিয়াগত সীমাবদ্ধতার সঙ্গে বাংলাদেশের শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের দাবি কীভাবে সমন্বয় করা যায় এবং সীমান্ত নিরাপত্তা ও গঙ্গা পানিবন্টন চুক্তির মতো দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত বিষয়গুলোতে কতটা অগ্রগতি হয়, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

বাংলাদেশের ভিসা ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আসছে

(প্রথম পাতার পর)

পরিবর্তন আনছে সরকার। বিদ্যমান ভিসা নীতিমালা-২০০৬ যুগোপযোগী করে প্রস্তাবিত 'ভিসা পলিসি-২০২৬'-এর খসড়া অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। নতুন নীতিতে ভিসার শ্রেণী ৩৩টি থেকে বেড়ে ৩৪টি করার পাশাপাশি কয়েকটি পুরনো শ্রেণীকে ভেঙে নতুন ক্যাটাগরি করা হয়েছে। ব্যবসা, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, গবেষণা, এনজিও ও মানবিক কার্যক্রমের জন্য পৃথক কাঠামো রাখা হয়েছে। বিদেশী বিনিয়োগ ও দক্ষ মানবসম্পদ আকৃষ্ট করা এবং পর্যটন খাতকে উৎসাহিত করা হয়েছে। সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এটি অনুমোদন দেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। একই বৈঠকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০২৬-এর খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়। এ ছাড়া 'ব্যাংক রেজুলিউশন (সংশোধন) আইন, ২০২৬'-এর খসড়াও চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। নতুন নীতিতে বিদেশী কর্মীদের জন্য বি-১, বি-২ ও বি-৩ তিন ধরনের ভিসা চালুর প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে বি-১ উন্নয়ন সহযোগীদের জন্য, বি-২ বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের জন্য এবং বি-৩ বিশেষজ্ঞ ও কারিগরি ব্যক্তিদের জন্য। একই ভাবে তাদের নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের জন্য জিডিবি-১, জিডিবি-২ ও জিডিবি-৩ শ্রেণী রাখা হয়েছে।

এসব ভিসার ক্ষেত্রে কাজের অনুমতি বা ওয়ার্ক পারমিটের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে।

ব্যবসায়িক ভিসা বি-এর ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসছে। প্রস্তাবিত নীতিতে একবারে অবস্থানের সময়সীমা ৯০ দিন এবং বহুভ্রমণ সুবিধাসহ সর্বোচ্চ এক বছরের ভিসার প্রস্তাব করা হয়েছে। ভিসা নবায়নের ক্ষেত্রে তিন বছরের পরিবর্তে দুই বছর মেয়াদি বৃদ্ধির প্রস্তাব রয়েছে। একই সাথে বাংলাদেশে কর্মসংস্থান নিষিদ্ধ- এ বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। অন্য দিকে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য পিআই (প্রাইভেট ইনভেস্টর) এবং তাদের পরিবারের জন্য এফপিআই শ্রেণী রাখা হয়েছে। শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বিদেশী মালিকানায় কিংবা যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগকারীরা এ শ্রেণীর আওতায় আসবেন। বিদেশী নাগরিকদের জন্য চিকিৎসাসংক্রান্ত যাতায়াত সহজ করতে নতুন করে এমটি (মেডিক্যাল ট্যুরিজম) এবং এমএ (মেডিক্যাল এটেন্ডেন্ট) ভিসা চালুর প্রস্তাব করা হয়েছে। পাশাপাশি টিআর (ট্রানজিট) নামে নতুন ভিসা শ্রেণীও যুক্ত হচ্ছে। বাংলাদেশী নাগরিক ও বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বিদেশীদের জন্যও নতুন এফবিএন শ্রেণী রাখা হয়েছে। তৃতীয় প্রজন্ম পর্যন্ত বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বিদেশী নাগরিক এবং বাংলাদেশী নাগরিকের পরিবারের সদস্যরা এ শ্রেণীর আওতায় আসবেন। ধর্মীয় কার্যক্রমের জন্য আরটি (রিলিজিয়াস, তাবলিগ জামায়াত ও ইজতেমা) নামে নতুন ভিসা শ্রেণী রাখা হয়েছে। এটি বিদ্যমান টিআই শ্রেণীর পরিবর্তে প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে ধর্মীয় শ্রেণীর ভিসায় কর্মসংস্থান অনুমোদিত হবে না। এ ছাড়া এনজিও ও মানবিক কার্যক্রমের জন্য জিবি-১ ও জিবি-২ এবং তাদের নির্ভরশীলদের জন্য জিডিজিবি-১ রাখা হয়েছে। জিবি-১ এর আওতায় বাংলাদেশে নিবন্ধিত এনজিওতে কাজ এবং জিবি-২-এর আওতায় জরুরি মানবিক সেবা ও স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে। নতুন নীতির অন্যতম আলোচিত পরিবর্তন হলো বিদ্যমান ডব্লিউ ক্যাটাগরি বাদ দেয়া। এই শ্রেণীর আওতায় ওয়ার্ক অ্যান্ড হলিডে, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ভলান্টিয়ার্স প্রোগ্রাম এবং জাতীয়, দ্বিপক্ষীয় বা বহুপক্ষীয় চুক্তির আওতায় আসা ব্যক্তিদের ও তাদের নির্ভরশীলদের ভিসার কথা বিদ্যমান নীতিতে ছিল। প্রস্তাবিত ২০২৬ নীতিতে এ বিষয়ে কোনো উল্লেখ রাখা হয়নি। সাংবাদিকদের জন্য জে এবং তাদের নির্ভরশীলদের জন্য এফজে ভিসা থাকছে। তবে সাংবাদিক ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিদ্যমান কিছু বিধান বাদ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

কুইন্স সোস্যাল এডাল্ট ডে কেয়ারের মিলনমেলা

(৫০ পাতার পর)

বিপুল সংখ্যক শিল্পী। একের পর এক গান গেয়ে দর্শক শ্রোতাদের মোহিত করেন তারা। এর ফাঁকে চলে কবিতা আবৃত্তি। অনুষ্ঠানের আয়োজক প্রকৌশলী মাহফুজুল হক ও তার স্ত্রী তানিয়া চৌধুরী সমবেত অতিথিদেরকে স্বাগত জানান। তারা সকলকে ধন্যবাদ জানান আতিথ্য গ্রহণের জন্য। 'কুইন্স সোস্যাল এ্যাডাল্ট ডে কেয়ার' ও 'মার্কস হোম কেয়ার'র সিইও ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজুল হকের প্রাসাদোত্তম বাড়ির আঙিনায় এ আনন্দ সম্মিলনটি প্রকৃত অর্থেই পরিণত হয় বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রবাসীদের মিলনমেলায়।

বারবিকিউ'র পাশাপাশি চা-কফি আর স্ন্যাক্সের পরিক্রমাতেই শুরু হয় ডিনারের পালা। আনন্দধ্বনির প্রেক্ষাপট এবং কমিউনিটির সামগ্রিক সহযোগিতা আলোকে বক্তব্য দেন আনন্দধ্বনি'র চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজুল হক, কো-চেয়ারম্যান ডা. রাজশ্রী সাহা রায় মুনমুন, সদস্য সচিব অর্ঘ্য সারথী সিকদার প্রমুখ। এ সময় আনন্দধ্বনি'র কার্যক্রমকে বেগবান রাখতে সার্বিক সহযোগিতার জন্য ক্রেস্ট প্রদান করা হয় ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজুল হককে। মিউজিক্যাল কনসার্টে আনন্দধ্বনি'র শিল্পী ছাড়াও রবীন্দ্র সংগীতের খ্যাতনামা শিল্পী ইলোরা আহমেদ শুক্লাও সংগীত পরিবেশন করেন। প্রায় দু'শতাধিক অতিথির অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি সত্যিকারার্থেই পরিণত হয় একটি মিলন মেলায়। চমৎকার আবহাওয়ায় পড়ন্ত বিকেলের আনন্দানুষ্ঠানকে আকর্ষনীয় করে তুলে আটলান্টিকের বুকে সূর্যাস্তের দৃশ্য। বিশাল বাড়িটির দক্ষিণের আঙিনায় যেন শেষ প্রান্তে যেন হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় আটলান্টিকের জলরাশি।

আনন্দ সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, রাজনীতিবিদ, এটর্নি, ফার্মাসিস্ট, কৃষিবিদ, শিল্পী, কূটনীতিক, বীরমুক্তিযোদ্ধা, সম্পাদক, ও সাংবাদিক সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আনন্দধ্বনি'র চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মাহফুজুল হক, কো-চেয়ারম্যান ডা. রাজশ্রী সাহা রায় মুনমুন এমডি, ও সদস্য সচিব অর্ঘ্য সারথী সিকদার প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানান মাহফুজুল হক।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

জুলাইয়ে 'রেমিট্যান্স শাটডাউন'

(৪ পাতার পর)

দুনিয়া কেবল পশ্চিমনির্ভরও নয়। বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির কারণে দুনিয়ার অন্যান্য প্রান্তেও সুযোগ বাড়ছে। ভারতের কথা তো বলাই হলো। এশিয়ার দেশ জাপান, কোরিয়া, এমনকি আফ্রিকার দেশগুলোতেও এই সুযোগ বাড়ছে।

কার্ল মার্ক্স বলতেন, পুঁজির সীমানা থাকে না, শ্রমিকের থাকে। দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসক আর ধনী দেশগুলো এই ব্যাপারকে কাজে লাগাত। মেধা ও অভিজ্ঞতা কেবল একদিকে প্রবাহিত হতো। কিন্তু এখন একটা পাল্টাস্রোতের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। গরিব দেশের মেধাবী সন্তানেরা ধনী দেশে নিজেদের শাণিত করে পুঁজি আর দক্ষতা নিয়ে ফিরে আসার সুযোগ পাচ্ছেন।

এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে 'ঘরে ফিরে আসার' তৃপ্তি। এমনকি যেই ছেলেটা বা মেয়েটার পূর্বপুরুষ তিন প্রজন্ম আগে দেশ ছেড়েছিল, সেও ফিরে আসার সুযোগ খুঁজছে। এই তৃপ্তির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে সম্মান, যেই সম্মান সে পরবাসে পায় না। এর একটা দারুণ উদাহরণ দেখা গেল সম্প্রতি শেষ হওয়া বিশ্বকাপ ফুটবলে।

একসময় আফ্রিকাসহ ঔপনিবেশিক দেশগুলো থেকে সেরা প্রতিভারা বাধ্য হয়ে উন্নত দেশে যেত, তাঁদের মধ্যে যাঁরা সেরা হতেন, তাঁরা সেই দেশটির হয়েই খেলতেন। গত শতকের শেষ দিক থেকে ফ্রান্সের ফুটবলবিশ্বে অন্যতম পরাশক্তি হয়ে ওঠা এবং একাধিক বিশ্বকাপ জেতার পেছনে বড় ভূমিকা ছিল আফ্রিকা থেকে আসা তরুণ অথবা তাঁদের বংশধরদের। নেদারল্যান্ডস, পর্তুগাল, ইংল্যান্ডেও একই ঘটনা দেখা গেছে।

অথচ সাম্প্রতিক বিশ্বকাপে আমরা দেখলাম, সাড়াজাগানো দল মরক্কোর বেলায় উল্টোটা ঘটছে। একসময় মরক্কো ছেড়ে ইউরোপে থিতু হওয়াদের সন্তানেরা ইউরোপে সেরা সুবিধা ও সুযোগ পেয়ে নিজেদের বিশ্বমানে উন্নীত করে এখন মরক্কোর হয়ে খেলছেন। এই ঢেউ আছড়ে পড়ছে অন্যান্য দেশেও।

এমনকি বাংলাদেশও। দুনিয়ার সবচেয়ে দামি লীগ ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগে খেলা হামজা চৌধুরী মায়ের সুবাদে বাংলাদেশের হয়ে খেলছেন। এর আগে ডেনমার্কে বড় হওয়া জামাল ভূঁইয়া লাল সবুজ জার্সি পরেছেন, দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। জামালের দেখানো পথে এসেছেন তারিক কাজী। হামজার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন কানাডায় বড় হওয়া শমীত সোম। অপেক্ষায় আছেন ইংলিশ লীগের ক্লাব ফুলহামের তরুণ প্রতিভা ফারহান আলী ওয়াহিদ।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর অনেক কিছুই স্বপ্নের মতো হয়নি। অনেক ক্ষোভ, অনেক অপ্রাপ্তি রয়েছে। অনেক শঙ্কা ও হতাশার জন্ম হয়েছে। কিন্তু কিছু সুযোগ এখনো রয়ে গেছে।

বাংলাদেশে হয়তো হরেদরে রিভার্স ব্রেন ড্রেন সম্ভব নয়, কিন্তু প্রবাসীদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও অর্থ কাজে লাগানোর দারুণ সুযোগ আছে। যে প্রবাসী টাকা না পাঠিয়ে 'মাল' খেতে চেয়েছিলেন, তাঁর জন্য এই নিশ্চয়তা দেওয়া জরুরি যে আপনি দেশের সূর্যসন্তান হয়ে উঠবেন। দেশকে রাহুর গ্রাস থেকে মুক্ত করার চেয়ে সম্ভবত অনেক কঠিন হলো দেশকে এগিয়ে নেওয়া। সেই যাত্রায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রবাসীদের উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে না পারলে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের স্বপ্ন পূরণ হবে না।

সৈয়দ ফায়েজ আহমেদ, গবেষক ও লেখক।

প্রতিরোধ অত্যাবশ্যক সেটা অস্বীকার করা যাবে না

(৫ পাতার পর)

রাষ্ট্রব্যবস্থায় এমন সব সংস্কার নিয়ে আসার যেগুলো হবে রীতিমতো বৈপ্লবিক। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তাঁদের আস্ফালিত বন্দোবস্তটা দাঁড়িয়েছে অতি পুরোনো জামায়াতের সঙ্গে জোট বাঁধা। এবং তাঁদের সংস্কারসূচি যে জামায়াতের অনুমোদনের বাইরে যাবে না সেটাও স্বচ্ছ পানির মতোই পরিষ্কার।

বাণিজ্যি চুক্তিতে বাণিজ্যের কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু অসম বাণিজ্য যে কী বস্তু সেটা তো আমরা উপমহাদেশের মানুষ ইংরেজ বণিকদের আগমনের পরেই টের পেয়েছিলাম। ইংরেজদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য দিয়েই শুরু করে এবং বাণিজ্যপথেই আস্ত ও মস্ত একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ফেলে। আমেরিকা পুরোনো পদ্ধতিতে শারীরিকভাবে আসবে না, কিন্তু বাণিজ্য চুক্তির যেসব শর্ত বাংলাদেশকে মানতে বাধ্য করবে তাতে দ্বিপাক্ষিকতা নগণ্য, সমস্তটাই একপাক্ষিক। দেশের অল্প ক্ষেত্রই থাকবে যেখানে এই চুক্তির ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে না। বলাই বাহুল্য, সর্বাধিক ক্ষতিটা হবে মেহনতি মানুষের। কিন্তু তাদের হয়ে কাজ করার যাঁরা দাবিদার সেই সমস্ত সংগঠনের পক্ষ থেকে তো কোনো আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি না। ট্রেড ইউনিয়নগুলো চুপচাপ, এনজিওগুলোর তো বলার কথাই নয়।

চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল ব্যবস্থাপনাও বিদেশি অপারেটরদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। শুধু তাই নয়, কর্ণফুলী নদীর ধারে একটি বিদেশি কোম্পানিকে অনুমতিও দেওয়া হয়েছে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি টার্মিনাল নির্মাণের। চুপিসারে কাজ এগোচ্ছেও। বন্দর আমাদের, কিন্তু তার ব্যবস্থাপনা বিদেশিদের- স্বাধীন বাংলাদেশে এমন ব্যবস্থার কথাও শেষ পর্যন্ত আমাদের শুনতে হচ্ছে; কেবল শুনতে নয়, দেখতেও হবে, যদি না প্রতিরোধ সফল হয়। প্রতিবাদ বামপন্থি সংগঠনগুলো করছে, কিন্তু প্রকৃত প্রতিরোধের সুযোগটা রয়েছে বন্দরের শ্রমিক ও কর্মচারীদের এবং স্থানীয় মানুষের হাতেই। তাঁরা তৎপর রয়েছেন জানি, কিন্তু প্রতিরোধের কাজকে আরও শক্তিশালী করাটা যে অত্যাবশ্যক সেটা অস্বীকার করবে কে?

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নিউইয়র্কে শিল্প, সাহিত্য ও মননের নিভৃত সাধনা

(৬ পাতার পর)

বিসর্জন দিয়ে টেকসই মনন গড়ে তোলা অসম্ভব। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন কিংবা কামরুল হাসানের ক্যানভাসে প্রস্ফুটিত বাংলার রূপ আধুনিক মননকে যুগ যুগ ধরে ঋদ্ধ করে চলেছে। এই শেকড়সন্ধানই আমাদের বিশ্বদরবারে স্বকীয় পরিচয় দান করে।

আমাদের সমাজকাঠামোর বুদ্ধিজীবী ও প্রবুদ্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণিটিই মূলত শিল্প-সাহিত্যের প্রধান প্রাণকেন্দ্র এবং নিভৃত সাধক। প্রতিকূল সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে লড়াই করতে করতেও এই মানুষগুলোই বইয়ের পাতায় কিংবা কোনো ছোট্ট লিটল ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে খুঁজে ফেরেন মুক্তবুদ্ধির খোরাক। অমর একুশে বইমেলা বা সাহিত্যের। আসরগুলোতে তরুণ প্রজন্মের যে প্রাণোজ্জ্বল উপস্থিতি দেখা যায়, তা প্রমাণ করে যে মনের খোরাক কখনো ফুরোবার নয়। এই পাঠপ্রিয়তা, লিটল ম্যাগাজিনের সাহসী উচ্চারণ আর মুক্তচিন্তাই সমাজকে ধীরে ধীরে এক আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তবে সমস্ত আলোর মাঝেও কিছু ছায়া এসে পড়ে। সমসাময়িককালে সংস্কৃতির নামে ভাসাভাসা বিনোদন, চটজলদি জনপ্রিয়তার স্রোত এবং মেকি বিষয়বস্তু আজ মননশীলতার জমিনকে গ্রাস করতে চাইছে। এই ঙ চটজলদি সংস্কৃতির যুগে দাঁড়িয়ে মৌলিক সাহিত্য বা গভীর শিল্পচর্চা টিকিয়ে রাখাটা আজ এক বড় বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই। এই লড়াইয়ে জয়ী হতে হলে কেবল শহরকেন্দ্রিক চর্চায় সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না; মফস্বল থেকে শুরু করে প্রান্তিক জনপদের প্রতিটি পাড়ায় পাঠাগার আন্দোলন, বই পড়ার অভ্যাস এবং মননশীল চর্চার হাওয়া ফিরিয়ে আনতে হবে।

শিল্প ও সাহিত্য কোনো অলংকারিক বিলাসিতা বা নিছক শৌখিনতা নয়, বরং এটি একটি সুস্থ, মানবিক ও প্রগতিশীল সমাজ গঠনের অপরিহার্য শর্ত। ইট-পাথরের দালানকোঠা বা অর্থনৈতিক সূচক দিয়ে হয়তো একটি দেশের অবকাঠামো মজবুত করা যায়, কিন্তু মানুষের মনের সৌন্দর্য বিকাশ ও আত্মিক সুষমা আনতে হলে নিভৃতের সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার কোনো বিকল্প নেই। সমস্ত কৃত্রিমতা, সংকীর্ণতা আর যান্ত্রিক কোলাহল পেরিয়ে শিল্পিতবোধে শাণিত এক মননশীল জাতিই কেবল অন্ধকার ভেদ করে আলোর মশাল জ্বালাতে পারে। কারণ, দিনশেষে মানুষের হৃদয়ের জমিনেই রচিত হয় সভ্যতার প্রকৃত ইতিহাস, যেখানে সাহিত্য ও সংস্কৃতির নিভৃত সাধনা চিরকাল মানুষকে এক মানবিক ও সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখাবে।

লেখক : আব্দুল কাদের (শিক্ষক), সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

জনগণ বারবার প্রতারিত হলেও নীরব থাকে না

(৭ পাতার পর)

সিন্ডিকেট। রাজনৈতিক নেতৃত্ব বারবার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে আর সবসময় ষড়যন্ত্রতত্ত্ব আউড়ে গেছে।

২০২৪ সালের গণ-আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ছাত্রদের কোটা সংস্কার আন্দোলন দ্রুতই সর্বাত্মক গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়, যার ফলে ৫ আগস্ট ২০২৪-এ দীর্ঘ ১৫ বছরের আওয়ামী লীগ সরকার পতন ঘটে এবং একটি অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে।

আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য পুনঃস্থাপিত কোটা বাতিলের দাবিতে। ছাত্র ও সাধারণ মানুষ আশা করেছিলেন, একটি জবাবদিহিমূলক সরকার ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। জনগণের প্রত্যাশা ছিল একটি স্বচ্ছ প্রশাসন ও দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র। যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সুযোগ বাড়বে। বৈষম্যহীন, সমান অধিকার-ভিত্তিক 'নতুন বাংলাদেশ' গঠনের প্রত্যাশা ছিল আন্দোলনের মূল স্লোগান। আন্দোলন শুধু কোটা সংস্কারেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; এটি সর্বাত্মক গণতান্ত্রিক আন্দোলনে রূপ নেয়। শত শত ছাত্র-তরুণ নিহত ও আহত হন। রাষ্ট্রীয় সহিংসতা ও দমন-পীড়ন আন্দোলনের বড় মূল্য হয়ে দাঁড়ায়।

৫ আগস্ট ২০২৪-এ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেন, যা আন্দোলনের সবচেয়ে বড় অর্জন। ৮ আগস্ট ২০২৪ একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। সুপ্রিমকোর্টের রায় অনুযায়ী ৯৩ শতাংশ সরকারি চাকরি মেধাভিত্তিক করার নির্দেশনা কার্যকর হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের পর স্থায়ী গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলা এখনো চ্যালেঞ্জ।

২০২৪ সালের গণ-আন্দোলন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি মোড় ঘোরানো ঘটনা। প্রত্যাশা ছিল একটি বৈষম্যহীন, জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র গঠন। প্রাপ্তি হিসাবে এসেছে সরকার পতন, কোটা সংস্কার এবং দেড় বছর পর একটি রাজনৈতিক সরকারের প্রতিষ্ঠা। তবে অর্থনৈতিক সংকট, দুর্নীতি ও স্থায়ী গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জ এখনো রয়ে গেছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে গণ-আন্দোলন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। ১৯৪৮ আর ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০ সালের গণ-আন্দোলন-সবই জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের গতিপথ নির্ধারণ করেছে। ২০২৪ সালের গণ-আন্দোলনও সেই ধারাবাহিকতার অংশ। আবার পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান থেকে শুরু করে সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পর্যন্ত সব শাসক আন্দোলনকারীদের বলেছেন রাষ্ট্রের দুশমন, ষড়যন্ত্রকারী, বিদেশি শক্তির এজেন্ট। সময় বদলায়, শাসকের ভাষা বদলায় না।

২০২৪ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশের ছাত্র-নেতৃত্বাধীন কোটা সংস্কার আন্দোলন ভয়াবহ সহিংসতায় রূপ নেয়। জাতিসংঘ মানবাধিকার দপ্তরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পুরো জুলাই আন্দোলনে প্রায় ১,৪০০ জন নিহত এবং কয়েক হাজার মানুষ আহত হন। নিহতের সঠিক সংখ্যা জানা খুবই কঠিন হবে, এবং সম্ভবত কখনোই পুরোপুরি নিশ্চিতভাবে জানা যাবে না। এর কয়েকটি কারণ আছে। আন্দোলনের সময় সরকার ও নিরাপত্তা বাহিনী নিহতের সংখ্যা কম দেখাতে চেয়েছিল, আবার বিরোধী পক্ষ অনেক সময় বেশি দেখিয়েছে। ফলে প্রকৃত সংখ্যা আড়ালে থেকে গেছে। হাস-পাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, স্থানীয় সংগঠন-সব জায়গায় আলাদা আলাদা তালিকা তৈরি হয়েছে। এগুলো একত্রিত করা হয়নি। অনেক মানুষ নিহত না হলেও নিখোঁজ হয়েছেন, যাদের ভাগ্য অজানা। এদের সংখ্যা সরকারি পরিসংখ্যানে ধরা পড়েনি। জাতিসংঘ ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো অনুমান দিয়েছে (যেমন প্রায় ১,৪০০ নিহত), কিন্তু তারা নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিটি মৃত্যুর রেকর্ড রাখতে পারেনি। ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের নিহতের সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক চলতেই থাকবে। আমরা হয়তো একটি আনুমানিক পরিসংখ্যান পাব, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল সংখ্যা সম্ভবত ইতিহাসের অন্ধকারেই থেকে যাবে, যেমনটি থেকে গেছে একাত্তরের নিহতদের ক্ষেত্রে। এত যে রক্ত ঝরল, মানুষ মরল, অনেকেই চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেলেন, এর কি কোনো মূল্য নেই? আবারও আমরা দেখি পুরোনো ব্যবস্থাই ফিরে আসছে। ক্ষমতার লড়াইয়ে এক পক্ষ হেরে গেছে। তারা পালিয়েছে, গর্তে লুকিয়েছে, বিদেশে বসে ফেসবুকে চোখরাঙানি দিচ্ছে। অপর পক্ষ 'যুদ্ধশেষের প্রাপ্য চাই' বলে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-মারামারি করছে। সবাই বিজয়ের দাবি করছে। 'ভিক্টরি হ্যাজ মেনি ফাদার্স'! এখানে জনগণ কই? এ মুহূর্তে আমার কাছে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক বই হলো ট্রটস্কির 'রেভ্যুল্যুশন বিট্রেইড'।

মহিউদ্দিন আহমদ : লেখক ও গবেষক।

পরিহার করতে হবে পুরোনো ধারার রাজনীতি

(৯ পাতার পর)

বাংলাদেশে তিনদলীয় জোটের ব্যাপক আন্দোলনের মুখে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এরশাদ সরকারের পতন হয়। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়। তাঁরা জনগণের আকাক্সক্ষা পূরণে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। দেশে গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর দুর্নীতি, দলীয়করণ ও রাষ্ট্রীয় অর্থসম্পদ লুটে নেওয়ার প্রবণতা সাংঘাতিকভাবে বেড়ে যায়। ২০০১ সালে ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) দুর্নীতির ধারণা সূচকে বাংলাদেশকে এক নম্বরে স্থান দেয়। এ নিয়ে আওয়ামী লীগ বেশ সমালোচনামুখর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাঁরা যখন বুঝতে পারে টিআই ২০০১ সালে দুর্নীতির ধারণা সূচকসংক্রান্ত যে প্রতিবেদন দাখিল করে, তার ভিত্তি বছর ছিল ২০০০ সাল অর্থাৎ আওয়ামী শাসনামল; তখন তারা চুপ হয়ে যায়। দুর্নীতি, দলীয়করণ এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ কতটা ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে, তা বিগত ১৬ বছরে আওয়ামী লীগ দেখিয়ে দিয়েছে। তারা যতই উন্নয়নের গুণকীর্তন করুক না কেন, জনগণ ছিল তাঁদের ওপর ভয়াবহভাবে ক্ষুব্ধ। এই ক্ষুব্ধতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে চব্বিশের জুলাই-আগস্টে গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে।

বিশ্বে অনেক স্বৈরাচারের কথা আমরা শুনি। কিন্তু শেখ হাসিনার মতো এমন নিষ্ঠুর ও নির্মম স্বৈরাচারী শাসকের কথা কমই শোনা যায়। নৃশংসতার সব উপকরণ এসে যেত তার হাতে। বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারী শেখ হাসিনা আজীবন ক্ষমতায় থাকার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তিনি আন্দোলন দমনের নামে প্রায় দেড় হাজার মানুষকে ঠান্ডা মাথায় খুন করিয়েছেন। বাংলাদেশে একাধিকবার গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকার পতন হয়েছে। কিন্তু কোনো সরকারপ্রধানকে জনতার ভয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়নি। শেখ হাসিনা পালিয়ে জীবন বাঁচিয়েছেন। যদিও এর মাত্র কয়েক দিন আগেই তিনি বলেছিলেন, 'শেখ হাসিনা পালায় না।'

মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভি ও কি জুনিয়র তাঁর বই 'দ্য রেসপনসেবল ইলেকট্ররেট : রেসনালিটি ইন প্রেসিডেন্সিয়াল ভোটিং ১৯৩৬-১৯৬০' গ্রন্থে একটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তত্ত্বটি হচ্ছে, ভোটাররা ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতি দেখে ভোট দেন না। বরং তাঁরা অতীত পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে পুরস্কার অথবা শাস্তি দেওয়ার জন্য ভোট দেন। ক্ষমতাসীন সরকার ব্যর্থ হলে ভোটাররা বিরোধী দলকে ভোট দেন। অর্থাৎ নির্বাচনে ভোটাররা ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতি প্রতিশোধমূলকভাবে বিরোধী দলকে ভোট দেন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ তত্ত্ব প্রযোজ্য।

গত ফেব্রুয়ারিতে অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে বিএনপি সরকার পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেছে। ইতোমধ্যে রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের ছয় মাস পুরতে চলেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দৃশ্যমান কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলেও রাজনীতির সেই চিরাচরিত ধারা পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলা এখন সময়ের দাবি। নতুন সরকারকে দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক কালচার পরিবর্তনের জন্য কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দলীয় নেতাদের কারও কারও মধ্যে আত্মপ্রচারের অপচেষ্টা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। এটা কঠোরভাবে রোধ করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের নামকরণ বা প্রতিষ্ঠানপ্রধান নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে, দলের তৃণমূল পর্যায়ের যেকোনো নেতা বা কর্মীর অন্যায় কাজের দায়ভারও কিন্তু শেষ পর্যন্ত দলের শীর্ষ ব্যক্তির ওপরই বর্তায়। তাই এসব ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। দলীয়প্রধান যদি কর্মীদের অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাহলে তার সুফল তাঁর ভান্ডারেই জমা হবে।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান একাধিকবার নৈতিক জ্ঞানভিত্তিক আলোকিত সমাজ গঠনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। আলোকিত সমাজ গঠন করতে হলে সব ধরনের দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে দেশের কল্যাণে কাজ করতে হবে। সরকার হচ্ছে জনগণের পক্ষ থেকে রাষ্ট্র পরিচালনার আমানতদার মাত্র। তাই কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে সবার প্রতি সমান আচরণ করাই সরকারের দায়িত্ব। জুলাই সনদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে যে ঐকমত্য গড়ে উঠেছে, তার ভিত্তিতে দেশ পরিচালনা এবং দেশের রাজনীতিকে ঢেলে সাজাতে হবে। সরকার সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সংবিধান সংশোধন কমিটি গঠন করে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে কাজ শুরু করেছে। তার জন্য সাধুবাদ। তবে দেশে আর যেন কোনো অবস্থাতেই স্বৈরাচারের আগমন বা পুনরুত্থান ঘটতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

লেখক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও রাষ্ট্রদূত। বর্তমানে ঢাবির প্রফেসর ইমেরিটাস।

ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কে সমান মর্যাদা যে কারণে জরুরি

(৮ পাতার পর)

পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। অন্যদিকে, পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে কখনোই সমান গুরুত্ব দেয়নি। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়ী যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল করা এবং ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে কেন্দ্রীভূত করা হয়। এর ফলে বাঙালিদের মধ্যে বঞ্চনার অনুভূতি আরও তীব্র হয় এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করা হয়। এর ফলে রাজনৈতিক সংকট চরমে পৌঁছায় এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। এই সময় ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা প্রদান করে এবং শেষ পর্যন্ত সামরিকভাবে হস্তক্ষেপ করে। এর ফলে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে, যা নিঃসন্দেহে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

তবে প্রশ্ন থেকে যায়ড়এই পুরো প্রক্রিয়ায় ভারতের ভূমিকা কতটা কৌশলগত এবং কতটা মানবিক ছিল? অনেক বিশ্লেষক মনে করেন, মানবিক সহায়তার পাশাপাশি ভারতের নিজস্ব নিরাপত্তা ও ভূরাজনৈতিক স্বার্থও এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এর ফলে ভারত তার পূর্বাঞ্চলে নিরাপত্তাঝুঁকি কমাতে সক্ষম হয় এবং 'আড়াই ফ্রন্ট' পরিস্থিতি থেকে 'দুই ফ্রন্ট'-এ নেমে আসে। ১৯৭১ সালের পর ভারত এই কৌশলগত সুবিধা দীর্ঘ সময় ধরে ভোগ করেছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রে অসম ও একপক্ষীয় বলে সমালোচিত হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণের একটি বড় অংশ এই ধরনের সম্পর্ককে আধিপত্যবাদী হিসেবে দেখে, যা ভবিষ্যতে সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ অবশ্যই ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী। তবে এই সম্পর্ক হতে হবে সমতা, পারস্পরিক সম্মান ও সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে। কোনোভাবেই এমন সম্পর্ক গ্রহণযোগ্য নয়, যা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদাকে খর্ব করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলোড়বাংলাদেশের স্বাধীনতা কোনো বাহ্যিক শক্তির দান নয়। এটি বাঙালি জাতির দীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ ও আত্মত্যাগের ফসল। লাখ লাখ মানুষের রক্ত, নির্যাতন ও ত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত এই স্বাধীনতা ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

অতএব, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে শুধু আঞ্চলিক ভূরাজনৈতিক কৌশলের ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করা সঠিক নয়। এটি ছিল একটি জাতির স্বাধীনতা অর্জনের

সংগ্রাম। ভারতের সহযোগিতা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু সেই সহযোগিতা বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল চালিকা শক্তি নয়। বাংলাদেশ ভবিষ্যতেও ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। তবে তা হবে সমান মর্যাদা ও পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতেড়আধিপত্য নয়, সহযোগিতার ভিত্তিতে। *এম সাখাওয়াত হোসেন, সাবেক অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা।*

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

PRINTING
সকল প্রকার প্রিন্টিং সার্ভিস

সেবা সমূহ
- ব্যানার • পাসপোর্ট ফটো
- সাইনবোর্ড • মগ
- ক্যালেন্ডার • ওয়েব সাইট ডিজাইন
- ম্যাগাজিন • লেভেল/স্টিকার
- ফ্লায়ার • আইডি কার্ড
- মেনু • টি-শার্ট
- পত্রিকা এড • রাবার স্ট্যাম্প
- বিয়ের কার্ড • ভিজিটিং কার্ড
- পোস্টার • লেমিনেশন
- ক্রেস্ট • ফোল্ডার

We are in Jackson Heights NY 11372

আমাদের অকৃত্রিম সেবা
ডিজাইন
প্রিন্টিং
বাইন্ডিং

www.bigdesignus.com

সুবিধা সমূহ
- সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সুবিধা
- জরুরী প্রয়োজনে রেডিমেড ডিজাইন
- কাজের সুন্দর পরিবেশ
- ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল সুবিধা

BIG DESIGN
PROFESSIONAL

37-55, 72 Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-645-6904, 718-255-1158
Email: bigdesign360@gmail.com

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ১৭১ স্টিটে হিলাসাইড এভিনিউয়ে সাবওয়ে স্টেশনের কাছে ১ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন ও ২ বাথরুমসহ বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 718-820-2227 বি-১০-১২

অ্যাটিকে রুম ভাড়া

হিলসাইড এভিনিউ ও ১৯৭ স্ট্রিটে এলাকার হলিসে অ্যাটিকে একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। কিচেন, বাথরুম অন্য রুমমেটের সাথে শেয়ার করতে হবে। যোগাযোগ: 929-820-0315 বি-১০-১২

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসে ১৯৭ স্ট্রিটে বড় দুই রুম, কিচেন, বাথরুম, ড্রয়িং রুমসহ ভাড়া হবে। শুধুমাত্র দুইজন ব্যাচেলর প্রয়োজন। যোগাযোগ: 347-523-0027 বি-১০-১২

সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া হবে

জ্যামাইকায় সুন্দর পরিবেশে বাস স্টপ, গ্রোসারি, মসজিদের কাছাকাছি দূরত্বে ২ বেডরুমের বাসা এখন থেকে ভাড়া হবে। লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা। ঠিকানা: 186—25 Elmira Ave, Jamaica, NY 11412; Phone: 917-717-3877 বি-০৯-১১

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারে গ্লিব অ্যাভিনিউয়ে (জিপ কোড: ১০৪৬২) দোতলায় 8 বেডরুম, ২ ফুল বাথরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। হাঁটা দূরত্বে মসজিদ ও বাংলাদেশী গ্রোসারি। সাবওয়ে ৬ ট্রেন ও ২২ বাস স্টপ কাছেই। যোগাযোগ: **1-929-371-1961** বি-০৮-১১

সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া

১৬৬ স্ট্রিট ও ইউনিয়ন টার্নপাইকে নতুন সংস্কার করা ২ বেডরুম, লিভিং রুম, রান্নাঘর, ১ বাথরুমসহ একটি সেমি-বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। বিস্তারিত তথ্য বা বাসা দেখার জন্যযোগাযোগ করুন:718 440 2514 বি-০৮-১১

বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে

উডহ্যাভেন ও আটলান্টিকের কর্ণারে রেনোভেটেড ৩ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। খুব কাছেই মসজিদ ও সুপার মার্কেট। যোগাযোগ: আমিন। ফোন : **646-287-9314** বি-০৭-০৯

বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে সুন্দর ৩ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, ডাইনিং রুম, অতিরিক্ত রুম ওয়ান এন্ড হাফ বাথরুমসহ অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ৩০০০ ডলার। ইউটিলিটি আলাদা। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৮৬-২৮৭০ বি-০৬-০৮

সেলুনে লোক আবশ্যক

পারিবারিক-বান্ধব একটি সেলুনে কাজের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন লোক আবশ্যক। ভাড়ায় চেয়ার পাওয়া যাবে। লোকেশন: হিলসাইড ও ২১৮ প্লেসের ওপর। যোগাযোগ: স্টিভেন, ফোন: **917-496-7904** বি-১০-১৩

MEDICAL AND HEALTH SERVICES MANAGER

"Safe Health Medical Care PLLC, located at 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462 seeks a full-time Medical and Health Services Manager. Salary yearly $143,250 or $68.88 per hour. Bachelor's in medicine or medical sciences, 24 months working experience as a medical/health services manager or medical doctor in a hospital/clinic/medical office. Foreign education and experience accepted. Must be fluent in English, Bengali, and Hindi. Duty includes (under supervision of the managing doctor): delegates responsibilities & supervise medical assistants, receptionists, and administrative assistants, maintain medical records, staff schedule, order medical/office supplies, communicates with patients, employees, doctors, medical billers, and insurance companies, making business plans to open a new facility in new area. Call: **718-708-3776.**

B-09-11

ঢাকায় প্লট বিক্রয়

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পাশে ১৯৬৯ সালে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনটি সেন্টার, মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগগী দেয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার একটি প্লট বিক্রয় হবে। যোগাযোাগ: মোহাম্মদ খাঁন। ফোন: **01911-350494**; Email: nazrul208165@gmail.com

বি-০৯-১১

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস সংলগ্ন (৩২ এভিনিউ ও ৮৭ স্ট্রিট) প্রাইভেট হাউজের দোতলার বাসা ভাড়া হবে। ১ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম নিয়ে গঠিত এ বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া হবে।

যোগাযোগ-

917-848-4245

(কল করার সময়-বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০টা)

জ্যামাইকায় কয়েকটি পৃথক রুম ভাড়া

জ্যামাইকার ১৫৫ লিন্ডেন বুলেভার্ডে ৩টি ও ৩টি পৃথক রুম, ১টি ফুল বাথরুম ও একটি ফুল কিচেন ও ডাইনিং রুম। মাসিক ভাড়া সকল ইউটিলিটিসহ ২৩০০ ডলার। Q111, Q113, Q114 evm Ges E / F train হাঁটা দূরত্বে। ভাড়া নিতে আগ্রহী কর্মজীবীদের ভালো আয় থাকা আবশ্যক। কাছেই আল আনসার মসজিদ ও বাংলাদেশি গ্রোসারি। বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য ব্যক্তিরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন: ৭১৮-৩২২-১৪৮৮ (সকাল ১০টার মধ্যে রাত ১০টার মধ্যে) বি-০৪-০৬

রুমমেট চাই

সানিসাইডে মসজিদ ও '৭' ট্রেনের কাছে প্রাইভেট বাসার দোতলায় একটি রুম দুইজন রুমমেটের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে এবং অন্য একটি রুমে একজনকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫২৭-০৭০৪ বি-১০-১২

রুমমেট আবশ্যক

সানিসাইডে মসজিদ ও '৭' ট্রেনের কাছে সুন্দর পরিবেশে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একটি রুমে একজন এবং প্রাইভেট বাসায় একজন অধুমপায়ী রুমমেট প্রয়োজন। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫২৭-০৭০৪ বি-১০-১২

মহিলা কর্মী আবশ্যক

জ্যামাইকায় একটি পরিবারে সপ্তাহে তিনদিন কাজ করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে একজন মহিলা কর্মী প্রয়োজন। যোগাযোগ:-**৯১৭-৬৩৫-২৯৯৮**

বি-১০-১২

হাউস মেইড আবশ্যক

ডিক্স হিলস, লং আইল্যান্ডে বাসার কাজ করার জন্য একজন লিভ-ইন হাউস মেইড আবশ্যক। বেতন আলেঅচনা সাপেক্ষ। রেফারেন্স আবশ্যক। কল করুন: **৯১৭-৬৫৭-০৩৭২** বি-০৯-১১

গৃহস্থালীর কাজে মহিলা আবশ্যক

লং আইল্যান্ডে (ঠিকানা: Massapequa Nassau Long Island NY) বাসায় দৈনন্দিন কাজকর্ম ও গৃহস্থালির কাজে সাহায্য করার জন্য একজন বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, মুসলিম মহিলা আবশ্যক। বয়স ৫০ বছরের উর্ধ্বে হতে হবে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা: *বয়স্ক বা অসুস্থ মানুষের দেখাশোনার অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়; * সাধারণ রান্না করতে পারলে অতিরিক্ত ভালো (আবশ্যক নয়)। যে কাজগুলো করতে হবে: * দৈনন্দিন জীবনের কাজে সাহায্য (ADL); * ঘর পরিষ্কার, কাপড় ধোয়া, গৃহস্থালির বিভিন্ন কাজ: * বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে (অভিজ্ঞতা ও কাজের উপর নির্ভর করবে); আগ্রহী প্রার্থী (অথবা তাঁদের পরিবার) মেসেজ অথবা কলে যোগাযোগ করুন: **646-642-7029** বি-০৯-১২

মহিলা কর্মী আবশ্যক

ম্যানহাটানে অবস্থিত স্বনামধন্য ব্যাগেল স্টোর "Broadnosh Bagel" এর বিভিন্ন লোকেশনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গ্রিলে এবং ডেলিতে কাজের জন্য পুরুষ কর্মী এবং ক্যাশিয়ার পদে মহিলা কর্মী আবশ্যক। যোগাযোগ: ফোন অথবা টেক্সট : **718-600-0923** বি-০৬-১১

House for Rent

- ❑ Basement, 2bd, 1 bath, living 79th street & Northern Ave.
- ❑ 4bd, 1.5 bath, living, dining Queens Village.
- ❑ 3 bd, 1bath, living, 111th Street & 101 street Ave.
- ❑ 3bd, 1bath, living & dining. 89-11, 207th Street
- ❑ 3bd, 1bath, living, dining, Jamaica Estate.
- ❑ 3bd, 1bath living dining 174th Street & 111th Ave.
- ❑ 2bd, 1bath, living 2nd floor.
- ❑ 2bd, 2bath, living and floor. Close LIRR.
- ❑ 3bd, 1bath, big living-146-13, 105th Ave.
- ❑ 3bd, 2baths, living, dining, 1st floor+ Parking, 164-25, 109th Rd.
- ❑ Attic 1bd, 1bath living, 172nd Street & 90th Ave.
- ❑ Attic 2bd, 1bath big living, 85-56, 151st street.
- ❑ 3bd, 2bath, living, dining, 2nd floor, $3200, 164, 39, 108th Ave.
- ❑ 3bd, 2bath living, dining 1st & 2nd floor, 9486 218th Street. Rent $3100 plus bills
- ❑ 3bd, 1bath, living, dining, 1st floor, 177-47, 106 Ave.
- ❑ 2bd, 1bath, kitchen and 2nd floor+nice attic, 111-16, 173rd Street.
- ❑ 3bd, 1.5 bath living, dining. $3000+Utility
- ❑ 3bd, apartment, Jackson Heights, 82nd street & 34th Ave. Close 7 train
- ❑ Basement 2bd, 1 bath, living 151-14, 85th Ave..
- ❑ Semi basement 2bd, big Living, Parsons Blvd & Hillside Ave. $2000
- ❑ 3bd, 1 bath living 88-25 172nd steet.
- ❑ 1bd, 1 bath living, dining, 88-23, 171st street
- ❑ 3bd, 1bath, dining, 1st floor 104-31, 164th Road.
- ❑ 3bd, 1bath, big living 2nd floor, 177th Street, Liverty Ave.
- ❑ 1bd, 1bath, living, 1st floor 187th & 90th Ave.
- ❑ 3bd, 2 bath, dining, parking 176-11, 120th Ave. 3400+bills.
- ❑ Jackson Heights, 2bd, 1bath, living, dining, 78th Street & 32nd Ave.
- ❑ 2bd, 1 bath, big living, 150 St & Hillside Ave
- ❑ Duplex 3 bd 2bath living, dining, Merrick Blvd & 108th Ave, 2nd flr, 3rd flr 108-41 171 St, $3200 + Electric bill
- ❑ 1bd. 1bath, living 168th St & 84th Ave
- ❑ Ozone Park 3bd 1 bath, living
- ❑ 2bd, 1bath Attic 186th St & 90th Ave
- ❑ 2bd 1 bath, living, 3rd flr
- ❑ Astoria, 2bd Apartment, 21-28 35th St
- ❑ 3bd 2 bath living, dining, 2nd flr, 177the st & Liberty Ave
- ❑ Astoria 3bd 2bath, living dining, balcony, 35-29 34th St
- ❑ 2bd, 1 bath, living, Queens village

Contact:

Mohammad Salim Reza, Realtor

929-393-7331

PLOT FOR SALE IN DHAKA

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো-কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পাশে ১৯৬৯ সালে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার, মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেওয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার প্লট বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ: মোহাম্মদ খান। ফোন: **917-365-1401**

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

Office cum Account Assistant Wanted

Al-Mamoor School is accepting applications for an Office cum Account Assistant position. Please email your application and resume by July 17 to:

Mohsinpatwary51@gmail.com

B-05-07

Open House For Sale

New Jamaica two family house 8 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 5000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 5 bedrooms, 2 bath rooms, finished basement. 4000 Sq. feet lot. **Please call Shahadat-917-593-9311**

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

Saturday & Sunday 3-4pm
or call to see anytime.
Shahadat: 917-593-9311

WINZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker

MEDICAL CLINIC FOR RENT IN JAMAICA HILLS

1500 Sqft Medical office/clinic, 7 exam rooms, 2 toilets and 5 storage/closets, ready to move in Near Jamaica Muslim Center at 168th Place and Highland Avenue, Jamaica.
For more Information Please call;
917-804-7381

B-08-11

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy-Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office), NYSCEINc@GMAIL.COM

কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত কাজী

ইমিগ্রেশন ও সিটির ল' মুতাবিক ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয় এবং সাক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়। সব সময় খোলা
ইংরেজী অথবা বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা হয়

Cell: 347-527-6438

ইমাম জুবাইর রাশিদ
ইমাম ও খতিব, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ

1203 Virginia Ave, Bronx, NY 10472
Email:abuljubayer@gmail.com

Multiple Award Winners

Thinking of Selling Your Home?

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় অথবা ভাড়া যেকোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন!

BUY-SELL-LEASE

Jashim Chowdhury.com
347-200-0567
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

- Free Market Analysis
- Professional Photography
- Shorter Days on Market
- Sell for Top Dollars

EXIT REALTY PRIME

JN REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP.
All Real Estate Services
Buying • Selling • Construction • Development

189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423

Cell : 347-200-0567
Phone : 718-262-0285
Email : c21jashim@gmail.com

রেস্টুরেন্ট ও বাঙ্কোয়েট হল বিক্রয়

পাকিস্তানি, বাংলাদেশী ও ভারতীয়দের জন্য ব্যবসায়ের চমৎকার সুযোগ। কানেকটিকাটে বাস্কোয়েট হলসহ একটি চালু রেস্টুরেন্ট বিক্রয় হবে। বাস্কোয়েট হলে ২০০ লোকের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। যোগাযোগ করুন: **মি: খলিল। ফোন: 917-560-5204**

বি-০৮-১১

খণ্ডকালীন চাকুরি আবশ্যক

একজন বয়স্ক লোকের জন্য খন্ডকালীন কাজ প্রয়োজন। বিদেশি মালিকানাধীন দোকান অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে আগামী নভেম্বর ২০২৬ সময়ের মধ্যে। যোগাযোগ: মি. খান, ফোন **৩৪৭-৩৫৫-৫২৫০** বি-০৪-০৬

বাড়ী ক্রয় এ ইচ্ছুক

বাফেলো ইউনিভার্সিটির নর্থ ক্যাম্পাস নিকটসংলগ্ন আবাসিক এলাকায় বাড়ী কিনিতে ইচ্ছুক।
যোগাযোগ করুন
আহসান
৩৪৭-২১০-২৩৩৪

প্লট বিক্রয়

চট্টগ্রাম সিডিএ'র 'কল্পলোক' আবাসিক জি-ব্লক, ২.৫ কাঠা প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে। যোগাযোগ:
347-335-9887

বি-১৪-১৬

বাড়ি বিক্রয়, বাসা ভাড়া

Short Sale এর জ্যামইকা, এস্টোরিয়ায় ২ ফ্যামেলি, ১ ফ্যামেলি বাড়ি বিক্রয় হবে। এছাড়া ৩ বেডরুম, ২ বেডরুম, ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সব ধরণের সেকশন-৮, Fheps প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। যোগাযোগ :
৯১৭-৫৯৩-৯৩১১

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় বারিধারা প্রকল্পে এফ ব্লকে ৪ কাঠা জমি বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: নাসের।
ফোন: **৯০১-৩৪০-৬৮৬২;** ইমেইল: **naserllc@yahoo.com**

বি-২৪-২৭

OFFICE SPACE FOR RENT IN ISP BUILDING

AT
74TH ST, JACKSON HEIGHTS NY 11372
CALL : ISP AT:
718-426-2700
For further information.

পাত্র-পাত্রী চাই

17 Years Experience

আপনার স্বপ্নের জীবন সংগী/সংগিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।

যোগাযোগ:
JIBON SONGI
evergreenlife5001@gmail.com
farhanarayhan@yahoo.com
+1 (281)-912-7812
+1(713)-900-6023
অবস্থান:যুক্তরাষ্ট্র

CIVIL SERVICE – GOV JOBS! ARE YOU IN JOB SEARCH?

Try a civil service job with federal/state/city gov; You may work from any locations in the US. We help for job applications and interview preparation.

Contact : K M Tarek FCA

email: kmtarekfca@gmail.com; Phone: 571-234-9648

Queens, NY-11432

বি-১৫-১৭

ইলেকট্রিক্যাল কাজ করি

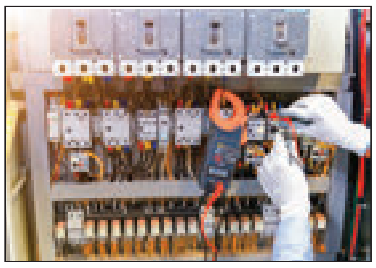

সবধরনের ইলেকট্রিক্যাল কাজ এবং ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার মেরামত, পুরো বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল কাজ দক্ষতার সাথে করে থাকি।

যোগাযোগঃ মো. ওয়ালিউল্লাহ

ফোনঃ 929-636-6816

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).

646-420-7156

(Dr .Masood, Instructor) .

718-297-1400 (Office)

NYSCEINc@GMAIL.COM

হিলসাইড এভিনিউর পাশেই ১৬৮ স্ট্রিট ও লিবার্টিতে

L. ALLADIN LIVE POULTRY MARKET

حلال 100% HALAL

গরু, খাসি, ভেড়া, হাঁস-মোরগী, টার্কি হালালভাবে জবাই করে তাজা মাংস বিক্রি করা হয়।

কোরবানির অর্ডার নেয়া হয়

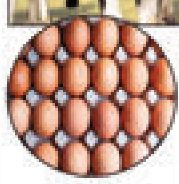

- 3 Red Fowl for $15
- Buy 10 white chicken get 1 Free
- Wednesday Buy 9 Fowl get 1 Free

গুণগতমান ও সেরা সেবা পেতে আজই আসুন

এল. আলাদিন লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট

Hours of operation → Mon-Sat 7:00 am-6 pm, Sun-7:00 am-3 pm

Phone : 718-526-1422, Toll Free: 1-877-526-1422

168-25 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433

Sagar Restaurant

Sagar CHINESE

168-25B, Hillside Ave., Jamaica, NY-11432

Tel: 718-298-5696, 718-657-2855

www.sagarfood.com

Jamaica Branch

87-47 Homelawn Street (169 Street & Hillside Ave.) Jamaica, NY-11432

Tel: 718-657-3333, 718-657-3334

www.sagarchinese.com

Bellerose Branch

252-05 Union Tpke Bellerose, NY-11426

Tel: 718-343-4444, 718-343-4448

www.sagarchinese.com

ক্যাটারিং স্পেশালিষ্ট

Catering Special

Popular Package $13: Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Sweets, Salad.

Premium Package $15: Vegetable Pakora, Chicken Roll, Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Dessert (Sweets/Dodhi) Borhani, Salad.

Sagar Box Package $6: Polao Rice, Chicken Roast, Shami Kabab, Laddu.

Wedding Package $28: Mixed Grill, Vegetable Roll, Crispy Fish, Polao Rice (Kalajeera), Karai Goat, Beef Rezala or Chicken Makhni, Chicken Roast, Mixed Vegetable, Naan, Chana Dal, Borhani, Raita, Chatni, Desi Style Salad, Desi Style Rasmalai, Any Sweets

BLOOMBERG CONSTRUCTION CO. INC.

37-15 73rd St, Jackson Heights, NY 11372

(718) 478-7000 ; (347) 652-9500

Call Mohammad for Free Estimate INSURED & WORK PERMIT

- Brick Pointing
- Water Proofing
- Lintel Replacement
- Parapet Wall Replacement
- All Kind of Cement Work
- Painting
- Plastering
- Carpenter
- Tiles, Wood Floor
- Sidewalk/Driveway

Electric Plumbing

অনুবাদ ইন্টারপ্রেটেশন ও কম্পোজ

বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় সাবলীল অনুবাদ, ইমিগ্রেশন অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিসে ইন্টারপ্রেটেশন নির্ভুল বাংলা ও ইংরেজি কম্পোজের জন্য যোগাযোগ করুন।

News Net

85-59, 168st, Jamaica, NY 11432

Tel: 347-355-0731, Fax: 718-206-2579

বিনামূল্যে হেলথ ইস্যুরেন্স চান?

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইস্যুরেন্স পেতে চান?

তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

আমরা আপনাকে হেলথ্ফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ্ কেয়ারসহ অন্যান্য ইস্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ

বাংলাদেশ সেন্টার , 917-547-6832

Bangladesh Center inc

বি-২০-২২

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

- INCOME TAX & BUSINESS TAX
- IMMIGRATION HELP
- INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
- NOTARY AND MUCH MORE

IRS
- IRS ACCEPTANCE AGENT
- IRS E-FILE PROVIDER

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors). M.S.S (Economics)
DHAKA UNIVERSITY

Cell: 718-736-4095
E-mail: rashidtax2@gmail.com

168-25 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্ট-এর উপরে)

Hillside Multi Services Inc.

হিলসাইড মাল্টি সার্ভিসেস ইন্‌ক

IRS e-file

Income Tax & Accounting
Immigration Help
Travel-Notary

Tel: 718-480-3313
Cell: 917-600-4937

Mohammed M. Alam
M.com (Managment), L.L.B
Notary Public

167-11 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

SHAHADAT HASAN
Licensed Realtor

House Sell

New Queens Village two family house 6 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 4000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 6 badrooms, 5 bath rooms, finishad basement. 4000 Sq. feet lot. **Please call Shahadat-917-593-9311**

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

WINZONE REALTY INC. Licensed Real Estate Broker

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার
এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা আব্দুল মুকিত

পেশ ইমাম, দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো, মেরিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

উডসাইড কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানে সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয়।
যোগাযোগ: ইমাম হেলাল আহমেদ।
ফোনঃ ৩৪৭-৭৬১-৭৩৯৮।
ইমেইল:Helal.woodside@gmail.com বি-২৯-৪১।

মুসলিম কাজী অফিস

- তাজবীদ ও হিফজুল কুর'আন ক্লাস
- বয়স্কদের কুর'আন শিখানো হয়
- কাজী, নিউইয়র্ক সিটি রেজিস্টার
- ফিনারেল সার্ভিস, হজ্ব ও উমরাহ গ্রুপ
- শনি-রবিবার মোক্তব, সামার ক্লাস

Build a Community

American Muslim Center Inc.
৮৯-১৪, ১৫০ স্ট্রিট জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২
৭১৮-৮৬৪-৭৭২৯, ৩৪৭-৫৭৫-১১১০

কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলের পড়তে পারবেন। দূরের স্টুডেন্টগণকে অনলাইনে পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮।

আরবী পড়াতে চাই

আপনার সন্তানকে যদি ছহীহ শুদ্ধভাবে (কোরআন) আরবী শিক্ষা দিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন]
হাফেজ মওলানা শামসুল আলম
৯২৯-২৪২-৪৬৯২

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বাড়ি কেনা-বেচার বিশ্বস্ত রিয়েলটর

WINZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

Direct: 917-302-0443
Email: malimon10@gmail.com
Off: 81-15 Queens Blvd, 2Fl
Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000 Fax: 718-899-2000
www.WinzoneRealty.com

Mohammad Ali
Liceensed R. E. Salesperson

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

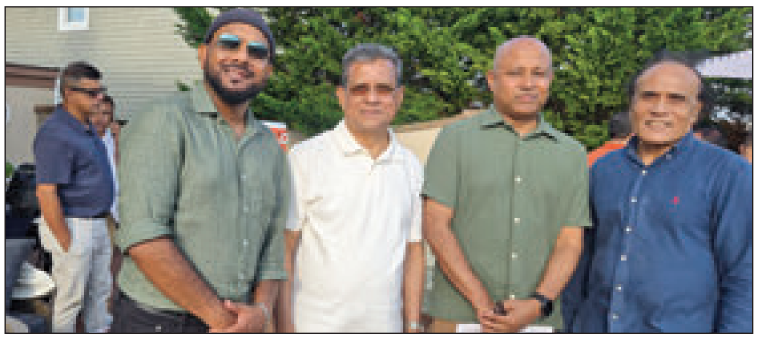

কুইন্স সোস্যাল এডাল্ট ডে কেয়ারের মিলনমেলা

(শেষ পাতার পর)

আটলান্টিকের তীরে নিজ বাসভবনের আঙ্গিনায় ব্যতিক্রমী একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী প্রকৌশলী মাহফুজুল হক। সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ অনাবিল এক আনন্দদায়ক পরিবেশে প্রতিষ্ঠানটি চলে বিকেল ৪টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত। অনুষ্ঠানটি বারবিকিউ পার্টি, সঙ্গীতানুষ্ঠান ও নৈশভোজ দিয়ে সাজানো ছিলো। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষন ছিলো নিউইয়র্কের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংগঠন আনন্দধ্বনির সঙ্গীত পরিবেশনা। এতে অংশ নেন *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

1st AIDE HOME CARE INC

A licensed home care agency, NY

Dr. GeeCee Pat

DBA SARAH HOME CARE

Dr. Shahjadi Parvin (Sarah)

PCA / HHA, NURSING NHTD.PCA CERTIFICATION
OPWDD & SPECIAL CHILD SERVICE

Best Quality in Home Care Services

Call: (718) 440 - 9207

Email:info@1staidehc.com

Counties Served

Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond, Westchester, Nassau

Contracted Insurance (MLTC)

1. Elderplan Homefirst,
2. Healthfirst
3. Anthem BCBS
4. Elderserve (River-spring)
5. Senior whole Health
6. Village Care Max
7. Centerlight
8. Hamaspik Choice
9. OPWDD/CHHA

Also we provide Social Adult Day Care Servoces & Special Child Services

We Speak Bengali, English, Hindi Urdu & Spanish

37-18 73rd St, Suite #401, Jackson Heights, NY-11372

Maa Foundation USA Inc.

A nonprofit organization 501 (c) (3) Approved

We are a Nonprofit Organization recognized as tax-exempt under section 501 (c)(3) of the Interrnal Revenue Code.

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন কমিশনের নেতৃবৃন্দ।

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন ১৮ অক্টোবর

বাংলাদেশ রিপোর্ট : বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন আগামী ১৮ অক্টোবর রোববার অনুষ্ঠিত হবে। এদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত *(বাকি অংশ ২০ পাতায়)*

ক্যানসার ছড়িয়ে পড়েছে বাইডেনের শরীরে

বাংলাদেশ ডেস্ক : সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের শরীরের অন্যান্য জায়গায় ক্যানসার ছড়িয়ে পড়েছে। যা তার শরীরে ব্যথার সৃষ্টি করছে। বাইডেনের ছেলে *(বাকি অংশ ২৪ পাতায়)*

কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ড, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারসহ অন্যান্যরা।

কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সাথে কুইন্স বরো প্রেসিডেন্টের টাউন হল মিটিং

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): সিটির কুইন্স বরোর জনবহুল এলাকা হিলসাইড এভিনিউ ও আশপাশের জনগুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে কমিউনিটি ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সাথে টাউন হল মিটিং করলেন বরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান *(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)*

ধনীদের ওপর কর আরোপ
মামদানির পরিকল্পনায় আদালতের স্থগিতাদেশ

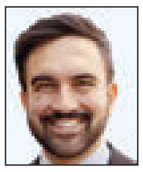

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্ক সিটির ধনী বাড়ির মালিকদের ওপর আরোপ করতে যাওয়া বহুল আলোচিত 'পিয়েদ-আ- *(বাকি অংশ ২১ পাতায়)*

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সভা

নিউইয়র্ক : জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মরণে গত ৯ আগস্ট সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাদের আয়োজনে অনুষ্ঠিত *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ

নিউইয়র্ক : বাংলাদেশের জুলাই আগস্ট ২০২৪ গণঅভ্যুত্থান ও জুলাই বিপ্লবের দ্বিতীয় *(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)*

ভার্জিনিয়ায় এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্স

ভার্জিনিয়া: জুলাই সনদ ও গণভোট বাস্তবায়ন না হলে আন্তর্জাতিক পরিসরে কর্মসূচি *(বাকি অংশ ২৪ পাতায়)*

সদস্যপদ সংশোধনের সুযোগ ১৮ আগস্ট পর্যন্ত

নিউইয়র্ক : বাংলাদেশ সোসাইটি ইনকের আসন্ন নির্বাচনকে *(বাকি অংশ ২৮ পাতায়)*

নিউইয়র্কে 'সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড' অনুষ্ঠিত

বক্তব্য রাখছেন শাহ নেওয়াজ।

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কের ব্যস্ত জ্যাকসন হাইটস যেন একদিনের জন্য হয়ে উঠেছিল দক্ষিণ এশিয়ার এক টুকরো মিলনভূমি। বাংলাদেশের লাল-সবুজ, ভারতের তেরঙ্গা আর পাকিস্তানের সবুজ-সাদাসহ বিভিন্ন দেশের *(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)*

আমার বিচিত্র জীবন
— কাজী জহিরুল ইসলাম —

পর্ব-২১. জসীম উদদীন পরিষদে গিয়ে পরিচয় হয় আলাউদ্দিনের সঙ্গে, যদিও শিশুশিল্পী আলাউদ্দিনের গান বাড্ডা আলাতুন নেসা *(বাকি অংশ ৯ পাতায়)*

নাসার মহাকাশ অভিযানে বাংলাদেশি লামীয়া

বাংলাদেশ ডেস্ক : মহাবিশ্বের অজানা রহস্য উন্মোচনে নতুন অভিযানে যাচ্ছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। ডার্ক *(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)*

ফখরুল ইসলাম এমপিকে সংবর্ধনা

নিউইয়র্ক : নোয়াখালী-৫ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ্ব ফখরুল ইসলামের যুক্তরাষ্ট্র সফর উপলক্ষে নিউইয়র্কে এক বর্ণাঢ্য নাগরিক সংবর্ধনা *(বাকি অংশ ২৮ পাতায়)*

মিশিগানে মুনার দাওয়াহ কনফারেন্স

মিশিগান : মিশিগানে মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা (মুনা) নর্থ জোনের দাওয়াহ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৯ আগস্ট রোববার দিনব্যাপী এ আয়োজনে মিশিগানসহ আশপাশের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে অংশ নেন হাজারো মানুষ। ওয়ারেন শহরের ইসলামিক *(বাকি অংশ ২৮ পাতায়)*

নিউইয়র্কে নাহার এর অ্যাপ্রিসিয়েশন লাঞ্চ

এইচ এম আকতার নিউইয়র্ক থেকে : ইমাম দেলোয়ার হোসাইন বলেছেন, মানুষের কল্যাণে কাজ করা শুধু সামাজিক দায়িত্ব নয়, এটি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনেরও অন্যতম মাধ্যম। দুর্যোগকবলিত, ক্ষুধার্ত ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোকে তারা 'আকাবার পথ' হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, এই পথে অবিচল থাকতে পারলে আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতই হবে মানুষের চূড়ান্ত ঠিকানা। গত ৯ আগস্ট রোববার বিকেলে *(বাকি অংশ ২৮ পাতায়)*

দারুল উলুম নিউইয়র্কের গ্রাজুয়েশন

নিউইয়র্ক : যুক্তরাষ্ট্রের বহুত্ববাদী সমাজে ধর্মীয় স্বাধীনতা শুধু নিজ নিজ বিশ্বাস পালনের অধিকারই দেয় না, অভিবাসী পরিবারগুলোর নতুন প্রজন্মকে নিজেদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় ধরে রেখেই মূলধারার শিক্ষায় এগিয়ে যাওয়ার *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

কুইন্সে বেড়েছে আইস'র ধরপাকড়

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কের কুইন্সের একাধিক এলাকায় গত দুই সপ্তাহে আইসের তৎপরতা বেড়েছে বলে দাবি করেছেন অভিবাসন অধিকারকর্মী *(বাকি অংশ ১০ পাতায়)*

জ্যাকসন হাইটসে হামলার শিকার বাংলাদেশি ওয়াহেদ মন্ডল

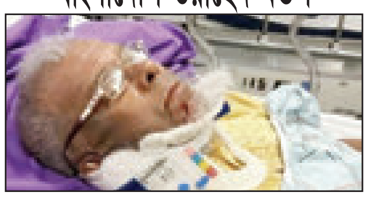

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কের বাংলাদেশি অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসে হামলার শিকার হয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা *(বাকি অংশ ২৪ পাতায়)*

বক্তব্য রাখছেন প্রকৌশলী মাহফুজুল হক

কুইন্স সোস্যাল এডাল্ট ডে কেয়ারের মিলনমেলা

বাংলাদেশ রিপোর্ট: নিউইয়র্কের বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটিতে গ্রীষ্মের আমেজ এখনো কাটেনি। এরই অংশ হিসেবে আনন্দ মেলার আয়োজন করে নিউইয়র্ক সিটির অন্যতম সেবামূলক প্রতিষ্ঠান কুইন্স সোস্যাল এডাল্ট ডে কেয়ার। গত ৮ আগস্ট লং আইল্যান্ডের ব্যাবিলন শহরের লুসিন্ডা এভিন্যুতে *(বাকি অংশ ৫০ পাতায়)*

নিউইয়র্কের শিশু শিক্ষার্থীরা রিডিংয়ে পিছিয়ে

বাংলাদেশ ডেস্ক : শিক্ষাক্ষেত্রে বিপুল অর্থ ব্যয়ের পরও *(বাকি অংশ ২৮ পাতায়)*

Published by News Bangladesh Inc. 86-47, 164th Street, #BH, Jamaica, NY 11432, Tel: 718-523-6299, 917-304-3912, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com, Web: www.weeklybangladeshusa.com